আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

চলন্ত বিমানের জরুরি দরজা খুলে হেঁটে ডানায় পৌঁছলেন যাত্রী!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিমান তখন রানওয়ে ধরে ক্রমশ গতি কমিয়ে থামতে চলেছে। যাত্রীরাও যে যার লটবহর তুলে গা ঝাড়া দিয়ে বেরনোর অপেক্ষায়। **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩২ || সোমবার || বৈশাখ ২৬ || ১৪২৯ || শাওয়াল ৮ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 32 || 9 May || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

৬ লাখ ডলার জালিয়াতি কুইন্সের আরিফুলের কারাদন্ড

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্স বরোর একটি ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজার প্রযুক্তির সহায়তায় শতাধিক গ্রাহকের ৬ লাখ ডলারের অধিক অর্থ আত্মসাৎ করেছে বলে জানা গেছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের তদন্তে অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি উদঘাটিত। আরিফুল হক নামের ঐ ব্যক্তি কম্পিউটার সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম জানাশুনা বয়স্ক গ্রাহকের একাউন্ট থেকে প্রযুক্তির সহায়তায় অর্থ আত্মসাৎ করেন। তার **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**



মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট'

জয়বাংলা শ্লোগানে মুখর বিশাল মিলনায়তন

সালাহউদ্দিন আহমেদ: ইনডোর ঘরানার বিভিন্ন আয়োজনের ভেন্যু হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত নাম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন। ইতিহাসে চোখ বুলালেও দেখা **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

আবার আলোচনায় পুতিনের সাবেক গার্লফ্রেন্ড কাবায়েভা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' চালাচ্ছে রাশিয়া। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এই অভিযান **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

নিজেকে গাধার সঙ্গে তুলনা করে ভাইরাল ইমরান খান!



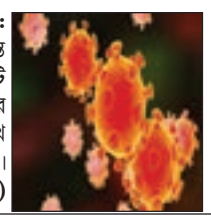
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীত্ব হারানোর পর বড় রাজনৈতিক কর্মসূচির পথে হাঁটছেন পাকিস্তান **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

কে জি মোস্তফা আর নেই



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গীতিকার ও সাংবাদিক কে জি মুস্তাফা আর নেই। বাংলাদেশ সময় রোববার (৮ মে) রাত ৮টার দিকে আজিমপুরে নিজ বাসায় শেষ **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

গ্লোবাল কোভিড-১৯ সামিট আয়োজনে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী করোনাক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড় কোটি মানুষ মারা গেছে যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

তাদের বিদায়ে শূন্য সিলেট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ওদের চোখে এক সময় স্বপ্ন দেখতো সিলেটের মানুষ। আশা ভরসারস্থল ছিলেন তারা। দুর্দিন ও দুর্বিপাকে ছুটে যেতেন তাদের কাছে। মমতায় আগলেও রাখতেন তারা। মানুষকে ভালোবাসতেন। সিলেটকেই এগিয়ে রাখতেন সর্বাগ্রে। জাতীয় রাজনীতিতেও তাদের ছিল সমান দাপট। উন্নয়নেও ছিলেন সিলেটের অন্তঃপ্রাণ জনপ্রতিনিধি। সুখে, দুঃখে মিলেমিশে হয়ে যেতেন **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawnyc@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawnyc.com

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

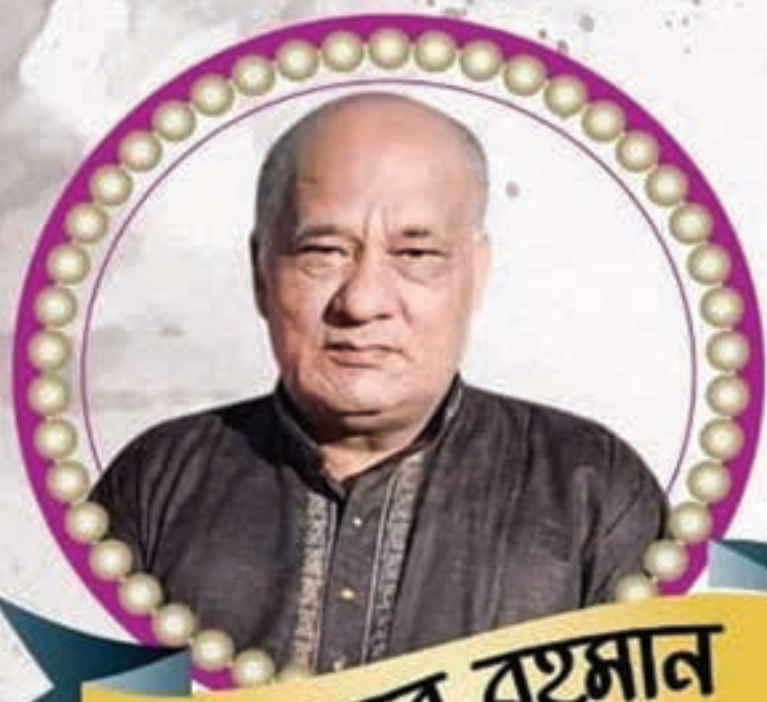
AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY



মাহবুবুর রহমান



মাহবুবুর রহমান। সাংবাদিকতা করেই জীবন কাটিয়েছেন।

দেশে সাংবাদিকতা করে পারিবারিক অভিবাসনে আমেরিকা অভিবাসী হয়েছেন।

প্রবাসে বাংলা সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, সাহিত্য সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মাহবুবুর রহমান। শারীরিকভাবে তিনি এখন অনেকটাই অসুস্থ ।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি'।

১৬ মে সোমবার।

জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টার

সময়ঃ বিকেল ৬ টা

উপস্থিত থাকবেন লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদক মাহবুর রহমান।

আলোচনা হবে তাঁর প্রকাশিত গন্থ নিয়ে।

সর্ব মহলের একান্ত উপস্থিতি কাম্য।

আমন্ত্রণেঃ

এম এম শাহীন, সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, সাপ্তাহিক ঠিকানা

আবু তাহের,সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা। সিইও, টাইম টেলিভিশন।

ইব্রাহীম চৌধুরী, সম্পাদক, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

বিরূপ প্রকৃতিতে উৎসবের ঈদ পালন





















(শেষের পাতার পর)

কোথাও কোথাও খোলা রাস্তার উপরে ঈদের জামাত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। খবর ইউএনএ'র। মহামারী করোনার ভয়াবহতার দু'বছর পর এবারের ঈদের দিন মুসলিম কমিউনিটিতে আনন্দের বন্যা নেমে আসে। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর রং বে রং এর বাহারী পোষাক পরে মুসলিম কমিউনিটি ঈদের জামাত শেষে একে অপরের সাথে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 18 // 2022

পুতিনের প্রাক্তন 'প্রেমিকা' ইউরোপের নিষেধাজ্ঞায়: বিবিসি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভ্লাদিমির পুতিনের সাবেক প্রেমিকা হিসেবে পরিচিত আলিনা কাবায়েভা নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে যাচ্ছেন। সদ্য প্রস্তাবিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নিষেধাজ্ঞার ষষ্ঠ প্যাকেজে তার নামও আছে। সাবেক এই জিমন্যাস্ট বর্তমানে রুশ রাজনীতিতে জড়িত। সাথে তিনি মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করেন। এখনও এই প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজের খসড়ায় সই করেনি ইইউ। তবে দু-একদিনের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে। ইইউর দুইটি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, কাবায়েভাও ইউরোপিয়ান কমিশনের নিষেধাজ্ঞা তালিকায় আছেন। রাশিয়ার ন্যাশনাল মিডিয়া গ্রুপের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় তাকেও ইইউ'র নিষেধাজ্ঞা তালিকায় রাখা হয়েছে। তার নিয়ন্ত্রণে আছে টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম।



স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তি

আবারও খানস টিউটরিয়ালের বিপুল সাফল্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর এই ভর্তি পরীক্ষায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠঅনগুলোর মধ্যে আবারো সাফল্যের শীর্ষস্থান অধিকার করলো নিউইয়র্কের সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'খানস টিউটরিয়াল'।

জানা গেছে, এ বছর নিউইয়র্কের বাংলাদেশী পরিচালিত বিভিন্ন টিউটোরিয়াল সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩০০ শিক্ষার্থী স্পেশালাইজড হাইস্কুলগুলিতে ভর্তি হয়েছে। বিগত বছরগুলোর মত এবারও খানস টিউটোরিয়ালের সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছে। এবারে এই পরীক্ষায় তাদের কৃতী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৩। বাংলাদেশী কমিউনিটিতে এই ফলাফল ব্যাপক আনন্দ ও আশার সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে।

খানস টিউটরিয়ালের শিক্ষার্থীরা যে সব স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে সেগুলি হচ্ছে- স্টাইভস্যান্ট হাইস্কুলে ২৯ জন, ব্রঙ্কস হাইস্কুল অব সাইন্সে ৩২ জন, ব্রুকলীন টেকনিক্যাল হাইস্কুলে ৪৮ জন, ব্রুকলীন ল্যাটিন স্কুলে ৭ জন।

এ ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা হাইস্কুল ফর ম্যাথ, সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাট সিটি কলেজ, হাইস্কুল অব আমেরিকান স্টাডিজ এ্যাট লিম্যান কলেজ, কুইন্স হাইস্কুল ফর দ্য সাইন্সেস এ্যাট ইয়র্ক কলেজ, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড টেক-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ মরহুম ড. মনসুর খান 'খানস টিউটোরিয়াল'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

সম্পাদক-সাংবাদিকদের সম্মানে জাকির চৌধুরীর আয়োজন

নিউইয়র্কের সমাপনী ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রতি বছরের মতো এবছরও নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের জন্য ইফতার পার্টিও আয়োজন করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী। আর তার এই আয়োজনের মদ্যদিয়ে নিউইয়র্কে মাসব্যাপী ইফতার মাহফিলের সমাপ্তি ঘটলো। এবছরের রমজান মাসে এটিই ছিলো নিউইয়র্কের শেষ ইফতার মাহফিল। গত ১ মে রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, জাকির এইচ চৌধুরী ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েল্টি এবং 'জাকির চৌধুরী ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা। খবর ইউএনএ'র।



ইফতার মাহফিলে স্বাগত বক্তব্যে জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, আমরা যা করছি তা সাংবাদিক ভাই-বোনদের বদৌলতে কমিউনিটি ছাড়িয়ে বাংলাদেশেও বিস্তৃত হচ্ছে। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই গত বছরের ন্যায় এবারও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা। আমি অভিভূত যে, আমন্ত্রিত সকল সম্পাদক ও সাংবাদিক আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, আগামী দিনে মানবতার কল্যাণে কাজ করতে চাই এবং মিডিয়া সহ সকল মহলের সহযোগিতা চাই। তিনি গঠনমূলক সমালোচনার এবং ভালো পরামর্শ দেয়ার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

যুবদল নেতা মিজানুর রহমান ও আমানত হোসেন আমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি লিডার মাজেদা এ উদ্দিন, বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তহিক আজকাল-এর বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও বছরে যে কদিন রোজা রাখার অনুমতি সেসব দিনের আলোকে নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেন সালেম সুলেরী।

ইফতার মাহফিল মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপবিষ্ট ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদিকা ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জসীম ভূইয়া, পারভেজ সাজ্জাদ প্রমুখ।

শেষে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বিশেষ মোনাজাতের পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, পবিত্র রমজান মাসের ৩০ দিনে নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবসহ নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক অন্তত তিন শতাধিক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর বাইরেও বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বড় ও মাঝারি ধরণের অন্তত ২০টি মসজিদে প্রতিদিন মুসল্লিদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও নিউইয়র্কের সম্পাদক ও সম্পাদকদের সম্মানে ব্যতিক্রমী ইফতার পার্টির আয়োজন করেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা), কুইন্স কাউন্টির ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — **তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.**
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — **ডা. সাদী আলম, ডিপিএম**
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — **সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.**
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ কোনড্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮৯ ক্যানেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে অবনমন
গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক নয়

এ বছরের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের ১০ ধাপ অবনতির ঘটনাই বলে দেয়- এখানকার সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমকে কী পরিস্থিতির মধ্যে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। গত মঙ্গলবার ছিল বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস। এ উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও ফরাসি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২২ প্রকাশ করেছে। এর ভিত্তিতে সমকাল অনলাইনসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম, যেখানে ২০২১ সালে তার অবস্থান ছিল ১৫২তম। শুধু তাই নয়, এবারের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় সবার নিচে। গণতান্ত্রিক বলে দাবিদার একটা সরকারের জন্য তো বটেই, সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা একটা দেশের জনগণের জন্য তা মোটেই সুখকর বা সম্মানজনক কিছু নয়। আসলে, বিশেষ করে গত কয়েক দশকে দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে লক্ষণীয় অবনমন ঘটেছে এবং তার অংশ হিসেবে খোদ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে বিরোধী মত শুধু নয়, ভিন্নমত দলনে নিত্যনতুন যেসব উপায় বের করা হয়েছে তাতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার এ হাল দেখে বিস্মিত হওয়ার সুযোগ কম।

আমরা বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, দন্ডবিধির ৯৯-এ ধারাসহ বহু আইনে এর কথা জানি, যেগুলো কাজে লাগিয়ে যে কোনো সাংবাদিককে যখন তখন জেলে পুরে রাখা যায়। এসবের মধ্যেই ২০০৬ সালে প্রণীত হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন। এ আইনের কুখ্যাত ৫৭ ধারাকে কাজে লাগিয়ে অনেক সাংবাদিককে জেলের ভাত খাওয়ানো হয়েছে। আরও দুঃখজনক হলো, এসব কালো আইনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রানুরাগী সব মহল থেকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের মধ্যেই প্রণীত হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, যা সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত সংবাদকর্মীদের কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এবারের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকটি যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিনই স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আওয়ার মিডিয়া আওয়ার রাইটস' তাদের সংগৃহীত কিছু তথ্য প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, শুধু গত এক মাসে পাঁচজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে এবং আরও ২৪ জন সাংবাদিক অন্যান্য আইনে করা মামলার শিকার হয়েছেন। তা ছাড়া যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন আর্টিকেল থার্টি নাইনের হিসাবমতে, এ বছরের প্রথম তিন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৩৮টি মামলা হয়েছে এবং এসব মামলার বিবাদীদের মধ্যে পাঁচজন সাংবাদিক।

একই সংগঠনের আরেকটি প্রতিবেদেন বলা হয়েছিল, ২০২০ সালে বাংলাদেশে সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর ৬৩১টি হামলা রেকর্ড করা হয়েছে, যেগুলোর ভিকটিমদের মধ্যে ২৬৫ জন ছিলেন সাংবাদিক।

এদিকে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের দেওয়া তথ্যমতে, করোনা মহামারির সময়েও এ দেশে সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন এক সংখ্যায় হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, যা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ। এ ক্ষেত্রেও ওই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। তবে যে বিষয়টি আমাদের উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তা হলো, সব ক্বটি সংস্থাই বলছে, সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির এসব ঘটনায় মামলা দায়েরকারীসহ হোতাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শাসক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নাম। কে না জানে, আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার পাশাপাশি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে! বলা বাহুল্য, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চর্চার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হলো সংবাদমাধ্যম। ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার ঘটনাগুলো রাষ্ট্র ও শাসক দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা ঘটানো হচ্ছে সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদকে অবজ্ঞা করে। তবে সরকারকে মনে রাখতে হবে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া যেমন গণতন্ত্র হয় না; তেমনি সংবাদমাধ্যম অবাধে কাজ করতে না পারলে কোনো ধরনের উন্নয়নই টেকসই হয় না। অতএব, সংবাদমাধ্যমের সংবিধানস্বীকৃত স্বাধীনতা সুরক্ষায় সরকারকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সঙ্গে সচেতন নাগরিকদেরও এ নিয়ে সোচ্চার থাকতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বযুদ্ধে জড়ানোর পাকে পুনরাবৃত্তি

অ্যাডাম টুজ

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের শুরুর দিকে ওয়াশিংটন ডিসিকে মনে হয়েছিল ইতিহাসের ভূতে আক্রান্ত। এখন ইউক্রেনকে দ্রুত সহায়তা করার জন্য ইউএস কংগ্রেস 'ইউক্রেন ডেমোক্রেসি ডিফেন্স লেন্ড-লিজ অ্যাক্ট ২০২২' পাস করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪১ সালে ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট ঠিক এটাই করেছিলেন, যে আইনের অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, চীন ও গ্রিসকে সামরিক ও অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ওয়াশিংটনে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের কথা ভাবা হচ্ছে তা বিশাল।

এর পরিমাণ মোট চার হাজার সাত শ কোটি ইউএস ডলার, যা যুদ্ধপূর্ব ইউক্রেনের জিডিপির এক-তৃতীয়াংশের সমান। এখন সহায়তার বিষয়টি যদি মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়, সেটা হবে পশ্চিমা সহায়তার সর্বোচ্চ। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা একটি সম্পূর্ণ যুদ্ধের চেয়ে মোটেও কম অর্থ ব্যয় করছি না।

লেন্ড-লিজ হচ্ছে একটি যুদ্ধকালীন হস্তক্ষেপ কৌশল। এর অধীনে অতীতে যেসব সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল, তার বেশির ভাগই ছিল অস্ত্রশস্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে মন্টিস আর্মি লেন্ড-লিজের অধীনে শেরম্যান ট্যাংক দিয়ে লড়াই করেছিল। ১৯৪২ সালের পর গ্রেট সোভিয়েত বাহিনীর প্রতি-আক্রমণগুলো লেন্ড-লিজের ট্রাক দিয়েই পরিচালিত হয়েছিল।

এই কৌশলকে এত অসামান্য করে তোলার কারণ হলো, ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে লেন্ড-লিজ কর্মসূচিটি চালু হওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু লেন্ড-লিজ কর্মসূচি ছিল এমন নীতিনির্ধারণী মুহূর্ত, যার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে না গেলেও নিরপেক্ষতা ত্যাগ করেছিল। বৃহত্তর পরিভাষায় এটি বিশ্বনেতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল। বিষয় হচ্ছে, ভালো-মন্দ যা-ই হোক, এটি আজও রয়ে গেল। সম্ভবত লেন্ড-লিজের বর্ণনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় খারাপ শাসনের বিরুদ্ধে মহান যুদ্ধের বিজয়কে বোঝানো হয়। কিন্তু এই বর্ণনার চৌহদ্দি পরিপূর্ণ করার জন্য আপনাকে ১৯৪১ সালের মার্চের লেন্ড-লিজ থেকে আগস্টের আটলান্টিক সনদ এবং ডিসেম্বরের মধ্যে পার্ল হারবারে আক্রমণ ও যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে চোখ রাখতে হবে। কারণ চীন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উভয়কে সহায়তা দিয়ে লেন্ড-লিজ কর্মসূচিটি মূলত চীনের বিরুদ্ধে জাপানের একটি পৃথক যুদ্ধকে এবং ইউরোপের জার্মান যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এখন মার্কিন কংগ্রেস যদি একটি নতুন লেন্ড-লিজ কর্মসূচি চালু করে, তাহলে ইউক্রেন যুদ্ধে তীব্রতা বৃদ্ধির বিষয়টি তার পরিকল্পনার অংশ কি না সেটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

এই সময়ে এসে এফডিআরের (ফ্রাংকডেলানো রুজভেল্ট) বন্ধু ও সমালোচক উভয় পক্ষই সব সময় জোর দিয়ে বলে যে নাসি জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধকে উসকে দেওয়াই ছিল লেন্ড-লিজের লুকানো এজেন্ডা। হয়তো আজকের বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ এই যুক্তি দেবেন যে আমাদের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ছিল না। এমনকি পার্ল হারবারে আক্রমণ করার পরও রুজভেল্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুঁজে পাবেন কি না তাও স্পষ্ট ছিল না।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর পুতিন তাঁর পারমাণবিক অস্ত্রে শাণ দেন। এখন বাইডেন যদি একটি বিশাল লেন্ড-লিজ স্টাইলের সহায়তা প্যাকেজকে আইনে পরিণত করেন, তাহলে কে বলতে পারবে যে রুশ প্রেসিডেন্ট এর জবাব কিভাবে দেবেন? আরো প্রশ্ন আছে, ইউক্রেনকে কি শুধু পুতিনের সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য অস্ত্র দেওয়া হবে? নাকি আমরা কিয়েভকে রাশিয়ার ওপর হামলা চালানোর জন্য সজ্জিত করব?

১৯৪১ সালে মূলত অ্যাংলো-আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জার্মানির শহরগুলোকে বর্জ্যে পরিণত করা এবং এর জনসংখ্যাকে বাড়িছাড়া করতে নজিরবিহীন কৌশল বোমা হামলা চালানো। কিন্তু অ্যাংলো-আমেরিকান অংশীদারির ক্ষেত্রে লাভের প্রত্যাশায় সহায়তা করার বড় একটি অংশ ছিল টিজার্ড মিশন। এর মাধ্যমে পারমাণবিক বোমা তৈরিসহ ব্রিটিশ ব্যাবহারিক জ্ঞান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল। একই সঙ্গে গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার দিয়ে একটি ন্যায্য যুদ্ধে জয়লাভের মিষ্টি কথার পেছনে লুকিয়ে ছিল একটি সর্ববিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আশঙ্কা।



১৯৪১ সালে আমেরিকার কংগ্রেসে রুজভেল্টের প্রতিপক্ষকে তাড়া করে বেড়ায় এই দুঃস্বপ্ন। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় ভয়ানক সংঘাতে লিপ্ত হওয়া এবং বিশ্বব্যবস্থাকে সামরিকীকরণের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল। এটি তখন দুর্বল কোনো অভিমত ছিল না। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, লেন্ড-লিজ অ্যাক্টের ২০২২ সালের সংস্করণটি এখন সর্বসম্মতিক্রমে সিনেটে পাস হলেও ১৯৪১ সালে সিনেটে এর বিপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ ভোট পড়েছিল। রুজভেল্ট জানতেন যে আমেরিকার জনগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। তিনি আশা করেছিলেন যে লেন্ড-লিজ অ্যাক্ট দিয়ে আমেরিকার অংশগ্রহণকে যুদ্ধ বলা থেকে বিরত রাখা যাবে। এ কারণেই ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চার্চিল একদিকে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে প্রবেশ না করা, অন্যদিকে ব্রিটেন ও তার সাম্রাজ্যকে সামরিক সরঞ্জাম প্রদানেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলে যে 'আমরাই কাজটি শেষ করব'।

ঠিক এটাই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থান। এটা ঠিক যে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা যৌক্তিক কারণে এমন একটি লড়াইয়ে এক পক্ষকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে তারা সরাসরি জড়িত হবে না। আবার এটাও ঠিক যে আমরা এফডিআরের মতো কাজটা করছি, যাতে একটি চোখ রয়েছে আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের প্রতি এবং আরেক চোখ রয়েছে ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্যের প্রতি। এখন রাশিয়া যদি ইউক্রেনের পাথরের ওপর নিজেকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি ইউক্রেনও যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাই হোক।

আর এটাই যদি পরিকল্পনা হয় এবং পুতিন যদি আমাদের এই যুদ্ধে লেগে থাকার সুযোগ করে দেন, তাহলে অবশ্যই এর পক্ষে যুক্তি আছে। তবে একটি ঠান্ডা মাথার হিসাব হচ্ছে, আমরা যে এটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্ধ-স্মরণীয় ইতিহাস দিয়ে সাজাতে চাই, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, যাতে সুখী সমাপ্তিকেই হিসাব করা হয়। তবে এর বিনিময়ে যে অবশ্যম্ভাবী বিসর্জনগুলো দিতে হয়েছিল, তা কখনো স্পষ্ট করা হয় না।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য)
সংক্ষেপিত ভাষান্তর

নামাজের সময়-সূচী

মে	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফজর	৪.১৭	৪.১৫	৪.১৪	৪.১২	৪.১১	৪.০৯	৪.০৮
সূর্যোদয়	৫.৪৫	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২
আসর	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬
মাগরিব	৮.০০	৮.০১	৮.০২	৮.০৩	৮.০৪	৮.০৫	৮.০৬
এশা	৯.২৮	৯.২৯	৯.৩১	৯.৩২	৯.৩৩	৯.৩৫	৯.৩৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সম্প্রীতির ধর্মীয় উৎসব

এ কে এম শাহনাওয়াজ

ক্লাসে এক ছাত্র প্রশ্ন করেছিল, স্যার বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলা হয় কেন? বুঝলাম ওদের কাছে একটু গোলমেলে মনে হতেই পারে। কারণ ওদের বেড়ে ওঠার সময় থেকে ওরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলগুলোর বাড়বাড়ন্ত দেখেছে। নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাভ-লোভের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে বিভেদ তৈরি করা হয়েছে।

ক্লাসে এক ছাত্র প্রশ্ন করেছিল, স্যার বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলা হয় কেন? বুঝলাম ওদের কাছে একটু গোলমেলে মনে হতেই পারে। কারণ ওদের বেড়ে ওঠার সময় থেকে ওরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলগুলোর বাড়বাড়ন্ত দেখেছে। নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাভ-লোভের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে বিভেদ তৈরি করা হয়েছে। ধর্মীয় সংঘাত ছড়াতে দেখেছে। দীর্ঘদিনের হিন্দু-বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আড়াল করে বাংলাদেশকে 'মুসলমানের দেশ' বলে ইতিহাসকে খন্ডিত করে বিভ্রান্তি ছড়াতে দেখেছে। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুন্দর ক্যানভাস ওদের কাছে অচেনা লাগবেই।

আমি বাঙালির উৎসব বিষয়টি পড়াতে গিয়ে ঈদুলফিতরের কথা বলি। ওরা কৌতূহল নিয়ে তাকায়। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে আমাদের ছেলেবেলার কথা বলি। মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের পরিবারগুলোর সাধারণ চিত্র অনেকটা একই রকম ছিল। ঈদের একদিন বা দুদিন আগে অনেক কিছুর সঙ্গে কটি মোরগ কিনে আনতেন আব্বা। তা থেকে দুটি আলাদা করে রাখা হতো। ঈদের আগের রাতে ওগুলো এবং খাসির মাংস আলাদাভাবে রান্না করে মিটসেফে রাখা হতো বোনদের হিন্দু বান্ধবী আর আব্বার হিন্দু বন্ধুদের জন্য। আমাদের জন্য তো মোরগের মাংস এবং গরুর মাংস রান্না হবেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বলে যাতে দ্বিধায় না পড়তে হয় তাই অমন ব্যবস্থা। এভাবেই আনন্দ ভাগ করে নিত হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। হিন্দু, বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশে ইসলাম প্রচারে সুফি সাধকদের আগমন ঘটতে থাকে এগারো শতকের মাঝপর্ব থেকে। তেরো শতকের শুরু থেকে বহিরাগত মুসলমান সুলতানদের অধিকারে চলে আসতে থাকে গোটা বাংলা। মুসলিম শাসক ও সাধক কারও মধ্যেই সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি ছিল না। আল্লাহপ্রেম ও মানবপ্রেমকে একীভূত করে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন সুফি-সাধকরা, তাতে বাঙালি মানসে অসাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল। তাই সাম্প্রদায়িকতার কালো কাপড়ে জড়ানো কট্টর লেবাসি ধর্মীয় নেতাদের শত চেষ্টায়ও এদেশের মানুষের মননে জড়িয়ে থাকা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ফিকে করে দেওয়া যায়নি।

শুধু ঈদ কেন, এ প্রসঙ্গ ধরে আমরা শারদীয় পূজার দিকে দৃষ্টি দিই। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেও উৎসবের আমেজ কাটতে আরও কিছুদিন লেগে যায়। এ উৎসবের আনন্দ থেকে প্রতিবেশী মুসলমান যে একেবারে বিযুক্ত থাকে, তেমন কিন্তু নয়।

আমার মনে পড়ছে করোনাকালের আগের কথা। ঈদুলফিতরের দিন আমাদের একটি টিভি চ্যানেল সাধারণ মানুষের অনুভূতি জানতে চাওয়া নিয়ে অনুষ্ঠান করছিল। উন্মুক্ত লোকালয়ে অনুষ্ঠান। এক পর্যায়ে মাইক্রোফোনে এক ভদ্রমহিলা এলেন। শাখা-সিঁদুরে বোঝা গেল তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য। সঙ্গে স্বামী ও দুই সন্তান আছে। অফিস ছুটি তাই আনন্দ করতে বেরিয়েছেন। মুসলমান প্রতিবেশীর মতো ঈদের আনন্দ তাকেও ছুঁয়ে গেছে। জানালেন রাতে তার স্বামীর মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে ঈদের দাওয়াত খেতে যাবেন। তারা জানেন এদিন তাদের খাওয়ানের জন্য ভিন্ন আয়োজন করা হবে। আসলে এটিই আবহমান বাংলার চিত্র।

আমাদের ছেলেবেলার কথা স্মরণে আনতে পারি। নারায়ণগঞ্জের বন্দরে অনেক হিন্দু পরিবারের বাস ছিল। এদের উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত চলে গেছেন। এসব বাড়িতে আমার বোনদের বান্ধবী অনেক দিদি ছিলেন। আদর-স্নেহ পেয়ে তাদের দূর সম্পর্কের মনে হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমরা ছোটরা যেমন কর গুনে ঈদের অপেক্ষা করতাম, একইভাবে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা আর স্বরস্বতী পূজার জন্যও দিন গুনতাম। মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দেখা, ঢাকির জাদুকরী হাতে মনমাতানো ঢাকের বাদ্যে মাতোয়ারা হওয়া আর প্রসাদ খাওয়ার লোভ তো ছিলই। ঈদের মতো মহররমের মিছিলেও একসময় ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ ছিল। ইরাক-ইরানসহ অনেক দেশে শিয়া-সুন্নির মধ্যকার দ্বন্দ্ব হানাহানির পর্যায়ে চলে যায়। এদিক থেকে বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন। আঠারো শতক থেকে ঢাকায় মহররম পালিত হচ্ছে। শিয়াদের তাজিয়া মিছিলে সুন্নি মুসলমানের অংশগ্রহণ এদেশে স্বাভাবিকই ছিল। আঠারো-উনিশ শতকের নথিতে দেখা যায়, একটি সাংস্কৃতিক প্রণোদনা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেও শরিক হতো মহররমের মিছিলে। বিশ্বাস ছিল, দুলদুলের প্রতীক ঘোড়ার পায়ে দুধ ঢেলে মনোবাঞ্ছা করলে তা পূরণ হয়। অনেক হিন্দুও ইচ্ছা পূরণের আশায় দুলদুলের পায়ে দুধ ঢালত।

মুসলমান পিরের সমাধিতে হিন্দুর যাওয়া, প্রার্থনা করা এদেশে একটি সাধারণ চিত্র। গ্রামগঞ্জের নানা জায়গায় এখনো ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবার নদীতে কলার ভেলায় রঙিন কাগজের ঘর বানিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসানো হয়। এই 'ভেলা ভাসানো' উৎসবে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে। সুন্দরবনের সঙ্গে জীবিকা জড়িয়ে আছে এমন মুসলমান বাওয়ালি, কাঠুরে বা জেলেরা বনের রক্ষাকর্ত্রী দেবী কল্পনায় বনবিবি আর ব্যাঘ্র দেবতা গাজীর নাম জপ করে। অন্যদিকে হিন্দু বাওয়ালি, কাঠুরে ও জেলে একই অধিকর্ত্রী দেবী হিসাবে বনদুর্গা আর ব্যাঘ্র দেবতা হিসাবে দক্ষিণ রায়ের নাম জপ করে।

এসব বাস্তবতা এদেশের দীর্ঘকাল ধরে লালিত সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাই প্রকাশ করছে। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে আমি আমার লেখায় বহুবার বলার চেষ্টা করেছি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাস্তবতাই বলে দিচ্ছে এদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অপচ্ছায়া খুব স্বচ্ছন্দে ডানা মেলতে পারবে না। এদেশের সাধারণ মানুষের মানসিক গড়ন সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিকে সমর্থন করে না। তারপরও এ সত্য মানতে হবে, অন্ধকারের জীব, যারা ধর্মকে আধ্যাত্মিকতার গাম্ভীর্য আর সৌন্দর্যে না দেখে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা লাভের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তারা কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করে। অন্য দল অতটা বুঝে নয়, বরং সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ও কূপমণ্ডূকতার কারণে ধার্মিক না হয়ে এক ধরনের ধর্মান্ধ হয়ে যায়। ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন না করে অনালোকিত এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ধর্মনেতার বয়ান শুনে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়। প্রথম শ্রেণির ধর্ম-বণিকদের চেনা যায়, ফলে এদের প্রতিহত করাও সম্ভব। কিন্তু অতি ধীরে হলেও দ্বিতীয় শ্রেণির সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষের পক্ষে সমাজ কলুষিত করার ক্ষমতা বেশি বলে আমি মনে করি। প্রথমে তারা নিজ পরিবারকে প্রভাবিত করে, পরে প্রতিবেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

> **মানুষকে সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের চেষ্টা করতে হয় জানার জগৎ শানিত করে। আমি কাছে থেকে লক্ষ করেছি, পশ্চিম বঙ্গের মানুষের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের খোঁজ আমরা যতটা রাখি, ওপারের মানুষ আমাদের সম্পর্কে তেমনটা রাখতে পারেন না। এর অনেক কারণ আছে। কলকাতায় কোনো বই বা জার্নাল প্রকাশিত হলে কলেজ স্ট্রিটের দোকানে আসার আগেই বাংলাদেশের বুক স্টলে চলে আসে। কালেভদ্রে বাংলাদেশের বইয়ের দেখা মেলে কলকাতার বইয়ের দোকানে। কলকাতার সব টিভি চ্যানেল আমাদের ড্রইং রুমে। আমাদের কোনো চ্যানেল দেখার সুযোগ নেই পশ্চিমবঙ্গে।**

আমার পরিচিতি একজন চল্লিশোর্ধ্ব তরুণের কথা বলব। সরকারি অফিসের মাঝারি কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন করেছেন। সেই অর্থে শিক্ষিত। কিন্তু তার আলাপচারিতায় মনে হয় আলোকিত নন। নিয়মিত নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন, সেই অর্থে ধার্মিক। তবে ধর্মচর্চা করেন বলে মনে হয় না। একজন শিক্ষিত মানুষ যদি ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হন, তবে তার কর্তব্য ধর্মীয় বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন করা, নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানা, আর এই জানাকে স্পষ্ট করার জন্য অন্য ধর্মের বাণীকে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করা। অন্তত অন্য ধর্ম সম্পর্কে ঈর্ষাভাব জাগার আগেই।

এই বন্ধুটি বেশ কিছুদিন ধরে আক্ষেপ করছিলেন সরকারি দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের বড় বড় পদে 'কেবল হিন্দু কর্মকর্তা' নিয়োগ পাচ্ছেন। আমি প্রথমে গা করিনি। বর্তমান সময়ের রাজনীতি আমাদের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করছে। তাই ভিন্ন রাজনীতির দল ক্ষমতায় থাকলে সেই সরকারকে নানাভাবে সমালোচনা করতে ভালো লাগে। আমি বন্ধুর বিষোদ্গারের কারণ তেমনটিই মনে করেছিলাম। কিন্তু একইভাবে বারবার আক্ষেপ করায় আমি জানতে চাইলাম, যে হিন্দু কর্মকর্তাদের পদায়ন হচ্ছে, তারা কি যোগ্যতার বিচারে হচ্ছেন না? তিনি নীরব রইলেন। আমি বললাম, এদেশের নাগরিক যদি হয়ে থাকেন আর যোগ্যতার কারণে যদি পদ পেয়ে থাকেন, তবে তাদের ধর্মপরিচয় খোঁজা তো নিরর্থক। তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, এদেশে বেশির ভাগ মানুষ মুসলমান, তাই মুসলমানের অধিকারটি বেশি থাকতে হবে। আমার কাছে কথাগুলো একটু বিসদৃশ লাগল। আমার চারপাশের পরিবেশে অমন করে ভাবতে দেখি না কাউকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে অমন সংকীর্ণ চিন্তা কাজ করে বলে আমার মনে হয় না। অথচ নাগরিক পরিবেশে বাস করা, সার্টিফিকেটে শিক্ষিত এক সরকারি চাকুরে অমন করে ভাবছেন কেন! পরে মনে হলো, এ মানসিকতার মানুষগুলো পারিবারিক ও সামাজিকভাবে হয়তো তেমন আলোকিত নন। তাই ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ দেশে একুশ শতকের ডিজিটাল যুগেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা প্রকাশ করছেন কণ্ঠ উঁচিয়ে। যে সংকীর্ণতার স্থান তার নিজ ধর্মেই নেই।

মানুষকে সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের চেষ্টা করতে হয় জানার জগৎ শানিত করে। আমি কাছে থেকে লক্ষ করেছি, পশ্চিম বঙ্গের মানুষের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের খোঁজ আমরা যতটা রাখি, ওপারের মানুষ আমাদের সম্পর্কে তেমনটা রাখতে পারেন না। এর অনেক কারণ আছে। কলকাতায় কোনো বই বা জার্নাল প্রকাশিত হলে কলেজ স্ট্রিটের দোকানে আসার আগেই বাংলাদেশের বুক স্টলে চলে আসে। কালেভদ্রে বাংলাদেশের বইয়ের দেখা মেলে কলকাতার বইয়ের দোকানে। কলকাতার সব টিভি চ্যানেল আমাদের ড্রইং রুমে। আমাদের কোনো চ্যানেল দেখার সুযোগ নেই পশ্চিমবঙ্গে। আমার এক সাংস্কৃতিককর্মী ছাত্র যথার্থই মন্তব্য করল সেদিন, এই যে রোজা আর ঈদ যায়, এ নিয়ে কলকাতার অধিকাংশ টিভি চ্যানেল তেমন কোনো অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ আমাদের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া দুর্গাপূজার বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত খবরে ও অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতা মাতিয়ে রাখে। অর্থাৎ এদেশের মানুষ দুই সম্প্রদায়ের অধিকার অভিন্ন ভাবতে অভ্যস্ত বলেই আমাদের মধ্যে এ স্বতঃস্ফূর্ততা রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কলকাতার চ্যানেলে মুসলমানের উৎসবের খবর-প্রতিবেদন জায়গা করে নিতে যে পারছে না, সে তথ্য আমরা পেলেও আমাদের চ্যানেল ওপারের মানুষ দেখতে না পাওয়ায় পুজো নিয়ে এ দেশে যে এত আয়োজন হয় তার খোঁজ আবার তারা পাচ্ছেন না। পেলে হয়তো কলকাতার চ্যানেলেও এর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ত।

আমার বরাবরই মনে হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ ধরে রাখতে পারলে এদেশের ধর্ম-বণিক রাজনীতিকদের অপতৎপরতা আর জঙ্গিবাদ কখনো শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে না। এজন্য অনালোকিত জনগোষ্ঠীকে আলোতে আনতে হবে আবহমান বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

শ্রাবণ মাসের ঈদ বনাম কালবৈশাখীর ঈদ!

গোলাম মাওলা রনি



এমন ঘটনা আমার জীবনে কোনো দিন ঘটেনি। ঈদের দিনে সবকিছু ফেলে পত্রিকার জন্য কলাম লেখা এবারই প্রথম ঘটল। ২০২২ সালের ঈদুল ফিতরের সরকারি বন্ধ এবং ঈদপূর্ব ব্যস্ততার সাথে যুক্ত হয়েছে ঈদ-পরবর্তী ব্যস্ততা। আমার এক প্রবীণ বন্ধুর অনুরোধে তার বেয়াইবাড়ি সিলেটে বেড়াতে যেতে হবে ঈদের পরের দিন সকালে। আর অন্য দিকে, স্ত্রী-সন্তানরা গ্রামের বাড়ি যাবে ঈদের দু'দিন পর। ফলে আমার হাতে কেবল ঈদের দিনটিই অবশিষ্ট আছে নয়া দিগন্তের শুক্রবারের উপসম্পাদকীয় লেখার জন্য। কাজেই ঈদের দিনের গতানুগতিক কাজকর্ম সেরে দুপুরের ভাতঘুম বাতিল করে যখন উল্লিখিত শিরোনামে লিখতে বসলাম তখন বড় সমস্যা দেখা দিলো। কোনটি আগে লিখব? আমার শৈশবের সেই শ্রাবণ মাসের ঈদের স্মৃতি নাকি ২০২২ সালের মে মাসের তিন তারিখের স্মৃতি?

যখন সকাল সাড়ে ৬টায় নামাজের জন্য বের হলাম–- তখন দেখলাম, ছেলে-মেয়েসহ সবাই ঘুমাচ্ছে। রাস্তায় লোকজন এবং যানবাহন ছিল না বললেই চলে। অনেক কষ্টে একটি রিকশা পেলাম এবং ধানমন্ডি সাত নম্বর রোডের মাথায় বায়তুল আমান মসজিদের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। মসজিদে ঈদের জামাতের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল সকাল সাড়ে ৮টা; কিন্তু আমি দুই ঘণ্টা আগে বাসা থেকে বের হলাম প্রথম কাতারে স্থান পাওয়ার জন্য। ঢাকার অন্যান্য মসজিদে কী হয় তা বলতে পারব না; কিন্তু এই মসজিদটিতে কম করে হলেও তিন-চারবেলা নিয়মিত মুসলিম- মুসলিমা রয়েছেন, যারা প্রথম তিনটি কাতারে বসার জন্য নামাজ শুরুর অনেক আগে এসে অপেক্ষা করেন। বিশেষ করে জুমার দিন এবং দুই ঈদের দিনে এই প্রবণতা প্রবলরূপে দেখতে পাওয়া যায়।

নামাজ-কালাম তসবি তাহলিল কিংবা জিকির আজকারের সাথে অবশ্যই শরিয়ত মারেফতের অনেক কিছু জড়িত। কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বেই মানুষের অভ্যাস। মানসিকতা এবং প্রতিবেশ-পরিবেশ ইবাদতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার ক্ষেত্রেও এটির ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ মসজিদের যে স্থানটিতে আমি সচরাচর বসি সেই স্থানটিতে জায়গা পাওয়ার জন্য আমি নির্ধারিত সময়ের দুই ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকি, যা আমার সন্তানরা বরদাশত করতে পারে না। তাদের তারুণ্য তাদের এতটা অস্থির করে রাখে, যার ফলে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মসজিদে যায় সবার শেষে এবং বের হয়ে আসার ক্ষেত্রেও কে আগে বের হবে, তা নিয়ে মাঝে মধ্যে প্রতিযোগিতা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আমার সন্তানরা যখন ১৪-১৫ বছর বয়সী ছিল তখন আমরা একসাথে মসজিদে যেতাম; কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আমি প্রথম কাতারে স্থান পাওয়ার জন্য যেভাবে এগিয়েছি একইভাবে যাদের বালকবেলা ও কৈশোরের অভ্যাস, তারুণ্যের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমার সাথে তাদের যে বন্ধনটি তা কিছুটা আলগা করে দিয়েছে। ফলে তারা মসজিদে যায় বটে; কিন্তু পেছনের সারিটি কেন যেন তাদের খুব ভালো লাগে। এটাকে আমি দোষণীয় মনে করছি না। কারণ ১৯৭২ সালের শ্রাবণ মাস এবং ২০২২ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যকার যে ৫০টি বছর তা এই মহাবিশ্বের অনেক কিছুই পরিবর্তিত করে ফেলেছে। ভূমি, আকাশ, সমুদ্রের তলদেশ সর্বত্রই পরিবর্তন। আকাশে লাখ লাখ স্যাটেলাইট ঘুরছে। বায়ুমন্ডল ও আয়নস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমি-নদী পাহাড় সর্বত্রই বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে আমাদের অন্ন-বস্ত্র বাসস্থান আসবাবপত্র সবকিছুতেই বিষের ছড়াছড়ি। এ অবস্থায় আমাদের শরীর মন বেড়ে ওঠা কিংবা জন্মমৃত্যু সবকিছুর সাথেই বিষের সংযোগ রয়েছে, যা ১৯৭২ সালে ছিল না।

আমার শৈশবের ঈদের গন্ধ এখনো আমাকে মোহিত করে। বহু স্মৃতি আমাকে এখনো আন্দোলিত করে এবং বহু আবেগ উচ্ছ্বাসে আজো আমি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। আমার শৈশবের ঈদগুলোর মধ্যে সেই ঈদটির কথা কোনো দিন ভুলব না, সেটি হয়েছিল এক শ্রাবণ মাসে। সেবার শ্রাবণ মাসেই ভাদ্র মাসের তালপাকা গরম পড়েছিল আর বর্ষার পানিতে ভরে যায় ফসলের মাঠ, নদী-নালা-খালবিল-পুকুর সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। পুরো গ্রামের মধ্যে মাত্র কয়েকটি উঁচু বাড়িতে পানি উঠতে পারেনি; কিন্তু বেশির ভাগ বাড়ির উঠোনে বর্ষার পানি ছিল এবং কারো কারো ঘরেও পানি ঢুকে গিয়েছিল। ফলে সেই আমলে বন্যার পানির যত আপদ-বিপদ, ময়লা আবর্জনা এবং অভাব অভিযোগের মধ্যেই রমজানের চাঁদ উঠেছিল এবং মানুষজন তাদের সাধ্য অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আমাদের বাড়িটি ছিল তুলনামূলক উঁচু। ফলে বাড়িতে পানি না উঠলেও পুরো বাড়ির চার দিকটা ছিল পানিতে টইটম্বুর। বাড়ির এক দিকে জঙ্গল, অপর দিকে ফসলি মাঠ এবং বাকি দুই দিকে প্রতিবেশীদের বাড়িঘর। আমাদের বাড়িতে পানি না ওঠার সুফল যেমন ছিল তেমনি কুফলও কম ছিল না। জঙ্গলের দিক থেকে পচা গন্ধ ভেসে আসত। এ ছাড়া মলমূত্র আবর্জনা, বিভিন্ন প্রাণীর মৃত্যুদেহ ইত্যাদি ভেসে এসে বাড়ির চার পাশে জড়ো হতো এবং সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য প্রতিদিনই কসরৎ করতে হতো। বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য নৌকা অথবা কলাগাছের কয়েকটি ভেলাসহ একটি তালের ডোঙ্গা ছিল। বাড়ির সামনে পানির যে গভীরতা ছিল তা প্রায় ১০-১২ ফুটের কম ছিল না। ফলে সাঁতার কাটা বা নৌকা-ভেলা-ডোঙ্গা ছাড়া কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়া অথবা হাটবাজার করা কিংবা তারাবির নামাজ ও ঈদের জামাতে যাওয়া ছিল অসম্ভব।

আমাদের বাড়ির সামনে যে ফসলি মাঠ ছিল সেখানে সাধারণত ধান ও পাটের চাষ হতো এবং তৎকালীন জামানায় এই ফসলের মধ্যে বন্যা প্রতিরোধী আশ্চর্য এক প্রাকৃতিক গুণ ছিল। বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে ধান ও পাটগাছের উচ্চতা বেড়ে যেত এবং এসব ধানক্ষেত ও পাটক্ষেতে কিভাবে যে প্রাকৃতিক মৎস্যের অভয়ারণ্য গড়ে উঠত তা যারা সেই দৃশ্য নিজ চোখে দেখেননি তারা কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না। প্রতিটি ধানক্ষেত, পাটক্ষেত কিংবা ইক্ষুক্ষেত ছিল শত শত প্রজাতির ছোট-বড় মাছে পরিপূর্ণ এবং সেই মাছ খাওয়ার জন্য গুইসাপ, ঢোঁড়াসাপসহ অন্যান্য সরীসৃপ সেখানে কিলবিল করত। এর বাইরে বিভিন্ন আকৃতির জোঁক, বক, চিলসহ অন্যান্য মৎস্যভোজী পাখিদের মহড়া দেখে মনে হতো– ধান-পাটক্ষেতগুলো যেন সাক্ষাৎ যমপুরী। রাতের বেলা তো দূরের কথা, দিনের বেলাতেও ওসব পাড়ি দিয়ে একাকী কারো পক্ষে কোথাও যাওয়া ছিল রীতিমতো দুঃসাহসের ব্যাপার।

উল্লিখিত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই লোকজন তারাবিহ পড়ার জন্য নিকটবর্তী কোনো মসজিদে যেত এবং ঈদের জামাতের জন্য ঈদগাহে হাজির হতো। তো সেবারের শ্রাবণের সেই রমজান মাসের তিনটি মজার কাহিনী বলে ২০২২ সালের কালবৈশাখীর ঈদ নিয়ে কথা বলে আজকের নিবন্ধের ইতি টানব। আমাদের শৈশবের সেই উত্তাল দিনে আমরা তারাবিহ পড়ার জন্য মসজিদে যেতাম। মুরুব্বিরা নিতে (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেডনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

গণতন্ত্রে নির্বাচন,না

(১৭ পাতার পর)

প্রগতিশীল, কে প্রতিক্রিয়াশীল-তাও বোঝা মুশকিল। এমন একটা বিভ্রান্ত মনোভাব বেড়ে উঠেছে বর্তমান আমলেই; যা খুবই হতাশাজনক।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, সুশাসনের ব্যারোমিটার হলো কোনো দেশের সংখ্যালঘু, নারী বা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা বা নিরাপত্তার সূচক। নানা অজুহাতে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হয়েছে। অপরাধী দায়মুক্তি পায় বলে সহিংসতার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সমাজ প্রতিনিয়ত ছোট-বড় নানা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে চলে; কিন্তু নারী বা সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে সামান্য ইস্যু পেলেই পৌরুষ জেগে ওঠে। নৈতিকতা, মতাদর্শ বা ধর্মীয় দর্শন-কোনোকিছুই রুখতে পারে না তাদের এ প্রবল পরাক্রম। অথচ এসব পোশাকি পরিচয়ই আবার আধিপত্য বিস্তার কিংবা সম্পদ দখলের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে-অসহিষ্ণুতা বা হিংস্রতা সভ্যতার শত্রু, যা কোনো সীমা মানে না। যদি কিনা অপরাধীর কঠোর শাস্তি দৃশ্যমান না হয়। সবাই একমত-হিংস্রতা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলছে। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনীর বীভৎস বর্বরতার সাক্ষী হয়েছিল শান্তিপ্রিয় এ জনগোষ্ঠী। কিন্তু অপরাধের চরিত্রই হয়তো সংক্রমণশীল। এক অপরাধ অন্য অপরাধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়ী-শিক্ষার্থী সংঘর্ষ, নারীর ওপর সহিংসতা, পুড়িয়ে গণহত্যা-সমাজের জন্য এমনই কোনো অশনি সংকেত কি না, ভেবে দেখা জরুরি। দেশের মৌলিক কিছু প্রশ্নে নির্বাচনের আগেই ডায়ালগ হতে পারে। সেই সঙ্গে নীতি-পদ্ধতির আপডেট মূল্যায়ন। চাই পারস্পরিক আস্থা। স্বল্পদর্শী সমাধান নয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও দেশের ভাবমূর্তি বিবেচনায় রেখে সংকটের স্থায়ী নিষ্পত্তির পথ খুঁজতে হবে। শুধু নির্বাচন প্রক্রিয়া নয়, দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি, পররাষ্ট্রনীতি, এমনকি রাষ্ট্রের চরিত্র-সব বিষয়েই খোলা মনে আলোচনা দরকার। জনগণের করের টাকা যেন কোনোভাবেই অপচয় না হয়, বিত্তবান যেন ন্যায্য কর দেয়, রাষ্ট্র যেন কোনো অজুহাতেই রাজস্ব না হারায়-এসব বিষয়ে সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা দরকার। দেশ কি একধরনের মানসম্পন্ন শিক্ষা চায়, নাকি বিভক্ত শিক্ষায় উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আরও প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেবে? শিক্ষাই আজ বৈষম্য বিমোচনের বড় হাতিয়ার। সমাজকে এ বিষয়ে ভাবতেই হবে। পেশি ও বিত্তের দাপট বাগে আনতে না পারলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীর শাস্তি যেন ক্ষমতাসীনের করুণার ওপর নির্ভর না করে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সব পক্ষের সততা ও ঐকমত্য চাই। অপরাধ কাউকে ক্ষমা করে না। হিংসা থেকে প্রতিহিংসা জন্ম নেয়, ঘৃণা থেকে ঘৃণা। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নির্বাচনের আগে শান্তির এ অপরিহার্য শর্তগুলোকে আলোচনার টেবিলেই মীমাংসা করা জরুরি বলে মনে হয়।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ব্রুকলীন থেকে কামাল আহমেদের প্রশ্নঃ

আমি টুরিস্ট ভিসায় এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। এই মাসেই আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। আমি ভিসা বাড়াবার জন্যে আবেদন করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে কোন অনুমতি পাই নাই। এখানে আসার পরে একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে।

এই অবস্থায় আমি বুঝতে পারছিনা যে আমি ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্যে অপেক্ষা করব নাকি গ্রীনকার্ডের জন্যে আবেদন করব। এই অবস্থায় আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার ভিসার মেয়াদ যদি না বাড়ে তবে আমাকে গ্রীনকার্ড পাবার জন্যে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে কিনা?

আপনার পরামর্শ পেলে আমি সেভাবে অগ্রসর হবো।

কামাল আহমেদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার জন্যে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে ভিসা বৃদ্ধির এপ্রুভালের জন্য আপনার আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করুন। আপনাদের স্ট্যাটাস বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি অস্বীকৃতি হলেও তাতে করে আপনার কেসের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। আপনি এখনই আপনার গ্রীনকার্ডের জন্যে ফাইল করতে পারেন। আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট যদি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে তবে ইচ্ছা করলে বা দেশে যেতে চাইরে অগ্রীম প্যারোলের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি যদি স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করেন তবেই ঐ অগ্রীম প্যারোলের অনুমতির জন্যে ফাইল করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে আশরাফুল মানিকের প্রশ্নঃ

আমি আমার স্ত্রীর করা আবেদনের মাধ্যমে এদেশে এসছি এবং যথারীতি ইউএসএর পাসপোর্ট পেয়েছি। আমি একজন বাংলাদেশী। আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট নবায়ন করা আছে।

এদিকে আমার জীবনের দুঃখজনক এক ঘটনার ব্যাপার আপনাকে জানাচ্ছি। কারণ এই সমস্যা থেকে সমাধান লাভ করা। আমার স্ত্রীর সাথে আমার মাঝে মধ্যে খুব ঝগড়াঝাড়ি হয়। সে সময় আমরা একে অপরকে সহ্য করতে পারিনা। তার ফলে আমি খুবই মনোকষ্টে থাকি। আমার সেই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

এসব কারণে আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি যদি রাগ করে দেশে চলে যেতে চাই তাহলে কি আমি আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করতে পারব। ঐ পাসপোর্ট নিয়ে প্রয়োজনে আমি আবার এদেশে ফিরে আসতে পারব কিনা? আমার মানকিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আশরাফুল মানিকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন ইউএস এর পাসপোর্টধারী যে কোন সময় ভ্রমণ করতে পারেন। আপনিতো একজন ইউএস এর পাসপোর্টধারী সেকারণে আপনিও যে কোন সময় ভ্রমণে যেতে পারেন। তবে ইউএস এর পাসপোর্টধারী হিসেবে বাংলাদেশে যেতে চাইলে আপনার ইউসে এর পাসপোর্ট 'নো' ভিসা রিকোয়ারমেন্ট এই মর্মে সিল নিতে হবে ইউএস এর বাংলাদেশ কনস্যুলেট থেকে। অর্থাৎ আপনি ইউএস এর পাসপোর্ট নিয়েই বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারবেন। বাংলাদেশে যেতে পারবেন এবং বাংলাদেশে থেকে ফিরে আসতে পারবেন। আর আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটি একান্ত আপনার নিজস্ব ব্যাপার। তবুও সজ্জন হিসেবে বলতে চাই যে সব সমস্যার সমাধান আছে। আপনার সমস্যার অবসান হউক এই কামনা করি।

ম্যানহাটান থেকে আকবর হোসেনের প্রশ্নঃ

একজন টুরিস্ট হিসেবে আমি এদেশে এসেছিলাম। বাংলাদশে থাকাকালীন আমার বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু বিয়ের পর তেখেই আমার স্ত্রীর সাথে আমার বনিবনাপ হয় হাই বলে আমাদের মধ্যে অফিসিয়ালি ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। আমার বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়েই। টুরিস্ট হিসেবে এদেশে আসার পর একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে।



আমার বৈধতার জন্য আমার স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করতে চায়। এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিলে উপকৃত হবো।

আকবর হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

এই ধরনের প্রশ্নর প্রায় প্রতি সপ্তাহেরই আমরা পেয়ে থাকি। এ কারণে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়ুন। তাহলে আপনার প্রশ্নের মত একই ধরনের প্রশ্ন এবং তার জবাব পেয়ে যাবেন।

বরাবরের মত এবারও আমরা উত্তরে বলবো যে আপনার আগের স্ত্রীর সাথে আপনার যে তালাক হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আপনাকের কোর্টের সার্টিফিকেট উপস্থাপন করতে হবে। আপনাকে স্থানীয় ইমিগ্রেশন অফিসে কল করতে হবে। সেই সাথে আই-৪৮৫ ফর্ম, আই-১৩০ এবং জি-৩২৫ ফর্ম পূরণ করতে হবে। আর আই-৭৩৫ ফর্ম পুরণ করতে হবে ওয়ার্ক অথোরাইজেশনের জন্য। সেই সাথে ইমিগ্রেশন যথাযথ ফিস দিতে হবে।

আমাদের আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনি যদি এখনই মেডিক্যাল টেস্টের জন্য রিপোর্ট পাঠান তবে ইন্টারভিউ এর সময় ইমিগ্রেশন হয়তো আবার মেডিকেল টেস্টের রিপোর্ট চাইতে পারে। এ কারণে ইন্টারভিউ এর সময় মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট সাথে করে নিয়ে যাওয়াই বাল।

আপনার স্ত্রী একজন ইউএস এর সিটিজেন সেকারণে তার প্রমাণ হিসেবে আপনি আপনার স্ত্রীর বার্থ সার্টিফিকেটর উপস্থাপন করতে হবে। আপনার স্ত্রীর যদি আগে বিয়ে থাকে এবং তার সাথে ডিভোর্স হয়ে থাকলে কিংবা তিনি মারা গেলে সেই ডিভোর্স সার্টিফিকেট কিংবা ডেথ সার্টিফিকেটর আবেদনের সাথে সংযোগ করে দিতে হবে।

কুইন্স থেকে শহেদা খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রীনকার্ডধারী। এই গ্রীনকার্ড আমি আমার স্বামীর করা আবেদনে ভিত্তিতে পেয়েছি। আমার স্বামী ইউএসর সিটিজেন। আমি যে গ্রীনকার্ড পেয়েছিলাম সেই গ্রীনকার্ড হলো দুই বছর মেয়াদের জন্যে। কিন্তু আমার গ্রীনকার্ডের মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেছে আমরা আসলে বাইরে ছিলাম কিন্তু এখানে ফিরে আসার পরে জানতে পারলাম যে আমাদের গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ।

আমাকে নাকি আবার এর জন্যে আবেদন করতে হবে। কিন্তু কেন আমাদের এই গ্রীনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে হবে। কতদিন সময় লাগতে পারে?

শাহেদা খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

বিয়ের ভিত্তিতে গ্রীনকার্ড পেলে তবে দুই বছরের জন্যে কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড ইস্যু হয়। এই কন্ডিশনার গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার ৯০ দিন আগে কন্ডিশন রিমুভের জন্যে আই -৭৫১ ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হয়। সেই সাথে দুই বছরের থেকে যে আপনার সাথে বসবাস করছেন তার প্রমাণ, বাচ্চা থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট, ট্যাক্স রিটার্ন, যৌথ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং পরিবারের ছবি সংযোগ করে দেবেন।

আপনার কন্ডিশনার গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইমিগ্রেশন রিমুভালের আবেদন আই-৭৫১ পৌছাতে হবে। ঠিক সময়ে ফাইল না করলে সেই অপরাগতার জন্য সঠিক যুক্তি দেখাতে পারলে তবে ইমিগ্রেশন এটা গ্রহণ করতে পারে। নতুন করে গ্রীনকার্ড পাবার পরে আপনার সিটিজেনশীপের পিরিয়ড হিসেব করা হেব। আপনার প্রথম গ্রীনকার্ড পাবার তারিখ থেকে নয়। যদিও সিটিজেনের স্পাউস হিসেবে গ্রীনকার্ড পাবার তিন বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করা যায়।

আপনি যে জরুরী কারণে বাইরে ছিলেন সেই প্রমাণপত্র অবশ্যই আবদেরন সাথে সংযোগ করে দেবেন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে তার পরামর্শ নিতে পারেন। তিনি আপনার সাথে আলোচনা করে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনা-মুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

পর্যটন : অপরূপা বান্দরবানের অভিজ্ঞতা

কাওসার চৌধুরী

গত মার্চ মাসের ২৪ তারিখ কক্সবাজার থেকে দুপুরে যাত্রা শুরু করে বান্দরবান সার্কিট হাউসে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় বিকেল। সূর্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে; নরম হয়ে এসেছে গ্রীষ্মের খর রোদ। চারদিক বেশ নির্জন-নিশ্চুপ, ছিমছাম। সার্কিট হাউসের তিন তলায় আমার জায়গা হলো। কামরার নামটি এ মুহূর্তে মনে আসছে না; তবে বিখ্যাত কোনো পাহাড়ি ঝরনার নামে এই কামরার নাম। ঝরনার নামটি দেখেই হৃদয়ের মধ্যে শীতল একটি জলধারা বয়ে গেল; আহ্ প্রশান্তি! কামরায় বোচকা-পুটলি রেখে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

বান্দরবান সার্কিট হাউসটি পাহাড়ের চূড়ায়। ভবনের সামনেই প্রশস্ত খালি জায়গা। জায়গাটির কিনারাজুড়ে ফুলের বাগান। তার ঠিক মাঝ বরাবর ভিআইপিদের আনুষ্ঠানিক সালাম জানানোর পাকা মঞ্চ। মঞ্চের সামনেই একটি উঁচু লোহার দন্ডে বুক ফুলিয়ে উড়ছে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। এই মঞ্চের ৮-১০ ফুট পরেই পাহাড়টি হুট করে নেমে গেছে হাজারখানেক ফুট নিচে। এর পর একটি উপত্যকা। উপত্যকার অপর প্রান্তে আবারও পাহাড়। ডানে-বামে-সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড় আর পাহাড়। সেই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে রং-বেরঙের কিছু বাড়িঘর। অধিকাংশই দালান, অল্প কিছু টিনের ছাউনি, বাকিগুলোতে পাতার ছাউনি দেওয়া। এসব বাড়িঘরে সূর্যের লালচে আলো পড়ে অসাধারণ একটি মায়া তৈরি করেছে! হঠাৎ একটি চড়ুই এসে বসল বারান্দার রেলিংয়ে। চিড়িক চিড়িক দুবার মাথা নেড়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। পাশের গাছে পাখির শব্দ। একটি কোকিল ডাকল খুব কাছ থেকে। অন্যরকম স্নিগ্ধ একটি পরিবেশ! নগর যন্ত্রণায় জর্জরিত মনটা হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল মোহিনী পরিবেশের ছোঁয়ায়।

এবারে ঈদের ছুটিতে যারা নানা জায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য ক্ষুদ্র টিপস দিতে চাই। এর আগে পুরো বিষয়ের সূত্র একটু ধরিয়ে দিই। আমি গিয়েছিলাম বান্দরবানে প্রামাণ্যচিত্র বধ্যভূমিতে একদিনু প্রদর্শন করতে। ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসু-এ বান্দরবানে অরুণ সারকী টাউন হল্ল-এ প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। সেই সূত্রেই আমার যাওয়া।

প্রামাণ্যচিত্রটির প্রদর্শনী ছিল ২৫ মার্চ সন্ধ্যায়। সকালে কিছুটা সময় পাওয়া গেল। সে সুযোগে বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার মো. কায়েসুর রহমানকে ম্যানেজ করে ছুটলাম নীলাচল আর মেঘলা দেখতে। ওহো, বলে রাখি, 'নীলাচল' আর 'মেঘলা' হলো বান্দরবানের বিশেষ দুটি পর্যটনকেন্দ্র। অবশ্য বান্দরবানে রয়েছে আরও অনেক মনোমুগ্ধকর স্থান ও পর্যটনকেন্দ্র। এখানকার মেঘলা, নীলাচল, নীলগিরি, শৈলপ্রপাত, প্রান্তিক লেক, বনপ্রপাত, চিম্বুক পাহাড়, স্বর্ণমন্দির, রামজাদি মন্দির, নাফাকুম, অমিয়াকুম, দেবতাকুম, রিঝুক ঝরনা, বগা লেক ছাড়াও ঘুরে আসতে পারেন এই জেলার আলীকদম, লামা, রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডুং-এ আরোহণ করতে চাইলে যেতে হবে বান্দরবানের রুমায়। অসাধারণ সুন্দর একটি পাহাড়! উচ্চতার দিক থেকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডুং ও এই রুমাতেই অবস্থিত। এই রুমায় পাওয়া যাবে নীলগিরি, বগা লেক, রিঝুক ঝরনা, রূপমুহুরী ঝরনা, জাদিপাই ঝরনা, টেবিল পাহাড় এবং জোড়া ঝরনার মতো মনোমুগ্ধকর স্থান। মারমা ভাষায় ডুং মানে পাহাড়চূড়া তথা শৃঙ্গ। এই ডুং শব্দকে কেন্দ্র করে তাজিংডুং এবং কেওক্রাডুং-এর মতো অনেক পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে এসব পার্বত্য এলাকায়। বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাংলাদেশ টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি জানালেন, মারমা ভাষায় কেও' শব্দের অর্থ পাথর এবং ডুং মানে শিরা আর ডুং মানে পাহাড়চূড়া বা শৃঙ্গ। সেই হিসেবে 'কেওক্রাডুং-এর মানে দাঁড়ায় 'পাথুরে শিরার শৃঙ্গ'। আবার মারমা ভাষায় 'তাজিং' শব্দের অর্থ গাঢ় সবুজ, আর ডুং মানে শৃঙ্গ। সে অর্থে তাজিংডুং পাহাড়ের বাংলা মানে দাঁড়ায় 'গাঢ় সবুজ শৃঙ্গ'।

তিনি আরও চমৎকার একটি তথ্য দিলেন রুমা এলাকার বগা লেক এবং রাঙামাটির 'রাইখ্যাং' খাল (মতান্তরে পুকুর) নিয়ে। তিনি জানান, স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বান্দরবানের রুমা উপজেলার বগা লেক এবং রাঙামাটির 'রাইখ্যাং' খালের মধ্যে ভূগর্ভস্থ একটা আন্তঃসংযোগ আছে। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন, এ পাশে বগা লেকে জল ঘোলা হলে ওদিকে রাঙামাটির রাইখ্যাং জলাশয়ে (পাহাড়চূড়ায়) জল ঘোলা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে রাঙামাটির রাইখ্যাং জলাশয়ে জল কমতে কিংবা বাড়তে থাকলে এ পাশে বান্দরবানের বগা লেকে জল কমে কিংবা বাড়তে থাকে রাইখ্যাং জলাশয়ের সমান্তরালে। অথচ বান্দরবানের বগা লেক থেকে রাঙামাটির রাইখ্যাং খালের দূরত্ব কিন্তু ৭৪ কিলোমিটার। জনশ্রুতি আছে- এ দুটি স্থান কোনো একটি প্রাচীন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হয়ে থাকতে পারে।

ফিরে আসি নীলাচল-এ। গাড়ি থেকে নেমেই চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। আহা, এত সুন্দর পাহাড় আর এমন খোলা নীল আকাশ বহু বছর দেখা হয় না ঢাকা শহরের ঘুপচিতে বসে! খোলা আকাশ পেয়ে মনটা বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেল ওই দিগন্তে; যেখানে 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়' দীর্ঘকাল। আহা, কী প্রশান্তি! নীলাচলে আমরা যেখানটায় নেমেছি, ওখান থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে আরও কটি উঁচু পাহাড়। ওই পাহাড়ের চূড়ায় তখন সাদা আর ধূসর মেঘের সঙ্গম চলছে! মেঘের ওই সঙ্গমস্থলের নাম স্বপ্নচূড়া। ওই স্থানটির নামকরণ করেছেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি। পার্বত্য জেলা বান্দরবানকে তিনি শান্তি-সম্প্রীতি আর পর্যটনের উল্লেখযোগ্য জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে চলেছেন দিবারাত্রি। তার প্রশাসন দল নিয়ে তিনি বান্দরবানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার ছাপ রেখেছেন এর মধ্যেই। যোগাযোগ, আবাসন, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে বান্দরবানের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দিতে নানা পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসক জানালেন, পর্যটনের দিকে বিশেষ নজর রেখে বান্দরবানের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কথায় সায় দিয়ে স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি যোগ করেন, গত ১২-১৩ বছরে বর্তমান সরকার বান্দরবানের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে উন্নতি সাধন করেছে, তা অল্প কথায় শেষ করা যাবে না। যোগাযোগের উন্নতির কারণে থানচি, রুমা, রোয়াংছড়ির মতো দুর্গম এলাকা এখন আর দুর্গম নেই; হয়ে গেছে সহজগম্য। সেখানে নিশ্চিত হয়েছে বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা, সুন্দর-আরামদায়ক আবাসন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার (স্থানীয় খাবারও সহজলভ্য), স্থানীয় নৃগোষ্ঠীর পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা মনোজ্ঞ আয়োজন।

বান্দরবানে ১৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ মোট জনসংখ্যা চার লাখ ৫০ হাজারের বেশি (২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী)। বাঙালির সঙ্গে এই নৃগোষ্ঠীর অবস্থান অত্যন্ত সুন্দর, শান্তিময় এবং সম্প্রীতির বলে জানালেন জেলা প্রশাসক। ১০ কিলোমিটার আয়তনের বান্দরবান শহরে প্রায় ৬৫ হাজার মানুষের বসবাস।

খাবারের ক্ষেত্রে বান্দরবানের স্থানীয় খাবার পর্যটকদের অত্যন্ত প্রিয়। কারও কারও কাছে তা লোভনীয়ও বটে! বিশেষত বাঁশ কোড়ল ও ব্যাম্বু চিকেন ও মুষ্টি ও হুরো হুরবে, ও কাঁকড়া ভাজা ও মরিচ মাংসের গুদিয়া ও বাচ্চুরি ভাজা, ও কলাপাতার পিঠা (আতিক্যা পিঠা) ও কলাপাতার বিন্নিখোয়া, ও বিন্নি চালের চ্যা চ্যা পিঠা পর্যটকদের খুবই প্রিয়।

বান্দরবানে পর্যটকদের জন্য সরকারি আবাসনের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানায় হোটেল-রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে অনেক আগেই। দৈনিক ৫০০ টাকা ভাড়ার হোটেল থেকে শুরু করে ২৫ হাজার টাকায় 'প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট'ও প্রস্তুত এই পার্বত্য জেলায়। এর পাশাপাশি কমিউনিটি ট্যুরিজম এবং স্টে হোম প্রকৃতির আবাসনের আয়োজন আছে বান্দরবানে। কমিউনিটি ট্যুরিজম-এর কথা কমবেশি সবাই জানি। কিন্তু স্টে হোমের বিষয়টি বেশ অভিনব। বান্দরবানের স্থানীয় মানুষ পর্যটন মৌসুমে নিজেদের বাড়িঘরের কিছু অংশ ভাড়া দিয়ে থাকেন পর্যটকদের কাছে। এতে একদিকে যেমন স্থানীয়দের অর্থ লাভ হয় কিছুটা; অন্যদিকে এসব বাড়িঘরে অবস্থানকালে পর্যটকদের সঙ্গে স্থানীয়দের মিথস্ক্রিয়ায় একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি হয়ে থাকে। স্টে হোম প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষও তাদের আবাসস্থল ভাড়া দিয়ে থাকেন পর্যটকদের জন্য।

সরকার দেশের ৬৪ জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ব্র্যান্ডিং নামে প্রকল্প হাতে নিয়েছে বেশ কবছর আগেই। প্রতিটি জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, পণ্য, পর্যটন, সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ- এই জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের প্রধান লক্ষ্য। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে বান্দরবান জেলা প্রশাসন যে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তা পর্যটকদের জন্য অনুকূল এবং সহায়ক হবে বলে অনুমান করি।

লেখক: প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও অভিনেতা

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ইমরান খানের ‘নয়া পাকিস্তান’



মো: বজলুর রশীদ

পৃথিবী এগিয়ে যাওয়ার সময়, কেউ পুরনোকে আঁকড়ে থাকার স্বপ্ন দেখেন। ফারসি ভাষার একটি আকর্ষণীয় শব্দ ‘খোর’ মানে খাওয়া, আরেকটি, ‘খার’ মানে পানীয় রয়েছে; পাকিস্তানে উর্দুতেও ব্যাপকভাবে শব্দ দু’টি ব্যবহৃত হয়। মানে পান করো আর খাও। বিয়েশাদিতে এই শব্দ দু’টি বেশি ব্যবহৃত হয়, ওমর খৈয়ামও লিখেছিলেন খাও, পান করো আর ফুর্তি করো।

পাঞ্জাবে জনপ্রিয় খাবার হলো পোলাও, সিন্ধুতে এটি সিন্ধি বিরিয়ানি; রাজতন্ত্রের পতনের আগে ফ্রান্সের শেষ রানী মারি আন্টোইনেটের কাছে খাবার এসব শব্দ প্রিয় ছিল। তিনি ক্ষুধার্ত জনসাধারণের জন্য বলতেন, রুটি দিতে না পারলে, কেক খেতে দাও! পাকিস্তানের বিরোধী নেতারাও ‘নয়া পাকিস্তানের’ পরিবর্তে ‘পুরনো পাকিস্তানের’ জিগির তুলছেন। আহ! রাজনীতির কী রঙ!

দুর্ভাগ্যবশত ‘পাক স্থান’ বা বিশুদ্ধ দেশে, ১৯৮৫ থেকে ২০১৮ এই ৩৩ বছর বড় বড় পার্টি হয়েছে যেখানে শুধু ‘খোর এবং খার’ পরিবর্তে ‘ওয়াইনিং’ এবং ‘ডাইনিং’ চালু হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনটি ধারা বিদ্যমান। ১. আসল ধারায়- জিন্নাহ, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত। ২. পুরনো পাকিস্তান-জিয়াউল হক, নওয়াজ শরিফ, জারদারি ১৯৭৭ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত। ৩. নয়া পাকিস্তান-ইমরান খান ২০১৮ থেকে এপ্রিল ২০২২। ৪. পুরনো পাকিস্তান এপ্রিল ২০২২ থেকে শুরু ও ক্রমিক ২ এর ধারাবাহিকতা।

১৯৭৯ সালের এপ্রিলে ভুটোর বিচারিক হত্যাকান্ডের পর, তার মেয়ে বেনজির চেষ্টা করলেও ২০০৭ সালে তিনিও গুপ্ত হত্যার শিকার হন। সম্প্রতি বিরোধীদলীয় নেতা ও পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ গর্বিতভাবে ঘোষণা করেছেন যে জনগণ ‘পুরনো পাকিস্তান’-এর জন্য আকাঙ্ক্ষিত! তার কথাগুলো সম্রাজ্ঞী মারি অ্যান্টোইনেটের কথার মতোই। অথচ তিনিই নওয়াজ শরিফের অফশোর দুর্নীতির প্রধান সহচর এবং নিজেও অর্থ পাচার মামলায় আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত।

সামরিক শাসক আইয়ুব খান যখন তার অগ্রগতির দশক ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন বলা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের মতো ‘এই দশক সেরা এবং সবচেয়ে খারাপ সময়।’ পুলিশ বাহিনীর টিয়ার গ্যাস ও তার ‘হালাকু খানদের’ লাঠিচার্জ বিক্ষোভ দমন করতে পারেনি। সমালোচকরা বলছেন, প্রজাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক পতনের মুখোমুখি, ‘আসল পাকিস্তান’ নির্মাতাদের সব পরিশ্রম পুরনো পাকিস্তানের দুর্বৃত্তদের দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে।

এমনকি হজ ও ওমরাহর মতো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাগুলোও সরকারি খরচে সম্পাদিত হয় যদিও তা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তীর্থযাত্রা ব্যক্তিগত সামর্থ্যরে সাথে আবদ্ধ, ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার নয়। জনসাধারণের তহবিল সাধারণ কল্যাণে, ব্যক্তিগত ধার্মিকতার পরিপূর্ণতায় নয়। নয়া পাকিস্তানের উত্থানের জন্য, আরো অনেক কিছু করা দরকার; ‘খোর-খার’-এর পুরনো পথে ফিরে যাওয়ার পথও রুদ্ধ করা দরকার।

ইমরান খান তার পিটিআই সরকারের কর্মক্ষমতার বিষয়গুলো জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেছেন নির্বাচন সামনে রেখে। যেখানে মূল সাফল্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ নয়া পাকিস্তানকে বুঝতে সক্ষম হয়। প্রসঙ্গক্রমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১০ বছর পর উন্নয়নের সফল দিকগুলো তুলে ধরে ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস’ প্রভু নয় বন্ধু বইটি লিখেছিলেন। সেখানে উন্নয়নের বিষয়গুলো তুলে ধরা হলে এ দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সমালোচনা করে ‘ভূতের দশক’ নামে নিবন্ধ লিখে প্রচন্ড সমালোচনা করে। কিন্তু পরে বিশ্লেষকরা বলেছেন, দেশের মূল যোগাযোগ ও উন্নয়নের মৌলিক কাজগুলোর ভিত্তি তিনিই করেছিলেন। পিটিআইয়ের অধীনে, কোভিড অতিমারি সত্ত্বেও পাকিস্তান উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করেছে, দেশের রফতানি বেড়েছে। বিদেশী বিনিয়োগও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের র‍্যাংকিংয়ে পাকিস্তানের ১৪৮ পয়েন্ট থেকে ১০৮ পয়েন্টে উন্নীত হয় ইমরান খানের আমলে; বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিতে মাইলফলক অর্জন করে। পিটিআই বলেছে, ২০২৩ সালের মধ্যে রফতানির রেকর্ড স্তরে পৌঁছাবে কিন্তু জনাব খানকে অতদূর থাকতে দেয়া হয়নি।

দুর্বলদের সুরক্ষায় পিটিআই সরকার প্রায় ৩৬টি সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু করে। সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম দারিদ্র্য, কর্মহীনতা ও স্বাস্থ্যের মতো সমস্যাগুলো সমাধানে রাষ্ট্র দায়িত্ব নিতে শুরু করে। প্রকল্পটি জনগণের কল্যাণে সরকারি সম্পদের কার্যকর ব্যবহারও নিশ্চিত করেছে।

পাকিস্তান বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। খানের মতে, বনধ্বংস কার্যক্রম পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে। পাকিস্তান বিশ্ব উষ্ণায়নের বিশাল হুমকির সম্মুখীন হয়েছে বিধায় গাছ লাগানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এর ফলে নয়া পাকিস্তানের তিন বছর এক বিলিয়ন গাছের বাগান সৃষ্টি হয়; এখন ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযানে ১০ বিলিয়ন গাছ লাগানো শুরু হয়। পিটিআইয়ের সাফল্যের গল্প নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্যা হলেও বিরোধী দল জনাব খানের সমালোচনায় তৎপর। শাহবাজ শরিফ দাবি করেন, পিটিআই সরকার তিন বছরে ৫০০ শতাংশেরও বেশি ওষুধের দাম বাড়িয়েছে, যার মধ্যে জীবনরক্ষাকারী ওষুধও রয়েছে। বিরোধী দল দাবি করে, পাকিস্তানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে মসজিদের ইমামদের জন্য মাসিক ভাতা চালু করা হয়েছে। যেসব



ইমামের আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই, তাদের আর্থিক সঙ্কট মেটাতেই এটি চালু করা হয়। ইমরান খান বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য পাকিস্তানকে একটি ইসলামিক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা। আমরা ২৫ বছর ধরে এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’ জানা যায়, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছয় হাজার ইমাম উপকৃত হয়েছেন। তাদের প্রতি মাসে ২১ হাজার রুপি করে দেয়া হচ্ছে। প্রশংসনীয় এ উদ্যোগ দেশের অন্য প্রদেশগুলোতেও চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এর আগে ইমরান খান দেশে ‘পাকিস্তান কার্ড’ চালু করেছিলেন। এতে স্বাস্থ্য কার্ড ও রেশন কার্ডের মতো কল্যাণমূলক উদ্যোগগুলো যুক্ত করা হয়েছিল। দেশটির সরকার প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকার কম উপার্জনকারী পরিবারগুলোকে সাহায্য করতে ১২০ বিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করেছে। এর ফলে সাধারণ নাগরিকরা ঘি, ডালের মতো দৈনন্দিন ব্যবহারের পণ্যগুলোতে ৩০ শতাংশ ছাড় পাবে। পাশাপাশি দেশের ৬৩ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য চার হাজার ৭০০ কোটি রুপির বৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়। প্রায় পুরো দেশে স্বাস্থ্য বীমা কার্ডের সংস্থান করার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

ইমরান খানের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো তার বিদেশনীতির উন্নতি। আফগানিস্তানের মতো আন্তর্জাতিক বিষয়ে পাকিস্তানের কঠোর অবস্থান একটি বড় অর্জন। মার্কিনিদের সামরিক ঘাঁটি দিতে অস্বীকার তুমুল প্রশংসা পেয়েছে। গত তিন বছরে অনেক দেশের সাথে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কের উন্নতির পাশাপাশি ইমরান খান বিভিন্ন সময়ে কাশ্মির ইস্যু আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে আসেন। ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে তার দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম দেশগুলোতে সুনাম বাড়িয়েছে। আলজাজিরার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ‘সিবাক-উল-আখবার’ ইসলামোফোবিয়ার সমস্যা সমাধানে তার মতামত ও প্রচেষ্টায় তাকে ‘সেরা ব্যক্তিত্ব’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পর থেকে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ। তামিল টাইগারের বিদ্রোহের তিন দশকের মধ্যে দুই দেশ কাছাকাছি এসেছিল কারণ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীকে গোয়েন্দা, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের আকারে নিয়মিত সামরিক সহায়তা করেছিল। ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠনের পর পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। বর্তমানে পাকিস্তান ভারতের পর দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার।

জনাব খান এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কায় অধিক পরিচিতি পেয়েছেন, বিদ্রোহের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলেন। সাম্প্রতিক সফরকালে তাকে দু’টি বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমত, শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে তার ভাষণ বাতিল করা হয়। এরপর শ্রীলঙ্কার একদল মুসলিম সংসদ সদস্যের সাথে তার বৈঠক বাতিল করা হয়। সিপিইসি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কাকে দেয়া মিস্টার খানের প্রস্তাবও তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া পায়নি। আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সাথে মতপার্থক্য নিরসনের প্রস্তুতিও ব্যক্ত করেন তিনি। এমনকি মোদির সাথে বিতর্ক করতেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উপসাগরীয় সমস্যায় তিনি ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছিলেন, জনাব খান আবারো আস্থা প্রকাশ করেছিলেন যে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে, কেনেডির আমলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে পাকিস্তান এক টেবিলে নিয়ে আনতে সক্ষম হয়। হেনরি কিসিঞ্জারকে গোপনে পাকিস্তান থেকে চীনে সফরের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘেঁষা ভারত যখন যুক্তরাষ্ট্রের নামও নিত না, তখন ফার্স্ট লেডি জ্যাকুইলিন কেনেডি পাকিস্তানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়িয়েছেন। তাই ইমরানের যুক্তরাষ্ট্র-চীন মেরুকরণের প্রয়াস বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নয়।

ইমরান খান প্রতিরক্ষা সম্পর্কের জন্য শ্রীলঙ্কাকে ৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান ও অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে বিদ্যমান ব্যবস্থা বজায় রেখে নিরাপত্তা খাতের সহযোগিতা বাড়াতে একটি চুক্তিও করেন। দুই দেশের জনগণকে আরো কাছাকাছি আনতে শ্রীলঙ্কায় খেলাধুলার প্রসারে ৫২ মিলিয়ন রুপি, ওষুধের জন্য ১০০টি এমবিবিএস বৃত্তি এবং পেরাডেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এশিয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এ ছাড়াও দুই দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে খেলাধুলা, বিনিয়োগ ও সহযোগিতা সম্পর্কিত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে ফলো আপ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আজ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা উভয় দেশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের অন্ধকার গহ্বরে পতিত হয়েছে। ইমরানের ওই সব প্রচেষ্টা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী ছিল। পাকিস্তানের আফগানিস্তান নীতিতেও যুক্তরাষ্ট্র বিরক্ত।

ইমরান খান মিসরভিত্তিক কোম্পানিগুলোকে তার দেশে বিনিয়োগ করাতেও সফল পদক্ষেপ নেন। মিসরীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। নিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাতাদের পাকিস্তানে লাভজনক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা দেবেন বলে জানিয়েছেন। মিসরের এল সেয়েডি ইলেকট্রিক ৫০০ ডলার বিনিয়োগ করতে আগ্রহী; তারা জনাব খানের ব্যবসাবান্ধব নীতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করে।

আমিরাত বেলুচিস্তানে ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে তেল শোধনাগার প্রকল্পে। সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রতিদিন ২৫০,০০০-৩০০,০০০ ব্যারেল উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে সর্বশেষ প্রযুক্তিচালিত এক শোধনাগারে বিনিয়োগের কাজ শুরু করেছে। আরব আমিরাতের মুবাদালা পেট্রোলিয়াম এরই মধ্যে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পটি সংযুক্ত আরব আমিরাত-পাকিস্তান সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করবে। একই সাথে আরো বিনিয়োগের পথ সৃষ্টি করবে। কুয়েত ইনভেস্টমেন্ট অথরিটিও পাকিস্তানজুড়ে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

পাকিস্তানকে চীনের ‘আইরন ব্রাদার’ নামে ডাকা হয়। খান বিরোধীদের পেশ করা অনাস্থা ভোট আটকে দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে খান এক ভাষণে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে তার সরকারকে উৎখাত করার ‘বিদেশী ষড়যন্ত্রের’ সাথে জড়িত ব্যক্তি হিসেবে একজন সিনিয়র আমেরিকান কূটনীতিকের নামও উল্লেখ করেন। পশ্চিমাদের সরকার উৎখাত যেন এক রুটিন কাজ। কথা না শুনলেই তার দফারফা। বেনজির ভুট্টো তার ডটার অব ইস্ট বইতে লিখেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব যুক্তরাষ্ট্রের অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল! এ চিত্র আমরা দেখেছি ইরানে, আফগানিস্তানে, কম্বোডিয়ায় ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে। হিলারি ক্লিনটন অহরহ বলতেন, ‘আসাদকে আর এক মুহূর্তও ক্ষমতায় দেখতে চাই না।’ কিন্তু সিরিয়ার আসাদ এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং রাশিয়ার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ইরানের শাহের আমলে সিআইএ ও মোসাদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল তেহরান, আজ তারা বিতাড়িত। এখন চলছে অবরোধের স্রোত। ইমরান পশ্চিমাদের অনেক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার বেলায়ও এসব নেমে এসেছে। এখন এরদোগান, ইমরান খান ও মাহাথির পশ্চিমাদের কড়া নজরে। মাহাথির নবতীপর ও দুর্বল। বাকি দু’জন এখন মঞ্চে রয়েছেন, সম্প্রতি ইমরানও পতিত হলেন।

পাকিস্তানে এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়েছে। শেষটা তেমন ভালো নাও হতে পারে। পাকিস্তান যখনই কিছু অর্জন করা শুরু করে তখন রাজনৈতিক সঙ্কট সব তছনছ করে দেয়। তার ওপর রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রকল্প-অর্থ লুটমার করা। ইমরান খান দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাই দলে ও দলের বাইরে দুর্নীতিবাজ নেতারা তার বিরুদ্ধে এক হয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য গুরুতর রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আর্থিক ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত, আর জনাব খান যেমন উল্লেখ করেছেন কিছু বাহ্যিক শক্তি, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ এশীয় জাতির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।

সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো ঝাও গানচেং বলেন, ওয়াশিংটন খানকে ফাঁসানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই এটি সম্ভব যে এখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে বর্তমান সরকারকে উৎখাত করা। রিসার্চ সেন্টার ফর চায়না-সাউথ এশিয়া কো-অপারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল লিউ জংয়িও বিশ্বাস করেন যে পশ্চিমারা এবং বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র খানকে ক্ষমতায় থাকতে দেখতে চায় না; কারণ তিনি তাদের প্রতি কঠোর হয়ে উঠেছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, চীনের উত্থান এবং অন্যান্য দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র সঙ্কট অনুভব করতে শুরু করেছে। চীন ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্ভাব্য সব উপায়ে সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করার সব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। উদাহরণস্বরূপ চীন-প্রস্তাবিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে ‘ঋণ ফাঁদ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিছু আঞ্চলিক দেশ চীনের কাছ থেকে দূরে এবং নিজের দিকে ঝুঁকে পড়ার আশায় এটি ‘চীনের হুমকি’ নিয়েও খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার পাশের ইউক্রেনে যে গোলযোগ চলছে, সে রকম গোলযোগ চীনের আশপাশের দেশেও ঘটতে পারে চীনকে শায়েস্তার মানসে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান চীনের বন্ধু হওয়ায় সে দেশে গোলযোগের ঘনঘটা আছড়ে পড়তে পারে। তবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ‘রঙিন বিপ্লব’ সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম, যা ইরানেও সফল হয়নি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

শ্রাবণ মাসের ঈদ বনাম কালবৈশাখীর ঈদ!

চাইতেন না। কারণ একে তো বিরূপ পরিবেশ তার ওপর বেশির ভাগ পোলাপানের পেট খারাপ থাকত। তারা ক্ষণে ক্ষণে উচ্চৈঃশব্দে বায়ু ত্যাগ করত এবং একটু পরপর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বলে উঠত, 'বাজান হাগা আইচে টাট্টিতে যামু'। তাদের এসব কাণ্ডকারখানা বেশি বেশি শুরু হতো তখন যখন সবাই নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং ইমাম সাহেব সূরা কেরাত শুরু করেছেন। এ অবস্থায় বালকদের কান্ডে মুরুব্বিরাও হেসে গড়াগড়ি দেয়ার পর্যায়ে চলে যেতেন, যার ফলে সংশ্লিষ্ট বালকের পিতাকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতো আর এ জন্যই সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট বালকদের এড়িয়ে চলা হতো।

তারাবির নামাজের পর ঈদের নামাজের কথা বলছি। আমাদের শৈশবে বেশির ভাগ মুরুব্বি লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরতেন। কেউ কেউ পাজামাও পরতেন। তবে পাজামার নিচে আধুনিক অন্তর্বাস বা হাফপ্যান্ট তখনো গ্রামবাংলায় চালু হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লুঙ্গি অথবা গামছা পরে তারপর আচ্ছামতো মালকোঁচা দেয়া হতো এবং সেই মালকোঁচার উপর পাজামা পরা হতো। যারা এভাবে পাজামা পরতেন তাদের আধুনিক এবং ভদ্দর লোক মনে করা হতো। তো এমন এক ভদ্রলোকের নাম ছিল ফজা মিয়া, যার গল্প আজ আমি আপনাদের বলব। ফজা মিয়া মূলত ভীতু প্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু তার ভীরুতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য তার ডাঁটফাট-হম্বিতম্বি ও গালগল্পের অন্ত ছিল না। সে ঘটনার দিন ফজা মিয়া কয়েকজন লোকসহ একটি ডিঙ্গি নৌকা করে ঈদগাহের কাছাকাছি এলেন এবং হঠাৎ করে তাদের নৌকাটি ডুবে গেল। নৌকার আরোহীরা সবাই হাসিমুখে উঠে এলেন; কিন্তু ফজা মিয়া এলেন না। তিনি বুক পানিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন এবং পাজামার মধ্যে কিছু একটা ঢুকেছে তা অনুভব করা মাত্র 'সাপ সাপ' বলে চিৎকার দিয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

লোকজন ধরাধরি করে তাকে টেনে তুলল। কিন্তু তার পাজামার মধ্যে সাপ আছে এই ভয়ে কেউ আর বেশিদূর এগোতে পারল না। সেখানে একজন সাপুড়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে পাজামা খুললেন– কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে তার কাছার মধ্যে ছোট্ট একটি চ্যাংট-াকির সন্ধান মেলার পর ফজা মিয়ার জ্ঞান ফিরল এবং ঈদের ময়দানে আনন্দে হাসির জোয়ার বইতে আরম্ভ করল।

তৃতীয় গল্পটি আমার নিজের। আগেই বলেছি যে, সেবার শ্রাবণ মাসে ভাদ্র মাসের তালপাকা গরম পড়েছিল। ফলে তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা আমাকে প্রবলভাবে তাড়া করত। আমি যাতে ডুবে ডুবে পানি পান না করি এ জন্য দাদা ভয় দেখিয়েছিলেন যে, যদি কেউ চুপিসারে ডুব দিয়ে পানি পানের চেষ্টা করে তবে তার গলার মধ্যে ট্যাংরা মাছ ঢুকে পড়ে। দাদার কথা আমি প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার দাদী-মা-কাকাও বিশ্বাস করেছিলেন। আমি মরে গেলেও হয়তো ডুব দিয়ে পানি খেতাম না; কিন্তু আমার স্নেহময়ী দাদী মনে করতেন পোলাপান মানুষ যদি ভুল করে ডুব দিয়ে একটু পানি খায় বা মুখটা যদি একটু হা করে আর তখন যদি আল্লাহর হুকুমে একটি ট্যাংরা মাছ আমার গলায় ঢুকে পড়ে তাহলে তার আদরের নাতি তো আর বাঁচবে না। এ জন্য আমাকে পানিতে নামতে দেয়া হতো না।

সেবারের রোজার মাসের বিকেলবেলায় আমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মারাত্মক আকার ধারণ করত। আমি খুব করে কাঁদতাম এবং দাদার কাছে গিয়ে বলতাম, কখন ইফতার হবে। দাদা বলতেন, যখন মোরগ-মুরগি খোঁপে ঢুকবে তখনই সন্ধ্যা হবে এবং মাগরিবের আজান পড়বে। আমি দাদার মশকারা বুঝতাম না। আমি তার বক্তব্যকে সত্যি মনে করে মোরগ-মুরগির পেছনে ছুটতাম এবং ওগুলোকে ধাওয়া করে খুপরির মধ্যে ঢুকানোর চেষ্টা করতাম আর সেই দৃশ্য দেখে ফোকলা দাঁতের বুড়ো দাদীরা হেসে কুটি কুটি হতেন।

আমার শৈশবের ঈদের কথা স্মরণ হলে আজো আমি একধরনের নস্টালজিয়ার মধ্যে পড়ে যাই। কারণ সেই ঈদের মধ্যে স্বপ্ন ছিল, কল্পনা ছিল, বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল। ছিল যথেষ্ট শ্রম এবং অনুকূল পরিবেশ। আনন্দ করার জন্য বা উপভোগ করার জন্য যে প্রকৃতি পরিবেশ ও পরিবার এবং সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন তার সবকিছুই তখন ছিল বিধায় কাগজের টুপি, আট-দশটা আতশবাজি, কিছু খেলনা, সামান্য নতুন কাপড়, একজোড়া স্যান্ডেল বা জুতা, যার সর্বসাকুল্য মূল্য হয়তো আজকের একটি বার্গার অথবা একটি পিজার চেয়ে বেশি হবে না, তা সত্ত্বেও প্রতিটি শিশু-কিশোরের কাছে উল্লিখিত ঈদ উপহারের মূল্য ছিল পুরো দুনিয়ার মূল্যের চেয়েও বেশি। শ্রাবণ মাসের উল্লিখিত ঈদের সাথে যদি ২০২২ সালের বৈশাখ মাসের ঈদের তুলনা করি তবে সবার মধ্যে যে অস্থিরতা-অতৃপ্তি, হতাশা এবং অতুষ্টি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা আদিকালে ছিল না। বিবর্তিত সমাজের অনৈতিকতার বাড়াবাড়ি, প্রযুক্তির নামে অশ্লীলতা, দুর্নীতির অঢেল কালো টাকার ভয়াল ছোবল, অগণতান্ত্রিক এবং অসৎ রাজনীতির রাক্ষসদের তাণ্ডবে দেশের সামাজিক বন্ধনগুলো আলগা হয়ে পড়েছে। অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা, মিথ্যাচার, লুটপাট, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির প্রকাশ্য দাপটে তরুণরা তাদের মুরুব্বিদের সম্মান তো দূরের কথা বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারছে না। আর বয়স্করা সারাক্ষণ তরুণদের নিয়ে যেভাবে আতঙ্কগ্রস্ত থাকেন তার মধ্যে যদি আকাশের সব চাঁদ-তারকা ঈদের দিনে ধরাধামে নেমে আসে তবুও কালবৈশাখীর ঈদ শত চেষ্টা করেও শ্রাবণ মাসের ঈদের সমতুল্য হতে পারবে না।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm



জয়বাংলা শ্লোগানে মুখর বিশাল মিলনায়তন

(প্রথম পাতার পর)

যায় ১৯৭১ সালের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এই ভেন্যুতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলে। ৫০ বছর পর সে একই ভেন্যুতেই আবার উচ্চারিত হলো বাংলাদেশের নাম।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হলো 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট'। কনসার্টে বাংলাদেশকে তুলে ধরার পাশাপশি শ্রদ্ধা জানানো হলো একাত্তুরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে এই গার্ডেনে অনুষ্ঠিত প্রথম কনসার্টে সঙ্গীত পরিবেশনকারী ভারত উপমাহাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী পন্ডিত রবি শংকর আর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পী জর্জ হ্যারিসনকে। শুক্রবার (৬ মে) সন্ধ্যায় আয়োজিত এই কনসার্ট সফল হলেও ঢাকা থেকে আগত রক ব্যান্ড দল 'চিরকুট'-এর পরিবেশনায় দেশী-বিদেশী হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতা হতাশ হলেও বিশ্বখ্যাত জার্মানীর স্কর্পিয়ন্স ব্যান্ড দল জয় সকল দর্শক-শ্রোতার মন জয় করেছে। এদিকে কনসার্টে বাংলাদশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কর্মকান্ড সংক্ষেপে তুলে ধরার সময় মেডিসন স্কয়ার গার্ডেন মিলন-ায়তন 'জয়বাংলা শ্লোগানে মুখর' হয়ে উঠে। কনসার্টের মূল প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে 'লেট দি মিউজিক সে'।

বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয় ছাড়াও একেএম শামীম ওসমান এমপি, এডভোকেট মোহাম্মদ নূরুল আমীন এমপি, নাহিদ খান এমপি, অপরাজিতা হক এমপি, ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইমলাম ও হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন। নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) জানায়, কনসার্টের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তার পুরো বক্তব্য ছিল ইংরেজিতে। এরপর একুশে পদকপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কাদেরি কিবরিয়াসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা মূল মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশেনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৮টার দিকে। এরপর বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পথ ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার আইটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী পলকের বক্তব্যের পর মঞ্চে আসেন বাংলাদেশের ব্যান্ড দল 'চিরকুট'। এই দলের সঙ্গীত শিল্পী শারমীন সুলতানা সুমি'র নেতৃত্বে দলটি বাংলা ও ইংরেজীতে ৫/৬টি গান পরিবেশন করলেও কোন গানই পুরো না গাওয়াতে হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতাকে হতাশ হতে দেখা যায়। চিরকুট-এর পরিবেশনার পর রাত ৯টার দিকে মঞ্চে আসেন বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ড স্কর্পিয়ন্স। দলটির পরিবেশনা সর্বস্তরের দেশী-বিদেশী হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতার মন জয় করে। বিশেষ করে স্কর্পিয়ন্স-এর লীড ভোকাল ক্লাআস মেইনীর হৃদয় ছোঁয়া পরিবেশনায় কন-সার্টি সফল কনসার্টে পরিণত হয়। এছাড়াও দলটির অন্যান্য শিল্পীর পরিবেশনার পাশাপাশি ড্রাম কীট মিকি ডি'র পরিবেশনা ছিলো মনোমুগ্ধকর। কনসার্টে ক্লাআস মেইনী ডজনাধিক সঙ্গীত পরিবেশেন পাশাপাশি গভীর শ্রদ্ধার সাথে একাত্তুরে বাংলাদেশ কনসার্ট, শিল্পী জর্জ হ্যারিসন-কে স্মরণ করেন। তিনি কনসার্টি-কে 'বাংলাদেশ নাইট' বলেও অভিহিত করে একাধিকবার বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ এবং বুকে হাত রেখে তার ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

এর আগে গত ৪ মে বুধবার নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সেখানে আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসার্ট নামে আয়োজনটি করতে চেয়েছিলাম। ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশের সব অর্জন বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই নামকরণ করেন "গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট"। আমরা এই অনুষ্ঠানটি গত ডিসেম্বরে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওই সময়ে নিউ ইয়র্কে করোনা পরিস্থিতি খুব অবনতি হয়। পরে আমরা ১৯ মার্চে করতে চাই, কারণ ২৬ মার্চ ছিল সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠান। কিন্তু তখনও করোনাসহ বিভিন্ন জটিলতার কারণে ৬ মে এটি পুনর্নির্ধারিত হয়।'

উল্লেখ্য, স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশের শিশুদের সাইবার নিরাপত্তা সহায়তায় 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' করতে যাচ্ছে আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে ইউএনডিপি'র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কনসার্টটি আয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এছাড়া দেশীয় কিছু কোম্পানীও স্পন্সর হিসেবে রয়েছে। আরো উল্লেখ্য, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ২০ হাজার ৭৮৯ আসনের মধ্যে ১০/১২ হাজার দর্শক-শোতায় ভর্তি ছিলেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিদেশী দর্শক, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান নাগরিক। তারা মূলত এসেছিল জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ডদল স্কর্পিয়ন্সের গান শুনতে। স্কর্পিয়ন্সের যুক্তরাষ্ট্রের ভক্তরা নতুন স্লোগান টিকেটস টু সি দ্যনো ওয়ান লাইক ইউ রকারস লাইভ আর এভেইলাবল এভেরিহোয়ার টিকেটস আর সোল্ড অর্থাৎ টিকিট বিক্রি হয় যেখানে সেখানে 'তোমার মতো কেউ নেই' রকারদের লাইভ দেখার টিকিট পাওয়া যায়। এনজে ডটকম, স্টাভাব, টিকেটমাস্টার, সিটগ্রিক, টিকিট সিটি ও মেগা সিটসের ওয়েবসাইট থেকে বিদেশিরা টিকিট কেনেন।

তাদের বিদায়ে শূন্য সিলেট

(প্রথম পাতার পর)

একাকার। আজ তারা নেইএ মাত্র দুই ব্যবধানেই একে একে ঝরে গেলেন সিলেটের এই নক্ষত্ররা। তাদের প্রস্থান নিয়ে আফসোসেরও অন্ত নেই। শূন্যস্থান পূরণ হবে না, হচ্ছেও না। করোনার দুই বছরের লড়াই। হেরেছেন অনেকেই। বেঁচে থাকার সংখ্যা বেশি। দুই বছর পর এবারের সিলেটের ঈদ ছিল প্রাণখোলা। ঐতিহাসিক শাহী ঈদগাহে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোলাহল হয়েছে। প্রাণ খুলে ঈদ উদ্যাপন করেছেন সিলেটের মানুষ। দুই বছর পরের এই ঈদে নেই প্রিয় মুখগুলো। অথচ এদের ঘিরেই গত দুই দশক সিলেট ছিল সরগরম। রাজনীতিতেও ছিল বৈচিত্র্যতা। সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতি ভরা। এখন অনেকেরই কাছে মনে হচ্ছে এলোমেলো সিলেট। নতুনরা দায়িত্ব নিচ্ছেন, নেবেনও। একটু সময় দিতে হবে। এই সময়ে ওদের শূন্যস্থানে কেবল ওদেরই বসবাস। গত দুই বছরে সিলেটবাসী হারিয়েছে প্রিয় ৫ স্বজনকে। যারা সিলেটের মানুষের ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু, উন্নয়নে ছিলেন অগ্রদূত। এই ৫ জন সামাজিকভাবে সিলেটের মানুষের ছিলেন কাছাকাছি। এরা হলেন- সাবেক অর্থমন্ত্রী, সিলেট-১ আসনের দুই বারের এমপি আবুল মাল আব্দুল মুহিত, সিলেটের জনদরদী সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ, সিলেট-৩ আসনের সাবেক এমপি মাহমুদ-উস সামাদ চৌধুরী কয়েস, সিলেট-৪ আসনের সাবেক এমপি ও বিএনপি'র কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক দিলদার হোসেন সেলিম ও বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এমএ হক। তৃণ্ড জীবন নিয়ে ঈদের আগে চলে গেলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। সিলেটের জন্য এক অন্তঃপ্রাণ মানুষ ছিলেন। উন্নয়নও করেছেন। নগর এবং নগরের বাইরেও ছিল তার উন্নয়নের বিস্তৃতি। প্রয়াত স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের উত্তরসূরি হিসেবে তিনি আলোকিত সিলেট গড়তে নিরলস কাজ করে গেছেন। তার হাত ধরে সিলেট পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

সিলেটের সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, সামাজিক অঙ্গনে সমানভাবে দৃপ্তি ছড়িয়েছেন প্রয়াত মুহিত। এ কারণে তার মৃত্যুতে এখনো কাঁদছে সিলেটের মানুষ। কথা ছিল এবার ঈদে সিলেট আসবেন। নিজ বাড়ি নগরীর হাফিজ কমপ্লেক্সে সবাইকে নিয়ে ঈদ উদ্যাপন করবেন। কিন্তু ঈদের দু'দিন আগে সিলেটে এলেন ঠিকই। জীবিত নয়, লাশ হয়ে। নিজ থেকে অবসরে চলে গিয়েছিলেন মুহিত। জীবনের শেষ বয়সে এসে লিভার ক্যান্সারেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে রমজানের শেষদিকে এসে জটিল হয় শারীরিক পরিস্থিতি। সিলেটের মানুষের কাছে এখনো মেয়র হিসেবেই পরিচিত বদরউদ্দিন আহমদ কামরান। মহামারি করোনা তাকে সিলেটের মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিলো চিরতরে। তার মৃত্যুতে সিলেটে শূন্যতা বিরাজ করছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের দুই বারের মেয়র ও পৌরসভার শেষ বারের চেয়ারম্যান বদরউদ্দিন আহমদ কামরান আমৃত্যু আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দলের জন্য তিনি যেমনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ, তেমনি সিলেটের মানুষের জন্য তিনি ছিলেন একজন সমাজ দরদী মানুষ।

২০২০ সালের ১৫ই জুন করোনায় আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান কামরান। ২০১৩ সাল থেকে সিলেট সিটি করপোরেশনের মসনদের বাইরে ছিলেন কামরান। তবু তাকে 'মেয়র সাব' হিসেবে ডাকতেন সিলেটের মানুষ। কারণে, অকারণে তার কাছেই ছুটে যেতেন মানুষ। কামরানের ড্রয়িং রুম সবসময়ই থাকতো সরগরম। করোনার প্রভাব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামরান নিজ উদ্যোগে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে খাদ্য সংকটে প্রতিদিনই তিনি সাধারণ মানুষের কাছে খাবার সরবরাহ করতেন। এ ছাড়া, চিকিৎসা ও করোনার প্রতিরোধ সামগ্রীও পৌঁছে দিতেন মানুষের কাছে। করোনার কারণে পরিবার থেকে ছিল কড়াকড়ি। বড় ছেলে ডা. আরমান আহমদ শিপলু সব সময় আইসোলেটেড করে রাখতে চেয়েছিলেন। পারিবারিক সব বাধা ভেঙে মানুষের প্রয়োজনে ছুটেছিলেন কামরান। অবশেষে তিনি নিজেই হয়ে পড়লেন করোনা আক্রান্ত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তাকে ঢাকার সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছিল। ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান কামরান।

সিলেটের রাজনীতিতে সামাজিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন সিলেট-৩ আসনের পরপর তিন বারের এমপি মাহমুদ-উস সামাদ চৌধুরী কয়েস। গত বছরের ১১ই মার্চ করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। করোনাকালে নিজের এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি খাবার বিতরণ করেন তার নির্বাচনী এলাকা সিলেট-৩ আসনে। সব বাধা উপেক্ষা করে মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে তিনি দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ এলাকায় এলাকায় ছুটে গেছেন। দক্ষিণ সুরমার সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে আইসোলেশন সেন্টার করতে তিনি প্রচেষ্টা চালান। এতে সফলও হন। এক পর্যায়ে এসে নিজেই করোনায় আক্রান্ত হন মাহমুদ-উস সামাদ চৌধুরী কয়েস। নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকার ফেরার পথে বিমানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সিলেটের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনেও অগ্রজ নেতা ছিলেন মাহমুদ-উস সামাদ চৌধুরী কয়েস। সুখে, দুঃখে সব সময় মানুষের কাছাকাছি থাকতেন।

সিলেট-৪ আসনের সাবেক এমপি, বিএনপি'র কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক দিলদার হোসেন সেলিমও সামাজিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নিজ এলাকার মানুষের কাছে তিনিও ছিলেন ভালোবাসার প্রতীক। দলের জন্য ছিলেন আস্থাভাজন এক নেতা। বিশেষ করে বিএনপিদলীয় নেতাকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল। ক'বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন দিলদার হোসেন সেলিম। করোনাকালেও শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। নানা অসুখ, বিসুখে আক্রান্ত হয়ে গত বছরের ৫ই মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সিলেটে ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ ছিলেন দিলদার হোসেন সেলিম। তিনি সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দিলদার হোসেন সেলিমের মৃত্যুতে এখনো কাঁদছে সিলেট-৪ আসনের মানুষ। সিলেটে পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এমএ হক। সিলেটের দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে শেষ আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি। সামাজিক রাজনীতিবিদ হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন তিনি।

একজন দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জনগণের প্রতিনিধি না হলেও এমএ হকের কাছে সিলেটের সর্বস্তরের মানুষজন ছুটে যেতো। তিনিও তাদের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করতেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের আস্থাভাজন নেতা হিসেবে বিএনপি'র জমানায় সিলেটের উন্নয়নে অনেক অবদান রাখেন। সাইফুর রহমানও তাকে বিশ্বাস করতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দলের জন্য একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা হিসেবে কাজ করে গেছেন। গেল কয়েক বছর বিএনপি'র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সবকিছু সমাধান হয়েছিল এমএ হকের বাসায় বসেই।

নিজ এলাকা বালাগঞ্জের মানুষের সুখে, দুঃখে পাশে থেকেছেন। করোনাকালেও তিনি মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে ছুটে চলেছেন। ২০২০ সালের ৩রা এপ্রিল মারা যান এমএ হক। তার মৃত্যুতে সিলেট বিএনপিতে অপার শূন্যতা বিরাজ করছে।



তারা তাকিয়ে থাকে কখন ক্ষমতায় যাওয়ার সিগন্যাল আসবে: প্রধানমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা চাই গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকুক। অনেকে অতি জ্ঞানী হলেও আসলে তারা কম বোঝে। তাকিয়ে থাকে কখন তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে। বসে থাকে কখন সিগন্যাল আসবে। বিদেশে দেশের বিরুদ্ধে বদনাম করে। বিদেশ থেকে যেন ক্ষমতায় বসাবে। কিন্তু এখনকার এই বাংলাদেশ সেটা নয়। শনিবার গণভবনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভার শুরুতে তিনি এসব কথা বলেন।

সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ মাটি ও মানুষের দল। আমরা সব সময় ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছি। কখনো পেছনের দরজা দিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসেনি। নির্বাচনে প্রহসন ও ভোট কারচু-পির কালচার (সংস্কৃতি) শুরু করেন জিয়াউর রহমান বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, ভোটের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ কখনও পিছিয়ে ছিল না। সব সময় আওয়ামী লীগের ভোটের পারসেন্টেজ বেশি ছিল। ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। সব ষড়যন্ত্রকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়া-খালেদা এদের সময় ক্ষমতা ছিল ক্যান্টনমেন্টে, পাকিস্তানি স্টাইলে মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ চালু করেছিল। পরাধীনদের অনুসরণ করব না। নিজস্বভাবে দেশের উন্নয়ন করব, মাথা উঁচু করে চলব। শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপির নেতৃত্ব কোথায়? দুজনই সাজাপ্রাপ্ত।

৬ লাখ ডলার জালিয়াতি

(প্রথম পাতার পর)

অপরাধের জন্য এক বছরের জেল দেয়া হয়। বিচার বিভাগ গত ২ মে বুধবার এই রায় ঘোষণা করেছে।

জানা গেছে, আরিফুল হক (৩৬) গ্রাহকদের কম্পিউটারে পপ-আপ উইন্ডো পাঠিয়ে ১০০ জনেরও বেশি লোকের কাছ থেকে ৬ লাখ ডলারেও বেশি অর্থ আত্মসাৎ করেছে, সে দাবি করেছিল যে তাদের ডিভাইসগুলো ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে। যা ছিলো সর্ববৈ মিথ্যা ও চক্রান্ত। উল্লেখ্য, পপ-আপগুলি ভুক্তভোগীদের প্রতারক এবং তার সহযোগীদেরকে কল করার নির্দেশ দেবে, যারা তাদের কম্পিউটারগুলিকে 'ঠিক' করার জন্য চার্জ করবে।

আরিফুল হক এবং তার সহযোগী ষগযন্ত্রকারীরা বিনামূল্যে অনলাইন অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার চালাবে এবং মার্ক পরিশোধের পরে পপ-আপ উইন্ডোগুলো পাঠানো বন্ধ করবে, এই বিভ্রম তৈরি করবে যে তারা কম্পিউটার ঠিক করতে সফল হয়েছে। অভিযুক্ত অরিফুল হক এমনকি তার স্কিম অনুসরণ করার জন্য একটি প্রযুক্তি সহায়তা সংস্থা নিবন্ধিত করেছিলেন, যা নভেম্বর ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলেছিল।

ইউএস অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন, এই জালিয়াতি স্কিমটি সারা দেশে বিপুল সংখ্যক ভুক্তভোগীকে কম্পিউটার সহায়তা পরিষেবার জন্য অপর-াধীদের শত শত বা হাজার হাজার ডলার প্রদানের জন্য প্রতারিত করেছে যা তাদের প্রয়োজন ছিল না। তিনি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনে সংশ্লিস্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই স্কিমটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং অন্য একজন অংশগ্রহণকারীকে কারাগারে সাজা দেওয়া হয়েছে।

আরিফুল হককে এক বছর কারাভোগ করার পাশাপাশি তাকে তিন বছর সুপারভাইজড রিলিজে থাকতে হবে। এছাড়াও তাকে ৫ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফেরৎ দিতে হবে।

দুর্গ শহর জেরুজালেম

হাবিব রহমান

শুরুর দিকে জেরুজালেমের এই পুরনো শহরে ৪টি গেট ছিলো। সুলতান সুলায়মান দেয়ালগুলো সংস্কার করেন। নতুন কিছু গেটও তৈরি করেন তিনি। বর্তমানে সর্বমোট গেট সংখ্যা ১১টি। তবে এর মধ্যে কয়েকটি বন্ধ রয়েছে। উন্মুক্ত আছে মোট সাতটি। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত গেটগুলো সূর্যোদয়ের সময় খুলে দেয়া হতে। আর বন্ধ হতে সূর্যাস্তের সময়।

আমার হোটেল হোলি ল্যান্ড থেকে বেরিয়ে লম্বালম্বি রাস্তাটা ক্রস করলেই হেরোড গেট। আরবীতে এর নাম- বাব আজ যাহরা। অটোম্যান শাসক সুলতান সুলাইমানের সময় জেরুজালেমের অনেক সংস্কার করা হয়। জেরুজালেমকে ঘিরে তৈরি এই প্রাচীরগুলো তৈরি সে সময়ে। এই প্রাচীরের অনেকগুলি গেট রয়েছে। হেরোড গেট এর একটি। রাজা হেরোড দ্য গ্রেট এই গেট টি নির্মাণ করে বলে তার নামানুসারে এই গেটটার নামকরণ করা হয়েছে।

অনেক লোক যাচ্ছে এই গেট দিয়ে মসজিদ আল আকসার ভেতরে মাগরিব নামাজ আদায় করার জন্য। তাদের অনুসরণ করে কিছুক্ষন হাঁটার পর লায়ন স্ট্রীটে বামে গিয়ে প্রথম মোড়ে সোঝা ডানে গেলেই ইসরায়েলি সেনা ক্যাম্প। মুসল্লী সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মন চাইলে আই ডি দেখছে। ক্যাম্প পেরোলেই সামনে মাঠ। তারপরেই হেরেম শরীফ বা আল আকসা চত্বর। শুরুতেই বিশাল এলাকার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সোনালী গম্বুজের ডোম অব দ্য রক আমাকে স্বাগত জানালো। এগারো বারো ফিট উঁচু প্লাটফর্মে সগৌরবে দাড়িয়ে থাকা ডোম ডোম অব রকের সোনালী গম্বুজ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। আমি পা রাখলাম পবিত্র হারাম শরীফে।

আমি শিহরিত হলাম। এই সেই জেরুজালেম বিশ্বের লাখো কোটি মুসলমানের স্বপ্ন শহর জেরুজালেম। তাদের ভালোবাসায় সিক্ত শহর জেরুজালেম। সভ্যতার ইতিহাসে জেরুজালেম মানুষকে যতটা নাড়া দিয়েছে আর কোন শহর তা পারেনি। ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে নিপিড়ীত হয়েছে এই জেরুজালেমের মানুষ। আর এখনও তা হচ্ছে। এই শহরের প্রতিটি ইঁটের কোনায় লুকিয়ে আছে কান্না আর হাহাকারের ইতিহাস। পৃথিবীর আর কোন শহর জেরুজালেমের মত এত বেশী বার রক্তের বন্যায় ডুবে যায়নি। এসব ভাবতে ভাবতেই সামনে এগিয়ে গেলাম।

'বায়তুল মুকাদ্দাস' একক কোন স্থাপনা বা মসজিদ, গির্জা বা সিনাগগ নয়। এটি অনেকগুলো স্থাপনার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল পবিত্র চত্বর। এটিকে অনেক কয়েকটি নামে ডাকা হয়। মুসলমানরা বলে 'বাইতুল মোকাদ্দাস' বা 'হারাম আল শরিফ'। আর ইহুদীরা বলে টেম্পল অফ মাউন্ট, টেম্পল অফ সুলেমন, ফাস্ট টেম্পল। বাংলায় অনেকে বলে 'পবিত্র ঘর'।

বাইতুল মোকাদ্দাস' চত্বরে কয়েকটি স্থাপনা আছে। যার কোনটি মুসলমানের জন্য, কোনটি ইহুদীদের জন্য, কোনটি গুরুত্বপূর্ণ খ্রিস্টানদের জন্য। আবার সবগুলো কোন না



কোনভাবে সকল ধর্মের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে তিনটি।

এক. আল আকসা মসজিদ:

কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ ও বোরাক মসজিদকে একসঙ্গে বলা হয় আল আকসা মসজিদ। শেষ নবী মেরাজে যাবার আগে সকল নবীদের নিয়ে যেখানে নামাজ পড়েছিলেন সে স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, এইটি 'কিবলি মসজিদ'। পশ্চিম ওয়ালের কোথাও বোরাককে বেঁধে রেখে নামাজ পড়েছিলেন। সেই প্রাচীরে উল্টোদিকেই 'বুরাক মসজিদ'। বোরকাকে বেঁধে রাখার কড়াটি এখনও সেখানে দেখা যায়।

'আল আকসা মসজিদ' ছিল মুসলমানদের জন্য প্রথম কেবলা। প্রথমে মুসলমানের এই দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো। পরে মক্কার দিকে মুসলমানদের কেবলা ঘুরে যায়। তাই মুসলমানদের কাছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ন।

দুই. ডোম অফ দ্যা রক:

পুরো চত্বরে সোনালী গম্বুজের সবচেয়ে সুন্দর স্থাপনাটির নাম 'ডোম অব দ্যা রক' বা 'কুব্বাতুস সাখারাহ'। অনেক এটাকেই 'আল আকসা মসজিদ' ভেবে ভুল করেন। আসলে এটি পুরো চত্বরে অনেক কয়েকটি মসজিদের মতোই আরেকটি মসজিদ। যার নাম 'সোনালী গম্বুজের মসজিদ' বা 'কুব্বাতুস সাখরাহ'। যেখানে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উর্দ্ধাকাশে গমন করেছিলেন ।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যখন খলিফা উমর (রা) জেরুজালেম সফরে গিয়েছিলেন তিনি তখন মরীয়া পাহাড়ের উপর কাঠের তৈরি একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। একসময় এখানে ছিল নবী সুলাইমান (আঃ) এর মসজিদ এবং পরে একটি বারবারদের ধর্মস্থান এবং একটি খ্রিস্টান গির্জা স্থাপিত হয়। যখন আবদ-আল-মালিক এমন এক ধর্মস্থান স্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন যা পবিত্র সমাধির গির্জার মহিমাকে অনুজ্জ্বল করে দেবে, তখন তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন মক্কার মসজিদটি ছিল খলিফা বিরোধী আবদুল্লাহ ইবন আল জুবাইরের দখলে। তাই আবদ আল মালিক তীর্থযাত্রীদের টানতে জেরুজালেমে ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন ডোম অফ দ্যা রক। ভুল করে এই মসজিদকে অনেকে উমারের তৈরি মসজিদ ভাবেন। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থানে এটি নির্মিত হয়। কারন এখানে ইহুদী, বারবার, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের সম্মিলন ঘটে। এটি ইসলামের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপনার নিদর্শণ।

মসজিদের বাইরের দেয়ালের পাথরগুলো এতটাই উজ্জ্বল যে ১৫০০ বছর পরও মনে হয় যেন কিছুক্ষন আগে রং করা হয়েছে। এটিই 'বায়তুল মুকাদ্দাসে'র সবচেয়ে আকর্ষনীয় স্থাপনা এটি। এর গায়ে আরবীতে লিখা 'সুরা ইয়াসিন'। এর ভিতরে বিশাল এক পাথর আছে। পাথর কেটে ভিতরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে একসঙ্গে কয়েকজন মুসল্লি নামাজ পড়তে পারেন। এখন সোনালী রঙের গুম্বুজটাই গোটা 'বাইতুল মোকাদ্দাস' বা 'আল আকসা মসজিদে'র প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

ইহুদীরা মনে করে এই স্থানেই ছিল তাদের 'ফাস্ট ও সেকেন্ড টেম্পল'। যা রোমানরা এসে ধ্বংস করে দেয় ৭০ খ্রি.। এটিই হচ্ছে তাদের ফাউন্ডেশন স্টোন। ভিত্তি প্রস্তর। তাদের মতে মহা বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান। ধর্মগ্রন্থ তোরাহ অনুযhvqী জাকোব বা ইয়াকুব নবী যে বেদি নির্মাণ করেছিলেন এটি সেই পাথর।

১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা এটি দখল করার পরে এটাকে খ্রিষ্টানদের গির্জা বানিয়েছিল। ১১৮৭ সালে সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবি জেরুজালেম দখল করলে চুড়ার ক্রশকে সরিয়ে সেখানে চাঁদ বসিয়ে দেন।

তিন. ওয়েস্টার্ন ওয়াল:

এছাড়া কিব্বাত আস সিলসিলা, কুব্বাত আল মিরাজসহ বেশ কিছু গম্বুজ রয়েছে এখানে।

ইসলাম ধর্ম মতে নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কাবা শরীফ ছাড়াও আরো একটি উপাসনার স্থান নির্মাণ করেছিলেন। সেটি এই জেরুজালেমে। মসজিদুল আল আকসা। কাবা নির্মাণের ৪০ বছর পর খ্রি. পূর্ব ২১৭০ সালে এটি নির্মাণ করেন। মক্কা থেকে এটি দুরে হওয়ায় এর নাম 'আল আকসা' বা 'দুরবর্তী মসজিদ' নামকরণ করা হয়।

মসজিদটিতে ২টি বড় এবং ১০টি ছোট গম্বুজ রয়েছে। এ মসজিদ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বর্ণ, সিসা বা লিড এবং মার্বেলসহ বিভিন্ন প্রকার পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক এ মসজিদটির আয়তন সাড়ে তিন হাজার বর্গমিটার। এ মসজিদে পাঁচ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারেন। বর্তমানে এ মসজিদে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়) প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। ইসরাইলের মুসলিম বাসিন্দা এবং পূর্ব জেরুজালেমে বসবাসরত ফিলিস্তিনীরা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ ও নামাজ আদায় করতে পারে। আবার অনেক সময় বাঁধাও দেওয়া হয়। এই বিধিনিষেধের মাত্রা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়। কখনও শুধু জুমার নামাজের সময় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। গাজার অধিবাসীদের জন্য বিধিনিষেধ অনেক বেশি কঠোর। ইসরাইল সরকারের দাবি, নিরাপত্তার কারণে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ইতোমধ্যে মাগরিবের আজান হয়ে গেছে।তাই দেরী না করে রওয়ানা দিলাম মসজিদ আল আকসার দিকে।

মাগরিবের নামাজের পুরো মসজিদে মাত্র এক তৃতিয়াংশ পরিপূর্ণ ছিলো। কারন হিসাবে জেনেছিলাম যে সব ফিলিস্তিনী জেরুজালেমের বাসিন্দা এবং যাদের ইসরায়েলী পাসপোর্ট আছে তারা যেকোন সময় আল আকসায় নামাজ পড়তে পারেন। কিন্তু দখলকৃত পশ্চিমতীরের বাসিন্দারা শুধুমাত্র রমজান মাসে আল করায় আসার বিরল সুযোগটি পান। রমজান মাস ছাড়া জেরুজালেম প্রবেশ করতে হলে দুর্লভ সামরিক অনুমতিপত্র নিতে হয় ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে। ইমামের সুললিত কণ্ঠের কেরাত শুনে নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পর মসজিদটি ঘুরে ফিরে দেখলাম। পেছনে পার্টিশন দেয়া জায়গায় মহিলারা নামাজ আদায় করেন।

মুসলমানদের প্রথম কেবলা ও তৃতীয় পবিত্র স্থান আল আকসা মসজিদে ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট অগ্নি সংযোগ করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভুদ মাইক রোহান নামে এক কট্টর ইহুদিবাদী আল আকসা মসজিদে আগুন দিয়েছিল। এই আগুনে মসজিদের মেহরাবটি পড়ে যায় যা সুলতান সালাহউদ্দীন নির্মাণ করেছিলেন। মহিলাদের নামাজের পার্টিশনেও গুলির চিহ্ন রয়ে গেছে।

আল আকসা মসজিদটি ঘুরে ফিরে দেখে ফিরে চল্লাম হোটেলের দিকে।কাল সকাল থেকে স্থানীয় গাইডের তত্ত্বাধানে শুরু হবে অফিসিয়াল জেরুজালেম ট্যুর। আর তা শুরু হবে প্রথম আল আকসা মসজিদ কমপ্লেক্স দিয়ে। (চলবে)

নির্বাচন কমিশন ২০২০

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউ,এস,এ, ইন্‌ক

Kulaura Bangladeshi Association of U.S.A. Inc.

(কুলাউড়া এসোসিয়েশন)

তারিখ: ৩রা মে, ২০২২

নির্বাচনী তফসীল

নির্বাচনের তারিখ: ৫ জুন ২০২২, রবিবার

ভোট প্রদানের সময়: সকাল ০৮ টা থেকে সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত

স্থান: তাজমহল পার্টি হল

148-01, Hillside Ave. Jamaica, NY 11435

নির্বাচনী আচরণ বিধি:

- কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক'র তালিকাভূক্ত সদস্যগণ ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।
- কার্যকরী পরিষদ প্রদত্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হবে; ভোট গ্রহণের দিন ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।
- ভোট প্রদানকালে ফটোযুক্ত পরিচয়পত্র যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্টেট আই ডি, আমেরিকান / বাংলাদেশী পাসপোর্ট, গ্রীণকার্ড, ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড ইত্যাদির যে কোন একটি নির্বাচন কমিশনের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উল্লেখিত পরিচয়পত্র ছাড়া ভোট প্রদান করা যাবেনা।
- নির্বাচনে ভোট প্রদানকালীন সময়ে কোন ভোটারকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে, চ্যালেঞ্জকারীকে অফেরতযোগ্য নগদ ২৫ (পঁচিশ) ডলার জমা দিতে হবে।
- নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার প্রচার কিংবা পোষ্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাবেনা এবং কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- ভোট দানে অক্ষম বা নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ভোটারদের পিতা - মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এই ধরণের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে ভোটার যে কোন একজনকে মনোনীত করতে পারবেন।
- নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বেসরকারীভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ নির্বাচন কমিশনের নিকট ২,০০০/- (দুই হাজার) ডলার জামানত সহ আবেদন করতে হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে জামানত ফেরত প্রদান করা হবে, অন্যথায় জামানত ফেরত দেয়া হবেনা।
- নির্বাচন কেন্দ্রে কোন ব্যক্তি কোন প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইন রক্ষাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে পারবে।
- প্রতিদ্বন্দী দুই প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।
- কোন ভোটারের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, জন্মসাল, জিপ কোড ও ঠিকানার সাথে ছবিযুক্ত পরিচয় পত্রের যে কোন দুইটির ব্যতিক্রম হলে নির্বাচন কমিশন উক্ত ভোটারকে ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখবেন।
- প্যানেলের সকল প্রার্থীর পক্ষে ৬ (ছয়) জন এজেন্ট মনোনীত করতে পারবেন, তবে ভোট কেন্দ্রে একসাথে দুইজনের বেশি এজেন্ট অবস্থান করতে পারবেন না। ভোট গণনাকালে প্রার্থী কিংবা এজেন্ট তিনজনের অধিক ভোট কেন্দ্রে থাকতে পারবেন না। নির্বাচনের ৭ (সাত) দিন পূর্বে সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে যথারীতি এজেন্টগণের নিয়োগপত্র নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হবে।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে; নির্বাচনী তফসিল ও আচরণবিধি অথবা কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক'র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই এক্ষেত্রে **নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**

উল্লেখ্য যে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে আমরা (নির্বাচন কমিশন) নির্বাচনের প্রথম তফসিল ঘোষণা করেছিলাম কিন্তু ভয়াবহ করোনা মহামারির ফলে কয়েক দফা উদ্যোগ নিয়েও যুক্তিসংঙ্গত কারনেই নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশনের সভায় আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, মে মাসের শেষ অথবা জুনের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন করার লক্ষ্যে পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে 'আংশিক পরিবর্তিত ও সংযোজিত' নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে, স্থগিত নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য। আসন্ন নির্বাচনকে যথারীতি সুসম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

সিরাজউদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
(৬৪৬) ৩৫০-৯৮৭০

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
নির্বাচন কমিশনার
(৩৪৭) ৫৩৬-২৫৫১

জাবেদ খসরু
নির্বাচন কমিশনার
(৩৪৭) ২১০-৯৭৪৬

সাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার
(৩৪৭) ২৬৫-৮২৬৪

মোহাম্মদ মুকিত চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার
(৬৪৬) ৪০৩-০৫৭৬



১২ জন রুশ জেনারেল হত্যা

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলল হোয়াইট হাউস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রুশ জেনারেলদের হত্যা করতে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি অস্বীকার করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত প্রতিবেদনকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে মন্তব্য করেছে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ। খবর এএফপির।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জ্যেষ্ঠ আমেরিকানন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ইউক্রেন যুদ্ধে রুশ বাহিনীর ইউনিটগুলোর অবস্থান সম্পর্কে কিয়েভকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে এই যুদ্ধে নিহত অনেক রুশ জেনারেলকে লক্ষ্যবস্তু করা এবং হত্যার সুযোগ পায় ইউক্রেনীয় বাহিনী।

এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, ইউক্রেনীয়দের নিজেদের দেশ রক্ষায় সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র কিয়েভকে সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে, এটা সত্য। তবে তিনি বলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে (রাশিয়ার) জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা কোনো গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করি না। হামলার বিষয়ে ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর সিদ্ধান্তেও অংশ নিই না।'

রুশ কর্মকর্তাদের ওপর হামলা করবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত ইউক্রেন নিজেরাই নেয় বলে জানান কিরবি। তিনি বলেন, 'আমরা এবং অন্য মিত্রদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে নিজেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর সমন্বয় করে থাকে ইউক্রেন। তারা নিজেরা তাদের সিদ্ধান্ত নেয়। নিজেরাই নিজেদের কাজটা করে থাকে।'

এদিকে নিউইয়র্ক টাইমসের তোলপাড় সৃষ্টি করা এই প্রতিবেদনকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' আখ্যা দিয়ে কড়া সমালোচনা করেছে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ। পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেন, 'ইউক্রেনীয়দের নিজেদের দেশ রক্ষায় সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রের গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে। রুশ জেনারেলদের হত্যার উদ্দেশ্যে আমরা কোনো গোয়েন্দা তথ্য দিই না।'

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাঁরা যুদ্ধের সম্মুখসারিতে প্রায় ১২ রুশ জেনারেলকে হত্যা করেছেন। এই যুদ্ধে এতজন রুশ জেনারেল নিহতের ঘটনা সমরবিদদের বিস্মিত করেছে।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা শুরু করে রাশিয়া। হামলার পর থেকে ইউক্রেনকে অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে রুশ বাহিনী। তাদের একাধিক জেনারেল নিহতের বিষয়টি স্বীকার করেছে মস্কো।

রাজনীতি: চেনারূপে নাকি নাটকীয়তা?

ঢাকা ডেস্ক: সবে কুর্শি হারিয়েছেন ইমরান খান। কেন তার আকস্মিক পতন? সেনা সমর্থন প্রত্যাহার, মার্কিন ষড়যন্ত্র? নানা আলোচনা। তবে বসে নেই তিনি। ফিরে গেছেন রাজপথে। ছুটছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তার সমাবেশে যোগ দিচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। নানা তত্ত্ব হাজির করছেন তিনি। এরমধ্যে ঈদুল ফিতরের আগে তার দেয়া একটি বক্তব্য নিয়ে অনেক ট্রল হয়েছে বাংলাদেশেও। ফেসবুকের বাসিন্দারা করেছেন নানা মন্তব্য। কী বলেছিলেন ইমরান খান? তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, আগাম নির্বাচনের দাবিতে ঈদের পর কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবে তার দল। -আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের

মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী এই সদস্য করেন লেখালেখিও। একসময় যুক্ত ছিলেন সাংবাদিকতায়। প্রায় কাব্যের ভাষায় কথা বলেন, বিএনপি'র ঈদের পরের আন্দোলন নিয়ে। যদিও দলটির নেতারা এখন আর এ নিয়ে খুব বেশি মন্তব্য করেন না।

আরেকটি ঈদ শেষ হলো। কেমন হবে আগামী দিনের রাজনীতির চালচিত্র। খুব বেশি না হলেও এ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এক যুগ ধরে যেমনটা চলছে তেমনটাই চলবে? সবকিছু ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? চলবে রোডম্যাপ অনুযায়ী। হতোদ্যম বিরোধী শক্তি আরও কোণঠাসা হবে? নাকি রাজনীতির ময়দানে নিজেদের অবস্থান ফিরে পাবে? বিরোধী নেতাদের নামে থাকা লাখ লাখ মামলার কি হবে? নির্বাচনের আগে এসব মামলা নিষ্পত্তি হবে? দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে আগামী সংসদ নির্বাচন। কেমন হবে সে নির্বাচনের মডেল। ইভিএম কি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠবে? নিজেদের দাবি আদায় না হলে বিএনপি কি সে নির্বাচনে অংশ নেবে? বাকি বিরোধী দলগুলোর ভূমিকাও বা কি হবে? আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা কেমন হবে? গত দুই নির্বাচনের মতো? নাকি ভিন্ন কিছু। আগামী নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এরইমধ্যে কথা বলা শুরু করেছে। কিছুদিন আগে অনেকটা খোলামেলা বক্তব্য রেখেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। খুব বেশিদিন হয়নি তিনি ঢাকায় এসেছেন। গত মাসের শেষদিকে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, "আমি স্পষ্ট করেই বলছি, আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নেবে না। আমরা শুধু এমন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আশা করি, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কে দেশ পরিচালনা করবে।" কয়েকজন পশ্চিমা দূতও আগে-পরে এ নিয়ে কথা বলেছেন। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ভারত এবং চীন এ নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি। তাদের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ না করলেও চলে।

দীর্ঘদিন থেকে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সহসাই সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করতে পারে। দলটির শীর্ষ স্থানীয় নেতারা এ নিয়ে এরইমধ্যে আলোচনা শুরু করেছেন। রোজায় দলের শীর্ষ পর্যায়ে এ নিয়ে কথা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সম্মেলন হবে এ বছরের শেষদিকে। কিন্তু এখনই প্রায় নিয়মিত পত্রিকায় খবর বেরুচ্ছে কে হবেন দলটির আগামী সাধারণ সম্পাদক তা নিয়ে। ওবায়দুল কাদের কি পদে বহাল থাকবেন? না নতুন কেউ দায়িত্ব নিবেন? আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য নতুন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন জাহাঙ্গীর কবির



নানক, ড. আব্দুর রাজ্জাকসহ কয়েকজন।

নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিএনপি অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছে। যদিও তা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। বিএনপি'র শীর্ষ নেতৃত্ব এরইমধ্যে এটা খোলাসা করেছে, নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর তারা জয়ী হলে জাতীয় সরকার গঠন করা হবে। মূলত বিরোধী ছোট দলগুলোর অনেক নেতার নানা বক্তব্যের পর বিএনপি তার এই অবস্থান জানায়। একটি জাতীয় সরকারের ধারণা রয়েছে, বিএনপি ছাড়া অন্য বিরোধী নেতাদের কারও কারও মধ্যে। তারা মনে করেন, গণতান্ত্রিক শাসনের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তা সংস্কারে জাতীয় সরকারকে সময় দিতে হবে। কীভাবে এ ধরনের সরকার গঠিত হবে জানতে চাইলে একটি দলের প্রধান বলেন, সময়ই সেটা ঠিক করে দিবে। প্রয়াত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে তা কেউই জানতেন না।

বিরোধীদের আন্দোলনের রূপরেখা পরিষ্কার না হলেও পর্দার আড়ালে তা নিয়ে এক ধরনের আলোচনা চলছে। যুগপৎ অথবা জোটবদ্ধ দুই ধরনের ফর্মুলা নিয়েও কথাবার্তা এগুচ্ছে। বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, "সব দলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। আমাদের অবস্থানের বিষয়ে আমরা বলেছি, আলোচনার মাধ্যমে বাকি বিষয়গুলো আমরা সমাধান করবো। আশা করছি, আলোচনার মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান হবে। কারণ এখানে তো দ্বিমত করার কোনো কথাই না। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারাই শামিল হবে তাদের নিয়েই একটি জাতীয় সরকার হবে। দেশের বর্তমান যে অবস্থা এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমরা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করছি। সুতরাং জাতীয় সরকারের মাধ্যমে এটা তো বাস্তবায়ন করতে হবে। সেটা বিএনপি একা কেন করবে। আমরা মনে করি সবাই মিলে এটা করা উচিত।"

তবে সম্ভাব্য বিরোধী জোটে জামায়াতের অবস্থান নিয়ে সংকট রয়েই গেছে। যদিও বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট এখন অনেকটাই অকার্যকর। জামায়াতের সঙ্গে বিএনপিরও যোগাযোগ নেই বললেই চলে। তবুও বিষয়টির সুরাহা কীভাবে হয় সেদিকে দৃষ্টি রয়েছে পর্যবেক্ষকদের।

ওদিকে, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সাতটি দল ও সংগঠন। সম্প্রতি রাজধানীর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বৈঠক করে এসব দল। এতে অংশ নেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, নাগরিক ঐক্য, গণঅধিকার পরিষদ, ভাসানী অনুসারী পরিষদ, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা। সেখানে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নেয়া হবে না মর্মে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

জেএসডি সভাপতি আ স ম রব, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণঅধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নুর, ভাসানী অনুসারী পরিষদের ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের হাসনাত কাইয়ুম, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকিসহ দলগুলোর অন্য নেতারাও বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে অংশ নেয়া বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা হয় মানবজমিনের। তারা বলেন, ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়া এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করার বিষয়ে বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছে। এ অবস্থা বজায় রেখে সমমনা সরকারবিরোধী সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, আমরা বেশ কয়েকটি সংগঠন বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করছি দীর্ঘ সময় ধরে। আগামীতে আমরা আরও কীভাবে কাজ করতে পারি বিশেষ করে রাজনৈতিক অবস্থা, নির্বাচন এসব প্রসঙ্গে আমাদের একটা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান রয়েছে। দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, সংবিধান সংস্কারসহ বিভিন্ন জনসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। মোটকথা একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমরা ঐকমত্য হয়েছি।

গণঅধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নুর বলেন, অনেকদিন ধরেই আমরা বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন রাজনীতি এবং এর করণীয় নিয়ে কাজ করছি। এর আগে হয়তো এটা সুনির্দিষ্টভাবে বাইরে আসেনি। আমাদের এই বৈঠকে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। সুতরাং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য তৈরি করে একটা গণআন্দোলন তৈরি করা। যেটার দাবি হবে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেছে। তবে এই সরকারের মেয়াদ কতোদিন হবে এই বিষয়ে আমরা এখনো চূড়ান্ত কিছুই বলবো না। আন্দোলনকারী দল এবং ব্যক্তিদের আলোচনার মধ্যদিয়ে ঠিক হবে যে, এটার মেয়াদ কী হবে। ঈদের পরে জনসম্পৃক্ত কিছু কর্মসূচি পালনের বিষয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে নুর বলেন, এটাকে আমরা জোট বলবো না। কারণ এখানে রাজনৈতিক দল এবং কিছু সামাজিক সংগঠন রয়েছে কিংবা কিছু স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিও থাকবে। তাই এটাকে একটা মঞ্চ নাম দেয়া হতে পারে।

নোট: রাজনীতিতে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা বহুক্ষেত্রে এক মাস আগেও বলা যায় না। তবে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনীতির চাকা সহসাই ঘোরা শুরু করতে পারে।



যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি। দেশটির বাজারে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) বাংলাদেশ থেকে ২৪৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। দেশি মুদ্রায় যা ২১ হাজার ৩২৮ কোটি টাকার সমান। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তা ৬২ দশমিক ২৩ শতাংশ বেশি। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দুই হাজার ৪৩১ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এবার আমদানি বেড়েছে ৩৯ দশমিক ৭১ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় বাজার। ৯ বছর আগে সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বাজারটিতে রপ্তানি কমে যায়। এরপর কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কারকাজ করেন উদ্যোক্তারা। ফলে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি। অন্যদিকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে ২০১৯ সালে দেশটির অনেক প্রতিষ্ঠান বিকল্প উৎস হিসাবে বাংলাদেশকে বেছে নেয়। তবে করোনাভাইরাসের থাবায় রপ্তানি আবার নিুমুখী হতে থাকে। গত বছরের মে মাস থেকে বাজারটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আবার বাড়তে শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ তৃতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। ওই বাজারে গত বছর বাংলাদেশ ৭১৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে। ২০২০ সালের চেয়ে এ আয় প্রায় ৩৭ শতাংশ বেশি। চলতি বছরের প্রথম মাসে সেই প্রবৃদ্ধিকেও টপকে যান বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। গত বছর বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ৮ দশমিক ৭৬ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে সেটি বেড়ে ৯ দশমিক ১৫ শতাংশ হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বরাবরের মতো পোশাক রপ্তানিতে চীন শীর্ষস্থানে রয়েছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ৫৩২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেন চীনা উদ্যোক্তারা। ওই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৪ শতাংশ বেশি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের হিস্যা ২৪ শতাংশ। যদিও ২০১৮ সালে তাদের হিস্যা ছিল ৩৩ শতাংশ। এরপর থেকে বাণিজ্যযুদ্ধ ও করোনার কারণে চীনের বাজার হিস্যা কমতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে চীনের পর দ্বিতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে দেশটি ৪৪৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ বেশি। তাদের বাজার হিস্যা ১৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্থ ও পঞ্চম শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ যথাক্রমে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া। চলতি বছরের তিন মাসে ভারত ১৫০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে। দেশটির প্রবৃদ্ধি ৫৩ শতাংশ। আর ইন্দোনেশিয়া রপ্তানি করে ১৪৬ কোটি ডলারের পোশাক। তাদের রপ্তানি বেড়েছে ৬২ দশমিক ৩১ শতাংশ।

গ্লোবাল কোভিড-১৯ সামিট আয়োজনে

(প্রথম পাতার পর)

মহামারী নিয়ন্ত্রণে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিলের অভাব সত্ত্বেও কোভিডের তীব্র পর্যায় সমাপ্ত করার জন্য বাইডেন প্রশাসন বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা চালাতে প্রস্তুত।

১২ মে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় গ্লোবাল কোভিড সামিটের সহ-আয়োজক হতে যাচ্ছে, প্রথম শীর্ষ বৈঠকটি ২০২১ সালে হয়েছিল। ভার্চুয়াল সামিটে সঙ্কট ব্যবস্থাপনা কৌশল থেকে স্থিতিস্থাপক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার আরো টেকসই পদ্ধতির দিকে যাওয়ার কৌশল চিহ্নিত করা হবে।

শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাব করার মতো নতুন কোনো প্রতিশ্রুতির বিবরণ যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ করেনি। কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের অতিরিক্ত ২ হাজার ২৫০ কোটি ডলারের অনুরোধটি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আটকে আছে।

কারণ রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা জোর দিয়েছিলেন যে প্রশাসন টাইটেল ৪২ ফিরিয়ে না আনলে তারা এটি পাস করবে না।ট্রাম্পের সময়ের এ আদেশ কর্তৃপক্ষকে মহ-ামারীর জরুরি অবস্থার সময় মেক্সিকান সীমান্তে অভিবাসীদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়।

তহবিলের অপ্রতুলতা বিশ্বব্যাপী প্রশাসনের মহামারী মোকাবেলার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে তোলে।

‡হায়াইট হাউজের প্রেস সচিব জেন স্যাকি বলেছেন, শীর্ষ সম্মেলন কংগ্রেসের কাছে আরো তহবিলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে যাতে যুক্তরাষ্ট্র 'বিশ্বের জন্য ভ্যাক্সিনের ভান্ডার হতে পারে।'

তিনি উল্লেখ করেন, অতিরিক্ত তহবিল ছাড়াও মহামারীর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় অবদানকারী হিসেবে অভিহিত হবে।

নিজেকে গাধার সঙ্গে তুলনা করে ভাইরাল ইমরান খান!

(প্রথম পাতার পর)

তেহেরিক-ই ইনসাফের (পিটিআই) প্রধান ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এর মধ্যে ছোট একটি মন্তব্যের জেরে ভাইরাল হয়েছেন তিনি। খবর জিও টিভির। ভাইরাল হওয়া পডকাস্টের ছোট একটি অংশে ইমরান খানকে বলতে দেখা যায়, গায়ে ডোরাকাটা দাগ টানলে জেব্রা হওয়া যায় না, গাধা গাধাই থাকে। মূলত একদিন আগে একটি পডকাস্টে রাজনৈতিক ইস্যু ছাড়াও তিনি ভক্ত এবং দলের কর্মীদের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে থাকাকালীন বিভিন্ন স্মৃতি শেয়ার করেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

এসময় অনেক কথার মাঝে ইমরান বলেন, 'আমাকে যুক্তরাজ্যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। কিন্তু আমি কখনো দেশটিকে নিজের বাড়ি মনে করিনি। আমি সব সময় সবার আগে পাকিস্তানি ছিলাম।' এ কথার পর মুহূর্তেই উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'গায়ের মধ্যে ডোরাকাটা দাগ টানলেই একটি গাধা জেব্রা হয়ে যায় না। গাধা গাধাই রয়ে যায়।'

উল্লেখ্য, ইমরান এই মন্তব্যে ইংরেজ আর পাকিস্তানির পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে ভুলে করে নিজেকেই গাধার সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছেন। তার এই মন্তব্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে। নেটিজেনরা বিষয়টি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। কেউ কেউ ইমরান খান এমন মন্তব্যকে ট্রল করেছেন। যদিও এ নিয়ে ইমরান কিংবা তার দলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আবার আলোচনায় পুতিনের সাবেক

(প্রথম পাতার পর)

শুরু হয়। এ নিয়ে সারাবিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই যুদ্ধের জেরে ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে পুতিনের দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও অন্যান্য পশ্চিমাদেশগুলোর আরোপিত এসব নিষেধাজ্ঞা পুতিনের নিকটতম ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- রুশ ধনকুবের, রাজনীতিক এবং পুতিন ঘনিষ্ঠ অন্যান্য কর্মকর্তা, যারা বিভিন্নভাবে পুতিনের কাছ থেকে উপকৃত।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও জাপান পুতিনের কন্যা মারিয়া ভরন্তসোভা ও ক্যাটেরিনা তিখোনোভার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তারা পুতিনের সাবেক স্ত্রী লুদমিলার সন্তান।

এদিকে, যুদ্ধের প্রায় আড়াই মাস পর আবার আলোচনায় পুতিনের ব্যক্তিগত জীবন। পুতিনের কথিত বান্ধবী আলিনা কাবায়েভাকে নিয়ে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিভিন্ন পশ্চিমা গণমাধ্যম।

পশ্চিমা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, এখন পুতিনের সাবেক বান্ধবী ও তার কয়েক সন্তানের মা আলিনা কাবায়েভাকে লক্ষ্য (টার্গেট) বানাতে পারে ইইউসহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ। তবে এখন পর্যন্ত এটি গুজবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কেননা, কোনও গণমাধ্যই এখন পর্যন্ত এ নিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য উল্লেখ করতে পারেনি।

ইতোমধ্যে পুতিনের বিভিন্ন ঘনিষ্ঠজনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলেও এখন পর্যন্ত কাবায়েভা এই তালিকার বাইরে আছেন। তবে তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু একটা আসছে। গত মার্চে একটি অনলাইন পিটিশনে সু-ইজারল্যান্ডে তাকে তার বাসভবন থেকে বহিষ্কারের দাবি উঠেছিল।

তবে এবার ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞার জন্য ইইউ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিদের সর্বশেষ তালিকায় রয়েছে কাবায়েভার। এএফপির বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্রেমলিনের প্রচার-প্রচারণায় ভূমিকা থাকার অভিযোগে এবং পুতিনের সঙ্গে "ঘ-নিষ্ঠভাবে সম্পর্ক" থাকায় তাকে লক্ষ্যবস্তু করা হতে পারে। এই সংক্রান্ত খসড়া নথিতে যদিও কাবায়েভাকে পুতিনের পার্টনার হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি এবং ইইউ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবটিতে স্বাক্ষর করেনি।

রুশ নেতা পুতিন বরাবরই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্তর্মুখী। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাধারণত বিষয়টি এড়িয়ে যান। কাবায়েভার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও আগে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন পুতিন।

তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাবি করা হয়, ব্যক্তিগত জীবনে পুতিনকে খুবই রোমান্টিক বলা হয়। প্রায় এক দশক ধরে তার নাম আলিনা কাবায়েভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কাবায়েভা একজন জিমন্যাস্ট। ৩৮ বছর বয়সী কাবায়েভা অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতেছেন। তাকে পুতিনের যমজ সন্তানের মা বলেও মনে করা হয়।

লুদমিলার সঙ্গে পুতিনের বিচ্ছেদ

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও লুদমিলা দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর এক ছাদের নিচে ছিলেন। অবশেষে ২০১৪ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। অনেক ধরেই গুঞ্জন চলছিল তাদের বিচ্ছেদের। যদিও পুতিন-লুদমিলা আলাদা হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০১৩ সালের জুনে। ২০১৪ সালের এপ্রিলের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় তাদের বিচ্ছেদের বিষয়ে।

তখন পুতিন বলেছিলেন, "এটা তাদের যৌথ সিদ্ধান্ত।" আর লুদমিলা বলেছিলেন, "আমাদের বিচ্ছেদ হচ্ছে। কারণ, আমরা প্রায় কখনওই কেউ কাউকে বুঝিনি।"

লুদমিলা তাদের আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তকে 'মার্জিত বিচ্ছেদ' বলেও আখ্যা দেন তখন। লুদমিলা-পুতিন দম্পতির দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

পরে পশ্চিমা গণমাধ্যমে দাবি করা হয়, কিছু দিন পর নিজের চেয়ে ২০ বছরের কম বয়সী একজনকে বিয়ে করেছেন লুদমিলা।

কাবায়েভার সঙ্গে কত দিনের সম্পর্ক পুতিনের?

২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো পুতিনের সঙ্গে আলিনা কাবায়েভার নাম জড়ায়। মিডিয়া টাইকুন এবং সাবেক কেজিবি স্পাই আলেকজান্ডার লেবেদেভের মস্কো থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র এ দাবি করে। ২০১৩ সালে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ৩০ বছর সংসারের পর স্ত্রী লুদমিলাকে ডির্ভোস দেন। এরপর আলিনাকে 'রাশিয়ার ফার্স্ট লেডি' বলা শুরু হয়। তারপরে তিনি প্রকাশ্যে পুতিনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি অস্বীকার করেন। কিন্তু থেমে থাকেনি তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন। বলা হয় যে, দু'জনেই গোপনে বাগদান করেছিলেন এবং তারপর বিয়েও করেন। এরপর পারিবারিক অনুষ্ঠানও হয়েছিল।

২০১৬ সালে, আলিনাকে জনসমক্ষে একটি আংটি পরতে দেখা যায়, যা তখন তাকে ক্যামেরার চোখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেও দেখা যায়। এরপর অনেক অনুষ্ঠানে তিনি তার সেই আংটি নিয়ে হাজির হন। যা গুজবকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

২০১৭ সালে আলিনা অন্তঃসত্ত্বা বলে গুজব রটে। আসলে, তখন তিনি একটি জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছিলেন। সেখানে তাকে একটি ঢিলেঢালা ফিটিং লাল পোশাকে দেখা গেছে। তখন বলা হয়- বেবি বাম্প লুকানোর জন্য তিনি ওই পোশাকটি পরেছিলেন।

পুতিনের ফের বিয়ের খবর

এরপর রাশিয়ার একটি পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনে আলিনা ও পুতিনের বাগদানের খবর প্রকাশ করে। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। পুতিন এবং আলিনার সন্তানদের নিয়ে আলোচনা শুরু হয় যখন তাদের দু'জনের ছবি একসঙ্গে প্রকাশ পেতে শুরু করে। তবে রুশ প্রেসিডেন্ট তার পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনের কথা সবসময় গোপন রেখেছেন।

কে এই আলিনা কাবায়েভা?

তার পুরো নাম আলিনা মারাতোভনা কাবায়েভা। তিনি একজন রাশিয়ান রাজনীতিবিদ, মিডিয়া ম্যানেজার এবং অবসরপ্রাপ্ত জিমন্যাস্ট। আলিনার জন্ম ১২ মে, ১৯৮৩ সালে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ উজবেকিস্তানে। তার পরিবারের সদস্যরা খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আলিনার বাবা মারাত কাবায়েভা ছিলেন একজন পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়। বাবার মতো আলিনাও খেলাধুলায় ক্যারিয়ার গড়তে শুরু করেছিলেন। মাত্র তিন বছর বয়সে। আলিনাকে রিদমিক জিমন্যাস্টের উদীয়মান তারকা হিসেবে দেখা হয়েছিল। ২০০০ সালে সিডনির অ্যাথেন্স গেমসে আলিনা জিমন্যাস্টে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। তারপরে তিনি ২০০৪ স্বর্ণপদকও জেতেন। আলিনাকে অন্যতম সফল জিমন্যাস্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি তার ক্যারিয়ারে দুটি অলিম্পিক পদক, ১৪টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২১টি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পদক জিতেছেন।

খেলাধুলা থেকে অবসর নেওয়ার পর আলিনা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাকে ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টি থেকে সংসদ সদস্য করা হয়েছিল। এরপর তাকে জাতীয় গণমাধ্যম গ্রুপের চেয়ারপার্সন করা হয়।

চলন্ত বিমানের জরুরি দরজা খুলে হেঁটে ডানায় পৌঁছলেন যাত্রী!

(প্রথম পাতার পর)

এই বিমানেই ছিলেন ক্যালিফর্নিয়ার বাসিন্দা ৫৭ বছরের র‍্যান্ডি ফ্র্যাঙ্ক দাভিলাও। আচমকাই দেখা গেল, বিমানের জরুরি দরজা খুলে গটগট করে হাঁটতে হাঁটতে ডানায় চলে গেলেন তিনি!

মুহূর্তে হইচই। জরুরি ব্রেক কষে থামাতে হলো বিমান। শিকাগো বিমানবন্দরে হুলস্থুল। র‍্যান্ডিকে আটক করেছে পুলিশ। তাকে ২৭ জুন আদালতে তোলা হবে।

জানা গেছে, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ২৪৭৮-এ সান দিয়েগো থেকে শিকাগো ফিরছিলেন ফ্র্যাঙ্ক। শিকাগো বিমানবন্দরে অবতরণের পর, যখন যাত্রীরা মালপত্র নিয়ে নামার অপেক্ষা মূল দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই আচমকা জরুরি দরজা খুলে ফেলেন র‍্যান্ডি। তার পর সোজা হাঁটতে হাঁটতে ডানায় পৌঁছে যান। বিমান তখনো চলছে। একইসাথে চলছে ডানায় র‍্যান্ডির পায়চারিও!

এই দৃশ্য দেখে চোখ কপালে সকলের। এহ বাহ্য, র‍্যান্ডি ডানা থেকে লাফিয়ে নিচেও নেমে পড়েন। তাকে আটক করেছে শিকাগো পুলিশ। বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, 'ওই ব্যক্তি বিমানের জরুরি দরজা খুলে চলন্ত বিমানের ডানায় পৌঁছে যান। তার পর লাফিয়ে নিচে নেমে আসেন। গ্রাউন্ড ক্রুরা তাকে আটক করেছেন।'

কিন্তু কেন এমন করলেন র‍্যান্ডি? আমেরিকার এক শহর বা প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ বা শহরে যাতায়াত করেন যাঁরা, তাদের একটি অংশ বলছেন, বিমান থামার পর নামার জন্য অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। মূল ফটকের সামনে ব্যাপক ভিড়ও থাকে। সময় ও ঠেলাঠেলা এড়াতেই কি র‍্যান্ডি জরুরি দরজা খুলে নিচে নেমে এলেন? অনেকেই তেমনটা মনে করছেন।

তবে আমেরিকার বিমানে এমন অদ্ভুতুড়ে ঘটনা নতুন নয়। কেবল গত বছরই অভদ্র ব্যবহারের কারণে সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষকে নিষিদ্ধ তালিকা (এই তালিকায় নাম উঠলে বিমানযাত্রা করা যায় না।) পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে যেমন রয়েছে সহযাত্রীকে বেধড়ক মারধর, তেমনই রয়েছে মাঝ আকাশে দরজা খুলে ফেলার চেষ্টাও। এ বার সেই তালিকা যুক্ত হলো জরুরি দরজা খুলে ডানায় পায়চারির ঘটনাও।

কে জি মোস্তফা আর নেই

(প্রথম পাতার পর)

নি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)। জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (৯ মে) বাদ জোহর কে জি মুস্তফার মরদেহ জাতীয় প্রেসক্লাবে নেওয়া হবে। সেখানে তার জানাজা শেষে মরদেহ দাফন করা হবে।

কে জি মোস্তফার জন্ম ১৯৩৭ সালের ১ জুলাই, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে শিক্ষানবিশ হিসেবে তার হাতেখড়ি দৈনিক ইত্তেহাদে। পরবর্তীতে তিনি বেশ কিছু সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। ১৯৬০ সাল থেকে চলচ্চিত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনে তার লেখা প্রচুর গান প্রচারিত হয়। হাজার গানের গীতিকার কে জি মুস্তাফার সিনেমার গানগুলো জনপ্রিয়।

কে জি মোস্তফার লেখালেখি শুরু ছাত্রজীবনেই। ওই সময় থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তার লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এক পর্যায়ে গান লিখতে শুরু করেন এবং তার লেখা বেশ কিছু গান অসামান্য জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৬০ সাল থেকে চলচ্চিত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনে তার লেখা অনেক গান প্রচার হয়।

সিনেমার কালজয়ী এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় দুই গান 'তোমারে লেগেছে এতো যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে' এবং 'আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন'-এর গীতিকার তিনি। প্রথম গানটি এহতেশাম পরিচালিত 'রাজধানীর বুকে' এবং দ্বিতীয় গানটি অশোক ঘোষ পরিচালিত 'নাচের পুতুল' সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে। দু'টি গানের সুর করেছেন রবিন ঘোষ। প্রথম গানটি গেয়েছেন তালাত মাহমুদ। দ্বিতীয়টি গেয়েছেন মাহমুদুন্নবী।

এক সময় নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালনার দিকেও ঝুঁকেছিলেন হাজার গানের গীতিকার কে জি মুস্তফা। 'মায়ার সংসার', 'অধিকার' ও 'গলি থেকে রাজপথ' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

কে জি মুস্তফার লেখা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- কাছে থাকো ছুঁয়ে থাকো, উড়ন্ত রুমাল, চক্ষুহীন প্রজাপতি, সাতনরী প্রাণ, এক মুঠো ভালোবাসা, প্রেম শোনে না মানা। তার লেকা গল্পের বই কোথায় চলেছি আমি (সরস আত্মকাহিনী)। এছাড়া শিশু তুমি যিশু, কন্যা তুমি অনন্যা, মজার ছড়া শিশুর পড়া নামে তার তিনটি ছড়ার বইও রয়েছে।

বিরূপ প্রকৃতিতে উৎসবের ঈদ পালন





















(৩ পাতার পর)

কোলাকুলির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়াও ফোনকল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রবাসীরা। কেউ কেউ সপরিবারে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাসায় গিয়েও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

টুইটারের মালিক ইলন মাস্ক, শঙ্কায় আছেন বিল গেটস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত মাসে ৪৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারে (৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলার) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটার কিনে নেওয়ার চুক্তি করেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। এরপরই তিনি টুইটারের বাণিজ্যিক ও দেশগুলোর সরকারের কাজে ব্যবহৃত টুইটার হ্যান্ডেলগুলোর ওপর মাশুল আরোপের পরিকল্পনার কথা জানান। তবে ইলন মাস্কের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মাইক্রোসফটের যৌথ প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। তার আশঙ্কা, টুইটারকে একটি 'বাজে' প্ল্যাটফর্মে পরিণত করবেন মাস্ক। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সিএনএন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সিইও কাউন্সিল সামিটে বিল গেটস গত বুধবার এসব কথা বলেন। সেখানেই তাকে ইলন মাস্ক কিনে নেওয়ার পর টুইটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। যার উত্তর দিতে গিয়ে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী বলেন, মাস্কের অতীত রেকর্ড ভালো থাকা সত্ত্বেও তিনি টুইটারে ভুয়া তথ্যের বিষয়টি আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

বিল গেটস বলেন, 'ইলন মাস্ক আসলে এটা (টুইটার) আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাবেন। 'তিনি (মাস্ক) আসলে কী করতে যাচ্ছেন, সেটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।'

তবে গেটস স্বীকার করেন, টেসলা, স্পেসএক্সের মতো কোম্পানিতে ইলন মাস্কের রেকর্ড খুবই ভালো। এই কোম্পানিগুলোতে মাস্ক দক্ষ প্রকৌশলীদের একটা দলকে একত্র করতে পেরেছেন। তবে টুইটারের ক্ষেত্রে আগের কোম্পানিগুলোর মতো তিনি সাফল্য পাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তাঁর (গেটস)। আগের ভালো রেকর্ডের জন্য ইলন মাস্ককে ছোট করেও দেখছেন না তিনি। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের খোলা মন নিয়ে থাকা উচিত এবং কখনোই ইলনকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।'

সাবিলা নূর সংবাদ পাঠ পেশায় এলেন নাকি!

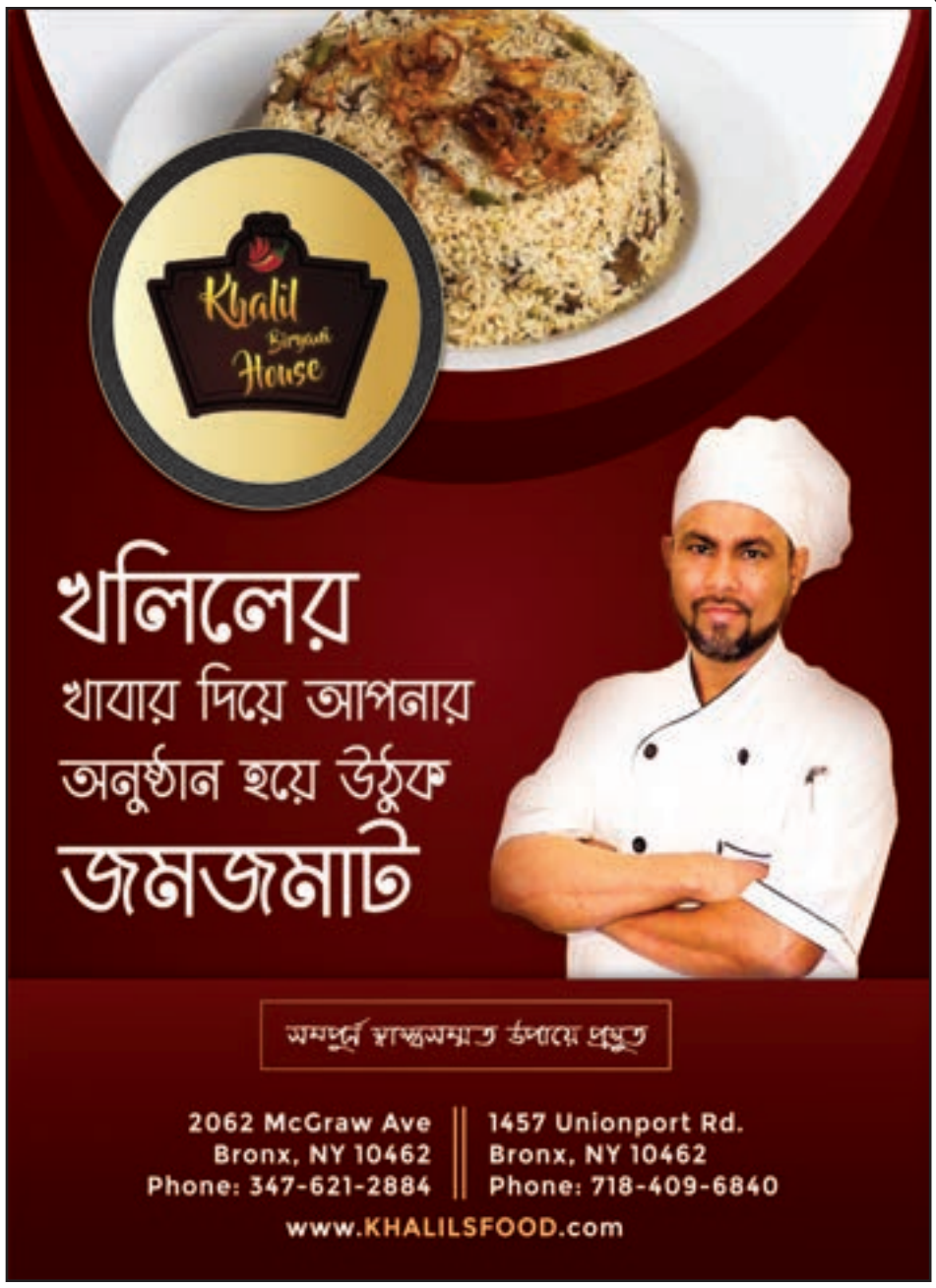
(শেষের পাতার পর)

যোগাযোগ কথা হচ্ছে। তার এই নতুন লুক বেশ আকর্ষক—স্বাভাবিকভাবেই এমন রূপের সাবিলাকে দেখে নেটিজেনরা অবাক। সাবিলা নূর নাটকে একজন সংবাদ পাঠক হিসেবে অভিনয় করেছেন।

নাটকে দেখা যায়, দেশের বেসরকারি টেলিভিশন মাছরাঙার সংবাদ পাঠক হিসেবে তিনি কাজ করছেন। আর তার সংবাদ শোনার জন্য বেশ আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছেন জিয়াউল ফারুক অপূর্ব।

মাছরাঙা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে নাটকের একটি ক্লিপস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্যাটফরমে শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশন জুড়ে দেওয়া হয়েছে সাবিলা নূর যখন সংবাদ পাঠক। আর এতেই নেটিজেনরা প্রথমেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন, আসলেই সাবিলা সংবাদ পাঠিকা হিসেবে টেলিভিশনটিতে যোগদান করেছেন কি না। কেননা তার যে লুক, তাকে ওই টেলিভিশনের অন্যান্য সংবাদ পাঠক থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। তবে নাটক নিয়ে আলোচনা যেমন হচ্ছে তেমনি এর কাহিনির অংসবিশেষ নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে।









২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:

40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377

Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

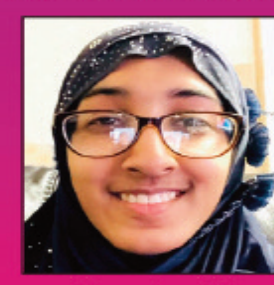


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



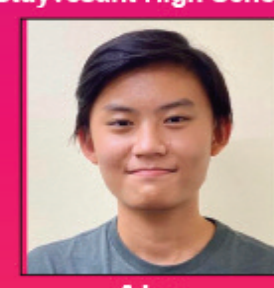
Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S



Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School

SHAH NAWAZ 2022

A SHAH VOTE IS A SURE VOTE

VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A



TUE
JUNE 28
2022

FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT

Shah Nawaz ShahNawazDistrictLeader@gmail.com 646-591-8396
www.shahnawaz.nyc

Paid for by Friends for Shah Nawaz



বগুড়ায় আমেরিকা প্রবাসীকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

(শেষের পাতার পর)

বিদেশি পিস্তল ও গুলির ছয়টি খোসা উদ্ধার করেছে। পিস্তলটি নিহত ব্যবসায়ীর হতে পারে। তিনি মায়ের কবর জিয়ারত শেষে ঘটনাস্থলে আড্ডা করছিলেন। হত্যায় জড়িত থাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী ওমর খৈয়াম সরকার রূপম ওরফে হাতকাটা রূপমসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সদর থানার ওসি সেলিম রেজা জানান, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, নিহত রাজ্জাক সদর উপজেলার মহিষবাথান গ্রামের মৃত আবদুল লতিফ সরকারের ছেলে। তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সেখানে বসবাস করতেন। বগুড়া শহরের ইয়াকুবিয়া স্কুল মোড় এলাকায় বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গ্রামে অনেক জমি রয়েছে। কিছুদিন আগে তার মা মারা যান। মঙ্গলবার ঈদের দিন রাতে তিনি বগুড়া শহর থেকে মায়ের কবর জিয়ারত করতে আসেন। কবর জিয়ারত শেষে বাড়ির কাছে মহিষবাথান তিনমাথা এলাকায় একটি দোকানে চা পান করছিলেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তার চাচাতো ভাই শহরের শিববাটি এলাকার খোকন সরকারের ছেলে সন্ত্রাসী ওমর খৈয়াম সরকার রূপম ওরফে হাতকাটা রূপমের নেতৃত্বে ৮-১০ মোটরসাইকেলে অন্তত ১৮ সন্ত্রাসী সেখানে এসে তাকে ঘেরাও করে। তারা প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আবদুর রাজ্জাক সরকারকে কোপ দেয়। তখন তিনি আত্মরক্ষায় ব্যক্তিগত পিস্তল দিয়ে ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে পালানোর চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তিনমাথা এলাকায় রাস্তায় পড়ে যান। তখন সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কোপায়। এরপর পিস্তল কেড়ে নিয়ে তার শরীরে গুলি করে বীর দর্পে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বিপুল সম্পত্তির মালিক আবদুর রাজ্জাকের পরিবারের সবাই আমেরিকা থাকায় ও তাদের সম্পত্তি দখলের উদ্দেশেই ভাতিজা সন্ত্রাসী রূপমের নেতৃত্বে এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় বলে স্থানীয়রা ধারণা করছেন। সদর থানার ওসি সেলিম রেজা, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জাহিদুল হক ও সেকেন্ড অফিসার এসআই মঞ্জুরুল হক ভূঁঞা জানান, জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ বা দখলের চেষ্টার কারণে আমেরিকার নাগরিক আবদুর রাজ্জাক সরকারকে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মরদেহ শজিমেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন মহিষবাথান গ্রামের আবদুল হান্নান (৪৫), একই এলাকার আল আমিন (২২) ও তেলিহারার জনি (২৬)। এ হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে নিহতের ভাতিজা সন্ত্রাসী ওমর খৈয়াম রূপম, আহত জনি ও আল আমিনসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। গত ৪ মে বুধবার দুপুরে এ খবর পাঠানোর সময় সদর থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

নিহতের ছেলে শোভন সরকার সাংবাদিকদের জানান, তার বাবা আমেরিকা বসবাস করলেও বগুড়ায় ব্যবসা আছে। বর্তমানে তারা শহরের ইয়াকুবিয়া স্কুল মোড় এলাকায় বসবাস করেন। তার বাবা ঈদের দিন গ্রামে গিয়ে রাতে মহিষবাথান তিনমাথা এলাকায় আড্ডা দিচ্ছিলেন। তখন মোটরসাইকেলে আসা সন্ত্রাসীরা তার বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করে। এদিকে দানবীর প্রবাসী আবদুর রাজ্জাককে হত্যার ঘটনায় গ্রামবাসীদের মাঝে প্রচন্ড ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তারা হত্যায় জড়িত সন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

বগুড়া পুলিশের সূত্র জানায়, ২০১০ সালের ৫ জুন রাতে শহরের শিববাটি সেবক সমিতি কার্যালয়ে শহর স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন জুয়েলকে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা মামলার প্রধান আসামি চিহ্নিত সন্ত্রাসী ওমর খৈয়াম সরকার রূপম ওরফে হাতকাটা রূপম। বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে তার হাতের আঙুল উড়ে যায়। একাধিক হত্যা, অস্ত্র আইনসহ কয়েকটি হত্যা মামলার আসামি রূপম কয়েক দফা গ্রেফতার হয়েছিল। সে কাটা আঙুল দিয়েই বুকের সঙ্গে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করতে পারদর্শী। কিন্তু হাতে আঙুল না থাকায় প্রতিবন্ধী হিসাবে আদালতকে ভুল বুঝিয়ে বারবার জামিন লাভ করে।

ডায়াবেটিস এড়াতে

(শেষের পাতার পর)

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে পারে তার সংখ্যা অনেক। যেমন– বাড়তি চিনি থাকে এমন খাবার ত্যাগ করা, ফল ও সবজি বেশি খাওয়া, মানসিক চাপ কমানো, নিয়মিত শরীরচর্চা ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জ খাবার খাদ্যাভ্যাসে বেশি থাকাটা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় এর সপক্ষে ফলাফল সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে।

'ডায়াবেটোলজিয়া' শীর্ষক সাময়িকীতে প্রকাশিত এই গবেষণায় 'ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব ডায়াবেটিসে'র গবেষকরা ১০ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর 'প্লাজমা মেটাবোলাইট প্রোফাইল' নিয়ে কাজ করেছেন। ডায়াবেটিস শনাক্ত করার পদ্ধতি এটি। দেখা যায়, যারা উদ্ভিজ্জ খাবার নিয়মিত খাচ্ছেন তাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম।

পুষ্টিবিদ ও 'দ্য চুজ ইউ নাও ডায়েট অ্যান্ড প্ল্যান্ট বেইজড নিউট্রিশন (ইডিয়টস গাইড)' বইয়ের রচয়িতা যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ জুলিয়েনা হিভার বলেন, "উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসা পরিপূর্ণ খাবারগুলো ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় এর সপক্ষে ক্রমবর্ধমান তথ্য ভান্ডারে চমৎকার কিছু নতুন তথ্য যোগ করে এই গবেষণা।"

যারা এমন খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন তাদের 'প্লাজমা মেটাবোলাইট প্রোফাইল' বলে ডায়াবেটিসের আশঙ্কা কমানোর সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক আছে। অনেক পুষ্টিবিদই বলেন উদ্ভিজ্জ খাবারের ক্ষেত্রে কোনোটাকেই স্বাস্থ্যকর কিংবা অস্বাস্থ্যকর তকমা দেয়া উচিত নয়।

একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখতে হয়, যা শরীরের যে বিস্তৃত ধরনের পুষ্টি প্রয়োজন তা পূরণ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ফিনিক্স ভিগান ডায়েটিশিয়ান ডটক'মের প্রতিষ্ঠাতা রায়ান গেইগার বলেন, "যারা উদ্ভিজ্জ খাদ্যাভ্যাস শুরু করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো নিজেকে একই ধরনের খাবারে বেঁধে রাখবেন না। যে খাবারগুলোকে আমরা অস্বাস্থ্যকর মনে করি সেগুলো একেবারেই যদি বাদ দিয়ে দেয়া হয় তবে ওই খাবারগুলোর প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়তে থাকবে প্রতিদিন।"

তাই আদর্শ খাদ্যাভ্যাস হলো স্বাস্থ্যকর আর অস্বাস্থ্যকর কিন্তু মুখরোচক খাবারের ভারসাম্য। খাবার থেকে পুষ্টি যেমন দরকার, তেমনি তৃপ্তি পাওয়াও জরুরি।





রূপকথা
মাহমুদ কামাল

শিশু ও কিশোরের পাঠ্যসূচীতে রূপকথা নেই
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কিংবা ঈশপের গল্প
একুশ শতকের শিশুরা ছুঁয়েও দেখে না
রূপকথা আজকাল বড়দের জন্য
এখন প্রতিনিয়ত রূপকথা তৈরি করছেন
রাজনীতিবিদগণ।

তবু যায় তবু থাকে
আহমেদ ছহুল

উচ্চ বা নিচু স্বরে, যাই বলি ছোট বা বড় বাক্য
দেখি বহু দূরে চলে গেছি
অনেক কথার মাঝে যে কথা বলিনি তোমাকে

শুধু বোবা লোক-ই জানে কথা বলতে না পারার ব্যথা।
বধির মানুষ আজকাল বড় সুখি, কে-কি বলে গেল
তাতে তার কোন মাথা ব্যথা নেই।
বিকলাঙ্গেরও একই অবস্থা, চেয়ে দেখা ছাড়া কি আছে করার।

ঝলমলে প্রভাত তারা-ভরা রাত ফুলের সৌরভ
তাতে জন্মান্ধের কি আসে যায়
বলো দেখি কে শুনে চুপচাপ বসে থাকা প্রতিবন্ধীর দীর্ঘশ্বাস।

কয়-জনে খুঁজে মানুষের মন, আছে ব্যথা কার কত গভীরে
কয়জন ত্যাগ করে অধিকার, ভালবাসে মানুষের সম্মান।

অসময় বলে কিছু নেই, সময় ফুরিয়ে গেলে
সবাইকে চলে যেতে হবে
মানুষ চলে গেলে দাগ কাটে, গভীর আক্ষেপ রেখে যায়।

কত আশা, কবিতা বা গল্পের বইয়ের মতো সাজিয়ে রাখি
আঙুলে আঙুল রাখি সৈনিকের মতো একসাথে হাঁটি
কারো খাতা বন্ধ হলে, অন্য জনের পাতা খুলে যায়।

বলো দেখি কোথায় থেকেছে অপূর্ণ স্থান
কে-বা কোথায় আটকে আছে অচল হয়েছে গতি?

অদৃশ্য বিষাদ
শারমিন সুলতানা রীনা

আমাদের সব কথা হয়নি বলা
অন্ধকারের চৌকাঠে মুখোমুখি দুটি প্রাণ
আবেগে উদ্বেলিত কাঁপা ঠোঁট
থেমে যায় গল্পের শুরুতে

গৃহহীন বাউলের একতারার সুর
নিস্তব্ধতা ভঙ্গের সাক্ষী হয়ে ভেসে আসে

স্বপ্নেরা নির্মাণ করে রঙ তুলির ছোঁয়ায়
সুকোমল নির্জনতা

কুয়াশা পালকে জড়ানো
বিশ্বাসের পঙতিমালায়
উৎসবের আয়োজন

তবুও মাঝখানে শানিত আগুন
জ্বলে ওঠে অদৃশ্য বিষাদে।

দুর্দৈব
কাজী আতীক

অবিকল চিরায়ত এক অস্বস্তিকর বোধ
মধ্য দুপুর ব্যাকুলতার মতো এক বিঘ্ন অনুভব,
বয়ঃসন্ধিতে কেমন সব চমক অনুভূতি যেমন
মনের গভীরে কেবল এক আনকোরা খোঁজ।

কে যেনো দৈবাৎ হাত ইশারায় দেখায় সম্মুখ
কি যেনো এক বিস্ময় আবেশে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হয়,
অনন্তর হিমবাহ বাহু মেলে ঝাপটে ধরে যেনো
স্পর্শের অনুভবহারা ত্বক খুঁজে উষ্ণ ছোঁয়া কোনো।

অথচ তুষারের ভেতর শক্ত ভিতের খুঁজে
পা'দুটো যেমন দেবে যায় আরো
পৃথিবীটা মনে হয় যেনো বড়ো বেশি বেসামাল অবিরত।

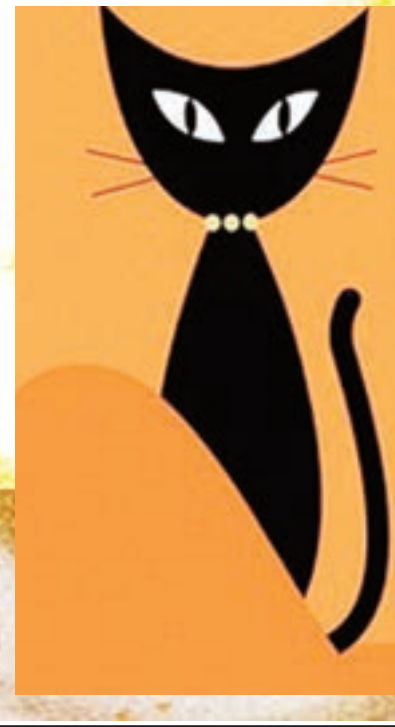
ভালোবাসার শাব্দ-বোধ
আয়েশা মুন্নি

তুমি সেদিন প্রেমিক হতে এসেছিলে
সময় কিংবা জীবনের প্রয়োজনে,
সেদিন প্রথম আমার প্রেম কড়া নেড়েছিল
হৃদয় দুয়ারে বেজেছিল প্রচ- ঘণ্টাধ্বনি
মনের গহীনে জেগেছিল কি যে উষ্ণতা!

তোমার স্পর্শে নিরঙ্কুশ আবেগ জেগেছিল
নিবিড় মায়ায়- নিস্তব্ধতায়।

তোমার সে খেয়ালি ভালোবাসা স্পর্শে
আমার হয়েছিল মহা সর্বনাশ,
তাই তোমাকে প্রেমিক বলা যায় না
তুমি প্রেমিক নও, তুমি অপ্রেমিক...
তুমি নষ্ট চেতনার নষ্ট মানুষ।

ভালোবাসার শব্দ-বোধ তোমার অজানা
তুমি অবোধে হারিয়ে যাওয়া অতীত।



ডিসনে পার্ক
আশরাফ হাসান

মনে হয় এইখানে একটু বসি
বিমূর্ত বেদনার হাত ধরে
'তুমিহীন' 'তুমিহীন' যেনো ধ্বনি বাতাসে আছড়ে পড়ে।

মনে হয় ম্যানহাটানে 'ডিসনে' পার্কে
শিশুর অবুঝ ইচ্ছের মতো খানিক বসি
আবারও হয়ে যাই বাংলার বালক
কিশোরের দুপুররোদ মাথায় নিয়ে দৌড়ঝাঁপ
কিংবা তারুণ্যসুখ বিছিয়ে দিয়ে সবুজ ঘাসে
দিগন্তনীল ছুঁয়ে যেখানে নামে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি

বাতাসের ভেজা ঘ্রাণ গায়ে মেখে
দোয়েলের পাখনার মতো ঝুলোক্লান্তি নিয়ে
কংক্রিট-হৃদয় ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে মৃন্ময়ী।

মনে হয় 'তুমিহীন' 'আমিহীন' নিত্যধ্বনির ওপারে
হয়ে যাই ক্লান্ত পথিক।

সজীব নিঃশ্বাসে স্নাত হই সবুজের মহরতে
বসি চিরচেনা বেঞ্চ কৈশোরানন্দের মতো মোলায়েম মাঠে।
মনে হয়
বৃক্ষের শাখা থেকে তুলে আনি দুলে উঠা সুখ
সেহেলি চাঁদের মতো স্নিগ্ধ সময়
নদীর কান্নার মতো পাখিদের গান
জলের ওম পাওয়া ফুলের সৌষ্ঠব।

মনে হয় আজ বৃষ্টি-মাথায় এইখানে বসি
জলের বুদ্বুদের মতো ওড়াই দুঃখ রাশি রাশি।

বৃক্ষের বিছানায়
বেদুঈন ইসলাম

বৃক্ষের শরীরে অসংখ্য ক্ষত-
পতঙ্গের ঘর বসতি।
উষ্ণ দুপুরে ছায়া খোঁজে মানুষ,
মানুষের ছায়ার তলে।

দগ্ধ সময়-
ভ্রমরের বিষের মতো যন্ত্রণা দেয়।
দুপুর রোদের হাওয়া,
উড়ে বেড়ায় রঙিন দেশে।

রৌদ্রের সাগর শুকিয়ে গেলে,
উম্মাদ রাত্রি যাপন।

বৃক্ষের হৃদয়ে চলে শীতল কথার ঝর্ণা-
মানুষ আসে বৃক্ষের বিছানায়।

চিত্রে: মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট'

ছবি: মুশফিকুর রহমান অন্তু











ফিরছেন না শাকিব খান



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। গ্রিন কার্ডের আবেদন করে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। তবে এর আগে একাধিকবার দেশে ফেরার কথা জানিয়েছেন। সবশেষ ঈদ করতে ও সিনেমায় প্রচারণায় অংশ নিতে সম্ভাব্য ২৫শে এপ্রিল দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন এই নায়ক। ঈদে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা তার 'গলুই' সিনেমার প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু সেই খবর জানিয়েছিলেন। তবে নতুন খবর হচ্ছে, দেশে ফিরছেন না শাকিব খান। ঈদ করবেন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে অবস্থানরত শাকিব খানের এক ঘনিষ্ঠজন জানিয়েছেন, পরিকল্পনায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন শাকিব। ঈদ এখানেই করবেন। অল্প সময়ের জন্য দেশে ফিরতে পারেন ঈদের পর

সূত্রটি আরও দাবি করেছে, জন্মদিনে ঘোষণা দেয়া 'রাজকুমার' ছবির শুটিং দ্রুতই শুরু করতে যাচ্ছেন শাকিব। গানের শুটিং দিয়ে দৃশ্যধারণ শুরু হবে, এরইমধ্যে লোকেশন দেখা শেষ। গত বছরের ১২ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন শাকিব খান। তার নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মসের ব্যানারে ৪৩তম জন্মদিনে 'রাজকুমার' সিনেমার ঘোষণা দিয়েছেন; নায়িকা মার্কিন নবাগত অভিনেত্রী কোর্টনি কফি। এই সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘ ৫ বছর পর নির্মাণে ফিরছেন তরুণ পরিচালক হিমেল আশরাফ। নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মারিনা কনভেনশন হলে সিনেমাটির মহরত হয়।

বঙ্গবন্ধু রূপে আরিফিন শুভ



বিনোদন ডেস্ক: 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমা। ভারতের খ্যাতিমান নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল এটি পরিচালনা করেছেন। এতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক আরিফিন শুভ।

মঙ্গলবার (৩ মে) ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পোস্টারটি উন্মুক্ত করা হয়েছে। এতে দেখা গেল, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের সময় জনতার উদ্দেশে হাত উঁচিয়ে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু রূপী শুভ। তার চেহারায় বঙ্গবন্ধুর ছাপ অনেকটা স্পষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে, সিনেমার জন্য তিনি নিজেকে ভেঙে-গড়েছেন।

কেবল নতুন পোস্টার নয়, দেওয়া হয়েছে 'মুজিব' সিনেমার মুক্তির ঘোষণাও। আগামী সেপ্টেম্বরে এটি মুক্তি পাবে। যদিও তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

উল্লেখ্য, 'মুজিব' সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। দুই দেশের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ সময় ধরে এর শুটিং হয়েছে। এতে শুভ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন- নুসরাত ফারিয়া, নুসরাত ইমরোজ তিশা, চঞ্চল চৌধুরী, দিলারা জামান, সিয়াম আহমেদ, জায়েদ খান, খায়রুল আলম সবুজ, ফেরদৌস আহমেদ, প্রার্থনা দীঘি, রাইসুল ইসলাম আসাদ, গাজী রাকায়েত, তৌকীর আহমেদ, মিশা সওদাগরসহ শতাধিক শিল্পী। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন ভারতের শান্তনু মৈত্র।

গুণীজনদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে-ঝিলিক

বিনোদন ডেস্ক: টানা ব্যস্ততায় সময় পার করছেন চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন ঝিলিক। মধ্যে খানিক অসুস্থ থাকলেও ফের কাজে মনোযোগী হয়েছেন তিনি। অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন চ্যানেলের ঈদ অনুষ্ঠানে। সর্বশেষ স্বনামধন্য সুরকার মান্নান মোহাম্মদের সুরে একটি নতুন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে কি অবস্থা? দিনকাল কেমন কাটছে? ঝিলিক বলেন, ভালো আছি। তবে ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে সময় কাটছে। মধ্যে অসুস্থ ছিলাম। এখন আবার পুরো দমে কাজে ফিরেছি। এরইমধ্যে মান্নান মোহাম্মদের সুরে একটি গান গাওয়া হলো। অভিজ্ঞতা কেমন? এ গায়িকা বলেন, পেশাগতভাবে গান শুরু করার পর আমি অনেক ক্ষেত্রে লাকী।



কারণ এই সময়ে সংগীতে বেশ কজন গুণী সুরকারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে

এটা সবার ভাগ্যে জুটে না। কিংবদন্তি শিল্পী, সুরকার, গীতিকারদের আশির্বাদ আমি পেয়েছি। এক জীবনে এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। এবার পেলাম মান্নান মোহাম্মদের মতো সুরকারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা। খুব সুন্দর একটি গান হয়েছে। আশা করছি গানটি প্রকাশ হলে ভালো লাগবে সবার। ঈদকেন্দ্রীক ব্যস্ততা কেমন যাচ্ছে? ঝিলিক বলেন, কয়েকদিন অসুস্থ ছিলাম। যার কারণে কয়েকটি নতুন গানের রেকর্ডিং করতে পারিনি। চ্যানেলের অনুষ্ঠানও বাদ দিতে হয়েছে। তবে এখন আবার কাজ শুরু করেছি। ঈদে বিশেষ কোনো গান এ কারণে আসছে না। তবে ইমরানের সঙ্গে আমার একটি গান করা আছে। তাছাড়া একক কণ্ঠের গানও করা রয়েছে। সেগুলো ঈদের পর পর প্রকাশ হবে। ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে? এ গায়িকা বলেন, ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা মোট-ামুটি। করোনার ধাক্কা সামলে উঠছি আমরা। স্টেজ শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে শিল্পী-মিউজিশিয়ানরা ব্যস্ত হচ্ছে। ঈদের পর থেকে আবার শো শুরু হবে। তবে কোথায় যেন একটা অস্থিরতা কাজ করছে। গান আমার পেশা, নেশা ও ভালোবাসার জায়গা। তাই কখনওই এ জায়গাটায় মানের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে চাই না। সামনে ভালো মানের কিছু গান শ্রোতাদের উপহার দিতে চাই।

এক দিনেই ১১ লাখ ভক্ত দেখেছেন জেমসের 'আই লাভ ইউ'



বিনোদন ডেস্ক: এবার চাঁদরাতে গান গাইলেন জেমস। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভক্তদের জন্য গান গাইলেন তিনি। ঈদ উপলক্ষে সোমবার (১ মে) নগরবাউলের নতুন গান 'আই লাভ ইউ' প্রকাশ পেয়েছে বসুন্ধরা ডিজিটাল ইউ-টিউব চ্যানেলে। এরই মধ্যে গানটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এক যুগ পর প্রকাশিত গানটি জেমসের অনুরাগীদের ঈদের আনন্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় গানটির ভিউ হয়েছে ১১ লাখের বেশি।

বসুন্ধরা গুঁড়া মসলার পৃষ্ঠপোষকতায় গুরু জেমসের মৌলিক গানটির কথা যৌথভাবে লিখেছেন জেমস ও বিশু। সুর ও সংগীতায়োজন জেমসের। ভিডিও নির্দেশনা দিয়েছেন শাহরিয়ার পলক।

এর আগে ২৮ এপ্রিল রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) 'বসুন্ধরা ডিজিটাল' ইউটিউব প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে চুক্তি সই হয় তার। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বসুন্ধরা ডিজিটাল এবং দুই বাংলায় জনপ্রিয় রকশিল্পী জেমসের এক অনন্য মেলবন্ধন তৈরি হয়। তখন অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত হয়ে জেমস নতুন গানের ঘোষণা দেন।

তার পুরো নাম ফারুক মাহফুজ আনাম জেমস। ছোট থেকেই হয়তো বাউন্ডুলেপনা পেয়ে বসেছিল তাকে। উত্তরবঙ্গের এই ছেলে নওগাঁর পত্নীতলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী, সেই সূত্রে ছোটবেলা থেকেই দেশের বিভিন্ন জেলায় বাবার সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতে হতো।

জেমসের মিউজিক জীবন শুরু আশির দশকের একেবারে শুরুতে, চট্টগ্রামে। বাবার চাকরিসূত্রে চট্টগ্রামে চলে যান। কিন্তু বাবা যখন ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ডিরেক্টর জেনারেল হয়ে চলে আসেন। জেমস থেকে যান চট্টগ্রামে। আজিজ বোর্ডিংয়ের 'বারো বাই বারো'র একটি ছোট্ট রুমে চলে সংগ্রামী জীবন। সামনের একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া আর সন্ধ্যায় চলে যেতেন আগ্রাবাদের হোটেলে।

১৯৮৬ সালে ঢাকায় এসে প্রথম অ্যালবাম 'স্টেশন রোড' প্রকাশ করেন। এর পরই আসিফ ইকবালের লেখা 'অনন্যা' জেমসের প্রথম একক অ্যালবাম। যেটা বের হয় ১৯৮৭ সালে। যার প্রতিটি গানই অসাধারণ। বিশেষ করে 'অনন্যা' কিংবা 'ওই দূর পাহাড়ে' গানগুলো বুকের মাঝে সত্যিই কাঁপন জাগায়। তবে এই গান শুনে কারো পক্ষে ধারণা করা সম্ভব হবে না যে গানটি জেমস গেয়েছেন। তারপর গেয়েছেন 'জেল থেকে বলছি'।

এক মাস বিশ্রামে শাওন



বিনোদন ডেস্ক: জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী ও অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন আহত হয়েছেন। গত ২৭ এপ্রিল বুধবার এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। শাওন জানান, বাম পায়ে আঘাত পেয়েছেন। আহত হওয়ার পর নগরীর ট্রমা সেন্টার অ্যান্ড অর্থোপেডিক হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে ডাক্তাররা তার পায়ে প্লাস্টার করে দিয়েছেন। আগামী এক মাস তাকে বাড়িতে পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন শাওন। তবে কীভাবে আহত হলেন বা পায়ে ফ্যাকচার হয়েছে কিনা তা জানাননি শাওন।

আসছে বাজেট ২০২২-২৩

আয়ের পথ ছাড়াই বেশি ব্যয়ের বাজেট

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের চতুর্থ বাজেটটি বেশ বড়ই হচ্ছে। এটি হতে পারে ৬ লাখ ৭৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট। আগামী ৯ জুন এ বাজেট ঘোষণা করবেন অর্থমন্ত্রী। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আর অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আ হ ম মুস্তফা কামালের চতুর্থ বাজেট এটি। ২০১৯ সালের জুনে তিনি তাঁর প্রথম বাজেট দিয়েছিলেন। এরপরের দুই বছর বাজেট দিতে হয়েছিল দেশজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপ মাথায় নিয়ে। করোনা এখনো যায়নি, একটু দুর্বল হয়েছে। তাই করোনা নিয়ে অর্থমন্ত্রীর দুশ্চিন্তাও অনেক কম।

অর্থমন্ত্রীর বড় চিন্তা অবশ্য আয় নিয়ে। বছর ঘুরলেই বাজেট বড় হচ্ছে, ব্যয় বাড়ছে। কিন্তু পাল্লা দিয়ে আয় বাড়ছে না। আয় বৃদ্ধির নতুন কোনো উদ্ভাবনও নেই তাঁর মন্ত্রণালয়ের কারও। অপচয় এবং অপরিকল্পিত ব্যয় কমানোরও কোনো উদ্যোগ নেই। সামনে যেহেতু নির্বাচন, ফলে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটটি এক হিসাবে জনতুষ্টিমূলক বাজেট হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এটিও একটি গতানুগতিক বাজেটই হচ্ছে বলে অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল গত ২৮ এপ্রিল বলেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বাজেট করতে যাচ্ছেন। যত কিছুই হোক না কেন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর কৌশল থাকবে এবং এতে সফল হবেন বলে তিনি আশাবাদী। 'যত কিছু' বলতে দুই বছরের বেশি সময় ধরে করোনার আঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ, বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

১০০ পৃষ্ঠার বেশি বাজেট বক্তৃতাটির প্রতিবছরই একটি শিরোনাম দেন অর্থমন্ত্রী। চলতি অর্থবছরের জন্য ছিল 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ'। আগামী অর্থবছরের জন্য 'সবকিছুর পরও এগোচ্ছি আমরা'জাতীয় শিরোনাম থাকতে পারে বলে ধারণা দেন অর্থমন্ত্রী।

আড়াই লাখ কোটি টাকা ঘাটতি

ঈদের দুই সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত আর্থিক, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত সমন্বয় কাউন্সিল ও সম্পদ কমিটির বৈঠকের তথ্য এবং বাজেট প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী বাজেটে ঘাটতি থাকতে পারে প্রায় ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছিল ২ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে আগামী অর্থবছরে ঘাটতি বাড়বে ২৮ হাজার কোটি টাকা। দেশীয় উৎস ও বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে এ ঘাটতি মেটানো হবে। দেশীয় উৎসের মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ এবং সঞ্চয়পত্র বিক্রিই প্রধান।

এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, ঋণ নিয়ে হলেও ব্যয় করতে হবে। ব্যয় করলেই অর্থের চলাচল হয় এবং অর্থনীতি সচল থাকে।

মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য ৫.৫%

আগামী অর্থবছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ধরা হচ্ছে বলে জানা গেছে। চলতি অর্থবছরে যা ধরা হয়েছিল ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। বছর শেষ হলে প্রকৃতপক্ষে কত দাঁড়াবে, তা বোঝা যাবে। এরই মধ্যে বাড়তি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, গত মার্চ মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক ২২ শতাংশ, যা ১৭ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'কী করব? জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা–বিশ্বের এসব উন্নত দেশেও মূল্যস্ফীতি বাড়তি। সারা বিশ্বেই এই প্রবণতা। আমরা নিজেদের মতো করে ব্যবস্থাপনা করব। নিত্যপণ্য আমদানির সুযোগ তৈরি করব এবং বিলাসদ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহিত করব।'

এনবিআরের জন্য বাড়তি লক্ষ্য

আগামী অর্থবছরে মোট আয় ধরা হতে পারে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে আয় ধরা হয়েছিল ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে মোট আয় বাড়িয়ে ধরা হচ্ছে ৪৪ হাজার কোটি টাকা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে, মোট আয়ের মধ্যে এনবিআরকে ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হচ্ছে আগামী অর্থবছরে। চলতি অর্থবছরে এনবিআরকে ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। আগের অর্থবছরেও একই লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল সংস্থাটিকে। সে হিসাবে এনবিআরের আদায় লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে ৪০ হাজার কোটি টাকা।

ব্যয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয় যে তেমন বাড়ানো যাচ্ছে না–এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল বলেন, এনবিআরের যথেষ্ট আদায় সক্ষমতার বিষয়টির আরও সময় লাগবে। বিভিন্ন কারণেই কাজটি হয়নি। তবে সংস্থাটির এবারের আদায় প্রবৃদ্ধি ভালো। এ হার ১৪ শতাংশ।

নতুন এডিপি চূড়ান্ত

আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার হতে পারে ২ লাখ ৪৬ হাজার ২০৭ কোটি টাকা। এটা ধরেই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় নতুন এডিপি তৈরি করছে। ভালো দিক যে আগামী অর্থবছরে পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য আর বরাদ্দ লাগবে না। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় নতুন এডিপি অনুমোদিত হতে পারে। আগামী এডিপিতে দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ধরা হয়েছে ৯৩ হাজার কোটি টাকা। বাকি অর্থায়ন হবে দেশীয় উৎস থেকে।

চলতি অর্থবছরে মূল এডিপির আকার ছিল ২ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা থাকলেও সংশোধন করে তা ২ লাখ ১৭ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা করা হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ৯ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে ৪৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ের বাস্তবায়ন ছিল ৪১ দশমিক ৯২ শতাংশ।

ভর্তুকির চাপ

আগামী অর্থবছরে বিদ্যুৎ ভর্তুকি ১৮ হাজার কোটি, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি মূল্য পরিশোধ ও প্রণোদনা প্যাকেজের সুদ ভর্তুকি ১৭ হাজার ৩০০ কোটি, খাদ্য ভর্তুকি ৬ হাজার ৭৪৫ কোটি এবং কৃষি প্রণোদনা বাবদ ১৫ হাজার কোটি টাকা রাখা হতে পারে। বিদ্যুৎ, সার ও গ্যাসের মূল্য সমন্বয় করা না হলে অর্থাৎ এগুলোর দাম না বাড়ালে এ পরিমাণ ভর্তুকি লাগবে।

সরকার কৃষকদের সার, বিদ্যুৎ, কৃষি উপকরণ ও উন্নতমানের বীজ কেনাবাবদ ভর্তুকি দেয়। আর প্রণোদনা বেশি দেওয়া হয় পাট ও পোশাক রপ্তানি খাতে। নগদ ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ইত্যাদি সংস্থাকে।

এলএনজি খাতে ভর্তুকির বিষয়ে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, প্রকৃত দামের চেয়ে কম দামে এলএনজি বিক্রি করতে হবে বলে এ ভর্তুকি লাগবে। সরকার হিসাব করে দেখেছে, যে দামে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে, সেই দামে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কাছে বিক্রি করলে তাঁদের পণ্য উৎপাদন খরচ বেশি পড়বে। তাই গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই সরকার এখানে ভর্তুকি দিতে যাচ্ছে।

বেসরকারি খাত থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে বিক্রি করার জন্য পিডিবিকে ঋণ দেয় সরকার। ফলে বিপিসি ও পিডিবিকে দেওয়া ঋণও একধরনের ভর্তুকিই। কারণ, এসব ঋণ সরকার ফেরত পায় না এবং পরে পুরো ঋণই ভর্তুকিতে রূপান্তরিত হয়।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School


- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

আসছে বাজেট ২০২২-২৩

আয়ের পথ ছাড়াই বেশি ব্যয়ের বাজেট

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের চতুর্থ বাজেটটি বেশ বড়ই হচ্ছে। এটি হতে পারে ৬ লাখ ৭৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট। আগামী ৯ জুন এ বাজেট ঘোষণা করবেন অর্থমন্ত্রী। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আর অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আ হ ম মুস্তফা কামালের চতুর্থ বাজেট এটি। ২০১৯ সালের জুনে তিনি তাঁর প্রথম বাজেট দিয়েছিলেন। এরপরের দুই বছর বাজেট দিতে হয়েছিল দেশজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপ মাথায় নিয়ে। করোনা এখনো যায়নি, একটু দুর্বল হয়েছে। তাই করোনা নিয়ে অর্থমন্ত্রীর দুশ্চিন্তাও অনেক কম।

অর্থমন্ত্রীর বড় চিন্তা অবশ্য আয় নিয়ে। বছর ঘুরলেই বাজেট বড় হচ্ছে, ব্যয় বাড়ছে। কিন্তু পাল্লা দিয়ে আয় বাড়ছে না। আয় বৃদ্ধির নতুন কোনো উদ্ভাবনও নেই তাঁর মন্ত্রণালয়ের কারও। অপচয় এবং অপরিকল্পিত ব্যয় কমানোরও কোনো উদ্যোগ নেই। সামনে যেহেতু নির্বাচন, ফলে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটটি এক হিসাবে জনতুষ্টিমূলক বাজেট হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এটিও একটি গতানুগতিক বাজেটই হচ্ছে বলে অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল গত ২৮ এপ্রিল বলেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বাজেট করতে যাচ্ছেন। যত কিছুই হোক না কেন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর কৌশল থাকবে এবং এতে সফল হবেন বলে তিনি আশাবাদী। 'যত কিছু' বলতে দুই বছরের বেশি সময় ধরে করোনার আঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ, বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

১০০ পৃষ্ঠার বেশি বাজেট বক্তৃতাটির প্রতিবছরই একটি শিরোনাম দেন অর্থমন্ত্রী। চলতি অর্থবছরের জন্য ছিল 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ'। আগামী অর্থবছরের জন্য 'সবকিছুর পরও এগোচ্ছি আমরা' জাতীয় শিরোনাম থাকতে পারে বলে ধারণা দেন অর্থমন্ত্রী।

আড়াই লাখ কোটি টাকা ঘাটতি

ঈদের দুই সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত আর্থিক, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত সমন্বয় কাউন্সিল ও সম্পদ কমিটির বৈঠকের তথ্য এবং বাজেট প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী বাজেটে ঘাটতি থাকতে পারে প্রায় ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছিল ২ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে আগামী অর্থবছরে ঘাটতি বাড়বে ২৮ হাজার কোটি টাকা। দেশীয় উৎস ও বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে এ ঘাটতি মেটানো হবে। দেশীয় উৎসের মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ এবং সঞ্চয়পত্র বিক্রিই প্রধান।

এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, ঋণ নিয়ে হলেও ব্যয় করতে হবে। ব্যয় করলেই অর্থের চলাচল হয় এবং অর্থনীতি সচল থাকে।

মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য ৫.৫%

আগামী অর্থবছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ধরা হচ্ছে বলে জানা গেছে। চলতি অর্থবছরে যা ধরা হয়েছিল ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। বছর শেষ হলে প্রকৃতপক্ষে কত দাঁড়াবে, তা বোঝা যাবে। এরই মধ্যে বাড়তি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, গত মার্চ মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক ২২ শতাংশ, যা ১৭ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'কী করব? জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা–বিশ্বের এসব উন্নত দেশেও মূল্যস্ফীতি বাড়তি। সারা বিশ্বেই এই প্রবণতা। আমরা নিজেদের মতো করে ব্যবস্থাপনা করব। নিত্যপণ্য আমদানির সুযোগ তৈরি করব এবং বিলাসদ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহিত করব।'



এনবিআরের জন্য বাড়তি লক্ষ্য

আগামী অর্থবছরে মোট আয় ধরা হতে পারে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে আয় ধরা হয়েছিল ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে মোট আয় বাড়িয়ে ধরা হচ্ছে ৪৪ হাজার কোটি টাকা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে, মোট আয়ের মধ্যে এনবিআরকে ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হচ্ছে আগামী অর্থবছরে। চলতি অর্থবছরে এনবিআরকে ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। আগের অর্থবছরেও একই লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল সংস্থাটিকে। সে হিসাবে এনবিআরের আদায় লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে ৪০ হাজার কোটি টাকা।

ব্যয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয় যে তেমন বাড়ানো যাচ্ছে না–এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল বলেন, এনবিআরের যথেষ্ট আদায় সক্ষমতার বিষয়টির আরও সময় লাগবে। বিভিন্ন কারণেই কাজটি হয়নি। তবে সংস্থাটির এবারের আদায় প্রবৃদ্ধি ভালো। এ হার ১৪ শতাংশ।

নতুন এডিপি চূড়ান্ত

আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার হতে পারে ২ লাখ ৪৬ হাজার ২০৭ কোটি টাকা। এটা ধরেই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় নতুন এডিপি তৈরি করছে। ভালো দিক যে আগামী অর্থবছরে পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য আর বরাদ্দ লাগবে না। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় নতুন এডিপি অনুমোদিত হতে পারে। আগামী এডিপিতে দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ধরা হয়েছে ৯৩ হাজার কোটি টাকা। বাকি অর্থায়ন হবে দেশীয় উৎস থেকে।

চলতি অর্থবছরে মূল এডিপির আকার ছিল ২ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা থাকলেও সংশোধন করে তা ২ লাখ ১৭ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা করা হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ৯ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে ৪৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ের বাস্তবায়ন ছিল ৪১ দশমিক ৯২ শতাংশ।

ভর্তুকির চাপ

আগামী অর্থবছরে বিদ্যুৎ ভর্তুকি ১৮ হাজার কোটি, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি মূল্য পরিশোধ ও প্রণোদনা প্যাকেজের সুদ ভর্তুকি ১৭ হাজার ৩০০ কোটি, খাদ্য ভর্তুকি ৬ হাজার ৭৪৫ কোটি এবং কৃষি প্রণোদনা বাবদ ১৫ হাজার কোটি টাকা রাখা হতে পারে। বিদ্যুৎ, সার ও গ্যাসের মূল্য সমন্বয় করা না হলে অর্থাৎ এগুলোর দাম না বাড়ালে এ পরিমাণ ভর্তুকি লাগবে।

সরকার কৃষকদের সার, বিদ্যুৎ, কৃষি উপকরণ ও উন্নতমানের বীজ কেনাবাবদ ভর্তুকি দেয়। আর প্রণোদনা বেশি দেওয়া হয় পাট ও পোশাক রপ্তানি খাতে। নগদ ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ইত্যাদি সংস্থাকে।

এলএনজি খাতে ভর্তুকির বিষয়ে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, প্রকৃত দামের চেয়ে কম দামে এলএনজি বিক্রি করতে হবে বলে এ ভর্তুকি লাগবে। সরকার হিসাব করে দেখেছে, যে দামে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে, সেই দামে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কাছে বিক্রি করলে তাঁদের পণ্য উৎপাদন খরচ বেশি পড়বে। তাই গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই সরকার এখানে ভর্তুকি দিতে যাচ্ছে।

বেসরকারি খাত থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে বিক্রি করার জন্য পিডিবিকে ঋণ দেয় সরকার। ফলে বিপিসি ও পিডিবিকে দেওয়া ঋণও একধরনের ভর্তুকিই। কারণ, এসব ঋণ সরকার ফেরত পায় না এবং পরে পুরো ঋণই ভর্তুকিতে রূপান্তরিত হয়।

সামগ্রিক বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, এবার অর্থমন্ত্রীর সামনে দুই ধরনের নতুন চ্যালেঞ্জ আছে। প্রথমত, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যে বড় ঘাটতিতে পড়েছে। চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকায় মুদ্রা বিনিময় হারে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এটা সামাল দিতে বাজেটে উদ্যোগ থাকতে হবে। অতি সম্প্রসারণমূলক বাজেট দিলে প্রকল্প খরচ বাড়বে, আমদানি খরচও বাড়বে। তাই সব চিন্তা করে নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল-গ্যাস, সারসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম বেশি, যা শিগগিরই কমবে বলে মনে হয় না। এতে সরকারের ভর্তুকি আরও বাড়বে। আবার মূল্যস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে।

জাহিদ হোসেন আরও বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্ বাজেট আলোচনায় সবাই শুধু কর ছাড় চেয়েছেন। অর্থমন্ত্রীকে এই ব্যবসায়ী শ্রেণিকেও খুশি করতে হবে। ফলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জায়গা সীমিত থাকবে। রাজস্ব আয় বাড়াতে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য বড় সংস্কার দরকার। কিন্তু করদাতার সংখ্যা কিংবা মূসকের ভিত্তি এক দিনে বাড়ানো সম্ভব নয়। কর ভিত্তি বাড়ানোর জন্য সংস্কারে এনবিআর অনেক পিছিয়ে আছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্বন্ধীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন

সৈয়দা আশরাফিজ জাহারীয়া

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার হার আতঙ্কজনক। বাইরে তো বটেই, নারীদের একটা বড় অংশই পারিবারিক পরিসরে তাদের ঘনিষ্ঠজন কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে আছে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতন। নারী নির্যাতন যে একটি গুরুতর অপরাধ- এ ব্যাপারে অনেক পুরুষেরই তেমন ধারণা নেই। এমনকি অনেক নারীরও নেই। স্বামীর হাতে মার খাওয়াকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেন অনেক নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাল্টিপল ইন্ডিকেটর সার্ভে ২০১৯-এ উঠে এসেছে, প্রতি চারজন বিবাহিত নারীর একজন স্বামীর হাতে মার খাওয়াকে যৌক্তিক বলে মনে করেন। অর্থাৎ নারীদের একটা বড় অংশের মধ্যেও পুরুষের অপরাধকে যৌক্তিক বলে মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফল পারিবারিক নির্যাতন, ধর্ষণ, শ্বাপদসংকুল পথঘাট এবং কর্মক্ষেত্র। ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপদ নয় নারী। এই প্রেক্ষাপটে ইউএস-এআইডি এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সৌহার্দ্য-৩ প্রকল্প এলাকার ভেতর ও বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রচারণা পরিচালিত হয়। ২০২০ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কেয়ার বাংলাদেশ ও দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি দৈনিকের যৌথ উদ্যোগে এই সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন শুরু হয় ৬আমাকে দিয়েই শেষ হোক্ শীর্ষক এই প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল ফেসবুক, টুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে অনলাইন আলোচনা, বিতর্ক ও বিশ্লেষণ পরিচালনা করা এবং নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনের ব্যাপারে এই প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণ সম্পর্কে জানা। সাধারণত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা খুব দ্রুত নিউজফিড স্ক্রল করেন এবং ছোট ছোট ভিজ্যুয়াল কনটেন্টই তারা বেশি দেখেন। এই ক্যাম্পেইনে প্রচলিত জেন্ডার ক্ষমতা কাঠামোবিষয়ক ভিজ্যুয়াল কনটেন্টগুলোতে তরুণ ব্যবহারকারীরা বেশি সাড়া দিয়েছেন।

করোনাভাইরাস মহামারির লকডাউনের সময় পুরুষদের ঘরে অবস্থানের সময় বেড়েছিল। পাশাপাশি বেড়েছিল নারীর ওপর ঘরের কাজের চাপ এবং সহিংসতাও। পরিবারের সবাই মিলে ঘরের কাজগুলো করলে নারীরা কিছুটা অবসর পান। এতে পারিবারিক বন্ধনও দৃঢ় হয়। এই বিষয়টি নিয়ে৬এই লকডাউনে আমি (পুরুষ) কীভাবে অংশগ্রহণ করছি শীর্ষক একটি ফটো কনটেস্টের আয়োজন করা হয়েছিল ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে। কনটেস্টে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরুষ বিশেষত কিশোররা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের ছবি পাঠিয়েছেন। নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ক্যাম্পেইনের আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে। একদম উন্মুক্ত স্পেস হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের বিষয় নিয়ে ক্যাম্পেইনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। যেমন, ইতিবাচক মানসিকতার পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া, সংবেদনশীল বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নেওয়া, হবু স্বামী বা কিশোর উপযোগী কনটেন্ট তৈরি এবং নিয়মিত আলোচনার জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি পুরুষের মানসিকতা আর আচরণগত পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতা প্রয়োজন। নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তনও প্রয়োজন। এ ধরনের সামাজিক পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তবে এ প্রক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যাম্পেইন বা প্রচারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করতে নিম্নেক্তমাক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা দরকার :সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মতামতে দ্রুত সাড়া দেওয়া; নারীর অবসর সময়ের ম্যাপিং করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো; অফলাইন নেটওয়ার্ক বাড়ানো বিশেষ করে যেখানে ইন্টারনেট সুবিধা নেই; প্রান্তিক এলাকাগুলোতে বিভিন্ন উপায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য প্রচার করা।

লেখক: প্রধান অ্যাডভাইজার, নারীর ক্ষমতায়ন, কেয়ার বাংলাদেশ

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare

Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর .ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package


WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ফ্রাউন্ড, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে অবনতি কেন

ঢাকা ডেস্ক: বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় ১০ ধাপ পিছিয়েছে। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে গত ৪ মে মঙ্গলবার রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) চলতি বছরের এই সূচক প্রকাশ করে। সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম (স্কোর ৩৬ দশমিক ৬৩)। সূচকে সবার শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে।

২০২১ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫২তম। আর ২০২০ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫১তম। অর্থাৎ গত দুই বছরের সূচকেও বাংলাদেশের এক ধাপ করে অবনতি হয়েছিল। আর অবনতির জন্য বিদ্যমান আইন কাঠামোকে দায়ী করছেন দেশের গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ বিশিষ্টজন।

তাদের মতে, গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কিছু আইন রয়েছে, যা নানাভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করছে। সাংবাদিক, সোর্স, হুইসেল ব্লোয়ারসহ গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তার বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত। এসব বিষয়ে কোনো আইন নেই। আবার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট, মানহানিসহ সংশ্লিষ্ট যেসব আইন রয়েছে, তাও সমন্বিত নয়। নানাবিধ আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে সব সরকারের আমলেই সাংবাদিকদের হয়রানি করা হচ্ছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সংস্কার হওয়া প্রয়োজন।

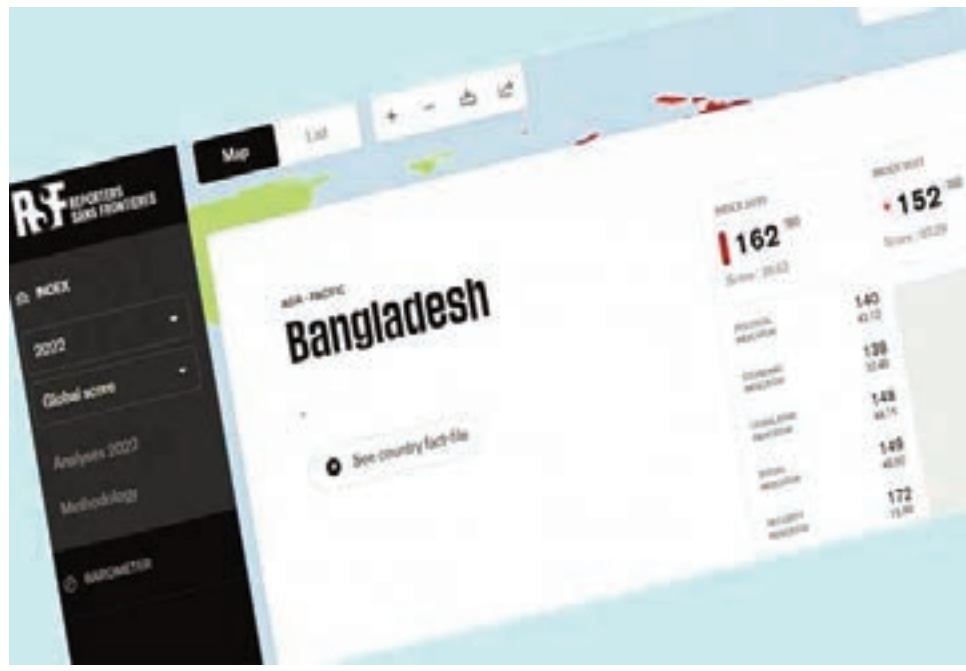
জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, 'সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যদি চায়, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংস্কারের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। এই আইনের যাতে অপপ্রয়োগ না হয়, সেদিকেও আমরা সচেষ্ট রয়েছি।'

তবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সূচক নিয়ে 'আরএসএফ'-এর প্রতিবেদন বিদ্বেষপ্রসূত ও অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছে, সেসব সূত্র থেকে আরএসএফ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। নিজেরাও বাংলাদেশের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে যে রিপোর্ট দেয়, সেটির কোনো মূল্য নেই।

অবশ্য আরএসএফের প্রতিবেদনকে এড়িয়ে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মনজুরুল আহসান বুলবুল। তিনি বলেন, 'প্রতিবেদনটি দেশের জন্য লজ্জাজনক, দুঃখজনক। আমরা গণমাধ্যম সূচকে ১০ ধাপ পিছিয়েছি। কিন্তু এখন এটাকে প্রত্যাখ্যান করলাম বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এই প্রতিবেদনের মধ্যে অনেক বিশ্লেষণ আছে। সেটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এর জন্য শুধু সরকার দায়ী নয়; রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বাইরে যেসব শক্তি আছে, সেসবও দায়ী। এগুলোকে চিহ্নিত করে সূচকের উন্নতির জন্য যার যা দায়িত্ব, তা পালন করতে হবে।'

প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, প্রতিবেদনে যে চারটি মানদন্ডের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সূচকের অবনতি দেখানো হয়েছে, সেগুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। দেখা যায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রধানত এই অবনতির জন্য দায়ী। রাজনৈতিক সূচকের অবনতি ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। সব সরকারের আমলেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও দলীয় অঙ্গসংগঠন-সমর্থকরা গণমাধ্যমের ওপর চড়াও হয় নানাভাবে। সেটি বর্তমান সরকারের সময়েও হয়েছে।

অর্থনৈতিক সূচকের মধ্যে ইতিবাচক কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ভালো হওয়ার জন্য ধনিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অনেকেই গণমাধ্যমের মালিক হয়েছেন। এখন তারা গণমাধ্যমগুলোকে নিজেদের প্রভাবের জন্য এবং মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন। মালিকরা নানাভাবে সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেন এবং যার প্রভাব গণমাধ্যমগুলোর সম্পাদকীয় নীতিমালার মধ্যে পড়ে। তাই প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে রাষ্ট্র দায়ী নয়। রাষ্ট্রের বাইরে শক্তি, অর্থাৎ মালিকের স্বার্থগত বিষয় কাজ করেছে।



তৃতীয় মানদন্ড অর্থাৎ সামাজিক সূচকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু যারা, তাদের নিয়ে ভালো, অর্থাৎ মৌলিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না। এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, এটি ঢালাওভাবে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে যথেষ্ট ভালো প্রতিবেদন করা হয়। প্রতিবেদনে সোশ্যাল মিডিয়া, অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি বড় অংশ জঙ্গি-জিহাদিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটিও রাষ্ট্রীয় শক্তির কোনো দোষ নয়। তবে অদক্ষতাবশত রাষ্ট্র এটিকে মোকাবিলা করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, 'চতুর্থ মানদন্ড হলো আইনি সূচক, সেটি হলো ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট। এই আইনের আওতায় গত ২৬ মাসে প্রায় ৯০০ মামলা হয়েছে। তার মধ্যে ১৪ ভাগ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। অধিকাংশ মামলাই করেছে সরকারদলীয় সমর্থকরা। কাজেই এ আইনের অপপ্রয়োগের ফলে সাংবাদিকরা নিগৃহীত হচ্ছেন। এখন এই চারটি সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকার ও সরকারি দল, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বাইরের শক্তি সবই সূচকের অবনতির জন্য দায়ী। এ জন্য সরকার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল যার যা দায়িত্ব- তা পালন করতে হবে। তাহলেই এর থেকে আমাদের পরিত্রাণ হতে পারে।'

বিশিষ্ট আইনজীবী ড. শাহ্ দীন মালিক বলেন, 'সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সার্বিকভাবে আরও ক্ষুণ্ন হয়েছে। ১৮০টি দেশের মধ্যে আমাদের ১৬২তম অবস্থান অত্যন্ত লজ্জাস্কর। আরও ধ্রুব সত্য, বিশ্বে দু-তিনটি দেশ ছাড়া (চীন-সিঙ্গাপুর) গণমাধ্যমকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে কোনো দেশেরই উন্নয়ন হয়নি। গত কয়েক দশকে অন্তত শখানেক দেশ গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে; কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে দেশগুলো ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমাদের গণমাধ্যমকে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি নির্ভর উন্নয়ন প্রচেষ্টাও সফল হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন গণমাধ্যমসহ যে কোনো মতপ্রকাশের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরা সরকারের একটি মোক্ষম অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। যত দিন এই অস্ত্রের ব্যবহার থাকবে, তত দিন বিশ্বের বাকস্বাধীনতার সূচকে আমরা তলানিতেই থেকে যাব।'

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, 'সার্বিকভাবে গণমাধ্যম সূচকের নিম্নদিকে যাওয়ার প্রধানতম কারণ হচ্ছে আমাদের আইন কাঠামো। যদিও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তবে আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা প্রকট। নতুন নতুন আইন হচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক যেসব মানদন্ড আছে, যার ভিত্তিতে এসব সূচক করা হয়, সেখানে অনেক ধরনের ফ্যাক্টর আছে; যার সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে আমাদের আইনি কাঠামোতে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এরই মধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। গণমাধ্যমকর্মী আইন যেটা করা হচ্ছে, সেটার মাধ্যমে গণমাধ্যমকর্মীদের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে গণমাধ্যম ও কর্মরত কর্মীদের আরও বেশি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে নিয়ে আসা হচ্ছে। তা ছাড়া বিদ্যমান আইনের প্রয়োগেও সমস্যা রয়েছে।'

তার মতে, আমাদের আইনি কাঠামোটা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ব্যাহত করছে। আমাদের সমন্বিত কোনো আইন নেই। বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কর্মক্ষেত্রে আরও সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ জন্যই সূচকের অবনতি হয়েছে।

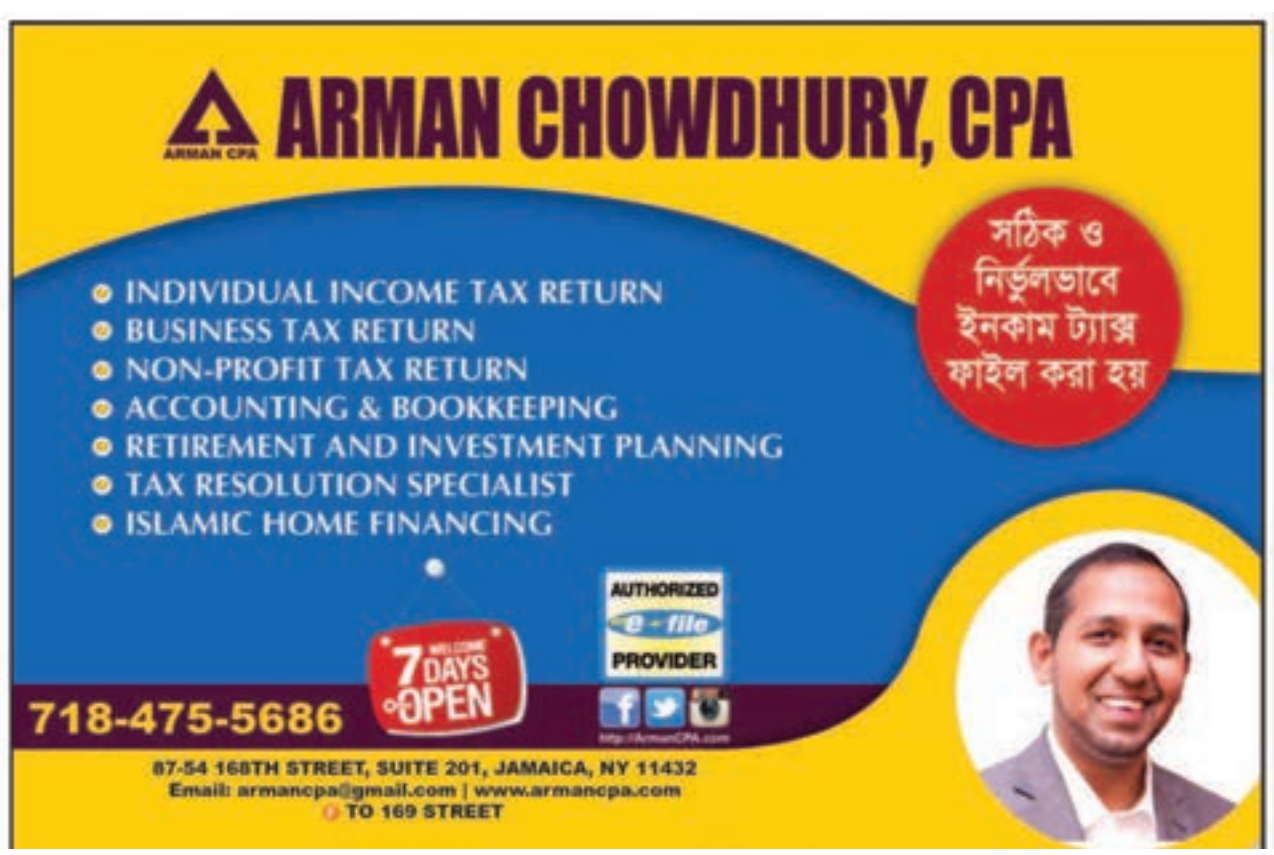
পরিত্রাণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট এই গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব বলেন, কিছু কিছু আইন বাতিল করা দরকার। কারণ, আমাদের আইনগুলো সব সময় গণমাধ্যমের কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু আইনগুলো হওয়া দরকার গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করার জন্য। গণমাধ্যম যাতে সঠিকভাবে তার কার্যসম্পাদন করতে পারে, সে জন্য আইনের মাধ্যমে সাংবাদিক, সোর্স, হুইসেল ব্লোয়ারদের প্রটেকশন নিশ্চিত করা দরকার। বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে এ রকম আইন আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের সাপোর্টিভ কোনো আইনই নেই। এখনও অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট কার্যকর রয়েছে। যদিও তথ্য অধিকার আইনে বলা আছে, যেখানে এই দুটি আইনের মধ্যে সাংঘর্ষিক হবে, সেখানে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হবে। কিন্তু উল্টোটাও প্রয়োগ হচ্ছে। সাংবাদিকদের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। এ জন্য আইনি কাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কর্মপরিবেশে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক বলেন, 'গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর সমন্বিত সংস্কার প্রয়োজন। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সহনশীলতার ঘাটতি এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাও প্রকট। এ কারণে সাংবাদিকরা অনিশ্চয়তায় ভোগেন। সার্বিকভাবে এসবেরই প্রতিফলন ঘটেছে আরএসএফের প্রতিবেদনে।'

একনজরে আরএসএফের প্রতিবেদন: এবারের সূচকে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মিয়ানমার ছাড়া বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে। সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে ভারত (১৫০), পাকিস্তান (১৫৭), শ্রীলঙ্কা (১৪৬), আফগানিস্তান (১৫৬), নেপাল (৭৬), মালদ্বীপ (৮৭), ভুটান (৩৩)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে, তার ভিত্তিতে ২০০২ সাল থেকে আরএসএফ এই সূচক প্রকাশ করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে এই সূচকে বাংলাদেশ আছে। ২০২২ সালে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে একজন সাংবাদিক নিহত ও তিনজন কারাবন্দি বলে আরএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

সূচক অনুযায়ী, বিশ্বে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে উত্তর কোরিয়া ১৮০তম (স্কোর ১৩ দশমিক ৯২)। খারাপের দিক দিয়ে দ্বিতীয় ইরিত্রিয়া, তৃতীয় ইরান, চতুর্থ তুর্কমেনিস্তান, পঞ্চম মিয়ানমার, ষষ্ঠ চীন, সপ্তম ভিয়েতনাম, অষ্টম কিউবা, নবম ইরাক ও দশম অবস্থানে রয়েছে সিরিয়া। সূচকে রাশিয়ার অবস্থান ১৫৫তম। আর সবচেয়ে বেশি সংবাদমাধ্যমে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দেশগুলোর মধ্যে নরওয়ের (স্কোর ৯২ দশমিক ৬৫); পরে রয়েছে ডেনমার্ক, সুইডেন, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, কোস্টারিকা, লিথুয়ানিয়া ও লিচেনস্টাইন।







পাঁচ মেয়ে নিয়ে টিভি অনুষ্ঠানে আফ্রিদি, জানা গেল মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন শখের কথা

স্পোর্টস ডেস্ক: প্রথম বারের মতো পাঁচ মেয়েকে নিয়ে একটি টিভি অনুষ্ঠানে হাজির হলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ খান আফ্রিদি। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশটির সামা টিভির 'গেম সেট ম্যাচ' অনুষ্ঠানে হাজির হন তারা। এ অনুষ্ঠানে আফ্রিদির মেয়েরা মুখ খুলে অনেক কিছুই জানালেন বাবার ভক্তদের।

সামা টিভির অনুষ্ঠানে আফ্রিদির স্ত্রীর উপস্থিতির কথা থাকলেও তিনি ছিলেন না, তবে স্টুডিওতে তাদের সাথে ছিলেন আফ্রিদির এক ভাতিজি। পাঁচ মেয়েকে একসাথে নিয়ে বুমবুম আফ্রিদি এই প্রথম কোনো টিভি অনুষ্ঠানে। যদিও এর আগে অল্প সময়ের জন্য এক কিংবা দুই মেয়েকে নিয়ে টিভিতে হাজির হওয়ার নজীর তার রয়েছে।

তার পাঁচ মেয়ের বড়জন হলো- আকসা। গত বছর বর্তমান পাকিস্তান জাতীয় দলের অন্যতম সেরা পেসার শাহিন আফ্রিদির সাথে বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। আর সব থেকে ছোট মেয়েটির বয়স মাত্র দুই বছর। যার জন্ম ২০২০ সালের মে মাসে। মেয়েদের নাম হলো- আকসা, আনশা, আরওয়াহ, আজওয়াহ ও আসমারা।

আফ্রিদি ২০০০ সালে নাদিয়া শহিদকে বিয়ে করেন। তাদের কোল আলোকিত করেই এই পাঁচ মেয়ে।

অনুষ্ঠানে মেয়েরা জানায়, তাদের বাবা সবসময় তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখেন। তারা যখন-ই বাবার কাছে কিছুর আবদার করেন, তখন-ই তিনি তাদের আবদার মেটান। তবে মেয়েদের অভিযোগ, রীতি অনুযায়ী তাদের বাবা তাদের 'ঈদী' দেন না; বরং তাদের চাহিদা মতো টাকা দেন তাদের।

শহিদ আফ্রিদি জানান, তার মেয়েদের মধ্যে আকসাটাই ক্রিকেট একটু বেশি পছন্দ করে এবং ক্রিকেট নিয়ে গবেষণাও করে। বাকি মেয়েদের ক্রিকেটের প্রতি বিশেষ ধ্যান-জ্ঞান নেই।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আফ্রিদির ছোট মেয়ে বাবাকে অনুকরণ করে দেখায়। বিশেষত যখন তার বাবা উইকেট পান, তখন কী স্টাইল করেন, সেটাই দেখিয়েছে আসমারা।

তবে তার চতুর্থ মেয়েকে একটু বেশিই হৃদয়বান মনে হলো। কেননা, সে যে ঈদী পায়, তা দিয়ে দেয় তার অন্য বোনদের। আফ্রিদির মেয়ে আকসা এক প্রশ্নের উত্তরে জানায়, তার ভ্রমণের বেশ শখ। সে নাকি দুবাইয়ে তার সারা জীবন-ই কাটিয়ে দিতে পারে। আরেক মেয়ে বলে, তার শখ তুরস্ক ভ্রমণের।

এক প্রশ্নের উত্তরে আফ্রিদি জানান, তার জানা নেই যে, তার স্ত্রী কিংবা তার মেয়ে শাহিন আফ্রিদিকে ঈদের বখশিশ পাঠিয়েছে কিনা, তবে তার ধারণা- তারা হয়ত খুব শিগগির ঈদী পাঠাবে কিংবা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সাবেক ক্রিকেটার বলেন, আজকালকার মেয়েরা খুব সচেতন। সব জিনিসই নিজেরাই করে ফেলে। তবে বাবা-মাকে বলে, তারা কিছুই বোঝে না।

প্রথম বারের মতো পাঁচ মেয়েকে নিয়ে টিভি অনুষ্ঠানে আফ্রিদিকে বেশ প্রাণবন্ত দেখা যায়। একইসাথে প্রিয় তারকাকে এভাবে দেখে তার ভক্তরাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আনন্দ প্রকাশ করছে।



ইংল্যান্ড যাচ্ছেন তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক: সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে কাঁধে চোট নিয়ে ফেরা তাসকিন উন্নত চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন ইংল্যান্ডে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ডানহাতি এই তারকা পেসার বলেন, শনিবার ইংল্যান্ড যাচ্ছি। ১০ মে ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। যতটুকু জানি, অস্ত্রোপচার লাগবে না। ইনজেকশন নিতে হতে পারে। ডাক্তার কী বলেন তার ওপর নির্ভর করবে কবেনাগাদ মাঠে ফিরতে পারব।

চোটের কারণে শ্রীলংকার বিপক্ষে চট্টগ্রাম ও ঢাকা টেস্টে খেলা হচ্ছে না দেশের গতিময় এই পেসারের। চট্টগ্রাম টেস্টে খেলা অনিশ্চিত তরুণ পেসার শরীফুল ইসলামেরও। তার খেলা নির্ভর করছে ফিটনেসের ওপর। এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন বলেন, যেহেতু তাসকিন দলে নেই, শরীফুলকে পাওয়া আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। তবে সে চোটাক্রান্ত। প্রথম টেস্টের দলে তাই তরুণ পেসার রেজাউর রহমানকে রাখা হয়েছে।

আসন্ন সিরিজকে সামনে রেখে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা রিপোর্ট করবেন ৮ মে। ওই দিন আসবে শ্রীলংকা দল। অনুশীলন শুরু ৯ মে। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ১৫ মে প্রথম এবং ২৩ মে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে।



সৌরভের বাড়িতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বললেন সৌরভ

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের মাখামাখি নতুন কিছু নয়। তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জী থেকে শুরু করে বিজেপির অমিত শাহ- সবার সঙ্গেই তার ভালো সম্পর্ক। বৃহস্পতিবার থেকে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন সৌরভ। পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে আজ সৌরভের বাড়িতে নৈশভোজ খেতে যাচ্ছেন দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

কিন্তু কেন এই নৈশভোজ? এর পেছনে রাজনৈতিক কারণ নেই তো?

সৌরভ কি তাহলে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন? গতকাল থেকেই এমন অনেক প্রশ্ন ঘুরছে সাধারণ মানুষের মনে। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিজের বাসায় নিমন্ত্রণ করা প্রসঙ্গে আজ সৌরভ গাঙ্গুলী ওপার বাংলার গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'উনি আসবেন। নৈশভোজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। সন্ধ্যায় আসবেন। অনেক কথাই তো রটে। উনার সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ। ২০০৮ সাল থেকে। খেলার সময়ও দেখা হতো। কিন্তু অতটা দেখা হতো না। কারণ আমি বাইরে বাইরে থাকতাম। এর বেশি কিছু নয়।'

এদিকে সৌরভের বাড়িতে অমিত শাহের যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি অমিত শাহকে দই, রসগোলা খাওয়াতে বলেছেন। এই বিষয়ে সৌরভ গাঙ্গুলী বলেন, 'দিদি বাঙালী। তাই বাঙালিরা যেভাবে মানুষকে আপ্যায়ন করেন, উনি সেইভাবেই বলেছেন। 'অমিত শাহকে কী কী খাওয়াবেন- এমন প্রশ্নে সৌরভ বলেন, 'আমি বাড়ি গিয়ে দেখব। উনি নিরামিষ খান। আমি ওনার ছেলের সঙ্গে কাজ করি। অনেকদিনের আলাপ।'

টি-টোয়েন্টির কারণে 'টেস্টের ভবিষ্যৎ' নিয়ে শঙ্কিত যুবরাজ

স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের আবির্ভাব পাল্টে দিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ার হিসাব-নিকাশ। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেরই একবাজারি সংস্করণ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। আইপিএল, বিপিএল আর বিগ ব্যাশের মতো টি-টোয়েন্টি লিগগুলোতে এখন টাকার ছড়াছড়ি।



টাকার মোহে পড়ে ক্রিকেটাররা এখন ক্রিকেটের আদি ফরম্যাট টেস্ট ক্রিকেট খেলতে আগ্রহী হচ্ছে না। মাত্র ৪০ ওভারের এক ম্যাচ খেলে তারা পেয়ে যাচ্ছেন অর্ধকোটি টাকার মতো। যে কারণে মাত্র ৫ লাখ টাকায় টানা পাঁচদিন ৯০ ওভার করে খেলতে নারাজ ক্রিকেটাররা। এতে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

রমরমা টি-টোয়েন্টির ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের কারণে টেস্টের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের সাবেক তারকা অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং।

ভারতের সাবেক তারকা এই ক্রিকেটার বলেন, তরুণ প্রজন্ম এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দেখতে ভালোবাসছে। যদি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে কেউ ৫০ লাখ টাকা পায় তাহলে সে কেন ৫ লাখ টাকার জন্য টানা পাঁচ দিনের ক্রিকেট খেলতে যাবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা না থাকা ক্রিকেটাররাও এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলে সাত থেকে ১০ কোটি টাকা পাচ্ছে। তাই তারা টেস্টের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টির দিকেই ঝুঁকছে।

সম্প্রতি এক টেলিভিশন শোতে অংশ নিয়ে যুবরাজ আরও বলেন, একটা টি-টোয়েন্টি খেলা দেখার পর ৫০ ওভারের খেলা দেখলে মনে হয় যেন টেস্ট দেখছি। এক দিনের ক্রিকেটে এক ইনিংস শেষ হতে যে সময় লাগে তার থেকে কম সময়ে টি-টোয়েন্টির একটা খেলা শেষ হয়ে যায়। তাই সবাই টি-টোয়েন্টি দেখতেই ভালোবাসছে।



ঈদের ছুটিতে সড়কে ঝরল ৬৬ প্রাণ

সাত জেলায় নারী শিশুসহ নিহত ২৯ জন



ঢাকা ডেস্ক: ঈদের ছুটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় সারা দেশে ৬৬ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গাজীপুর, পঞ্চগড়, কুমিল্লা, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীতে প্রাণ গেছে ২৯ জনের। রাজধানীতে তিন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চারজনের। আরও ১৯ জেলায় সড়কে ঝরেছে ৩৩ প্রাণ। এ ছাড়া চার দিনে সারা দেশে কয়েক'শ সড়ক দুর্ঘটনায় হাজারো ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর): কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর মাহেন্দ্র ও বাসের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- রেণু বেগম (৫০), মোহাম্মদ হোসেন (৪৫), সাথী বেগম (২১), জাকির হোসেন (২৮) ও অজ্ঞাত যুবক (২৫)।

পঞ্চগড়: পঞ্চগড় সদর ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। সদরে নিহতরা হলেন নতুন ইসলাম (১৮), মাহবুব শিশির (১৮) ও আবু বক্কর সিদ্দিক (১৯)। এরা ছিলেন বন্ধু, চলাফেরা করতেন এক সাথে। অপরদিকে দেবীগঞ্জে নিহত হয়েছে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইশাত (১৪)।

কুমিল্লা: কুমিল্লার চান্দিনা, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় পেট্রোবাংলার এক কর্মকর্তাসহ চারজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- পেট্রোবাংলার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ কার্যালয়ে কর্মরত মো. হেলাল উদ্দিন (৫০), চান্দিনার সোহেল মিয়া (৩৫), মুরাদনগরের নাজমা বেগম (৪৬) ও চৌদ্দগ্রামের রাশেদুল ইসলাম (৩০)।

টেকেরহাট (মাদারীপুর): রাজৈরে পৃথক দুর্ঘটনায় এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- ভ্যানচালক নুরনবী (২৮), ভ্যানযাত্রী আমির শেখ (৩৫) ও দুর্গাবন্দী গ্রামের প্রান্ত তপাদার (২৫) ও মোটরসাইকেল আরোহী এসএসসি পরীক্ষার্থী রোমান মিনা।

চট্টগ্রাম ও মীরসরাই: ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই উপজেলার বড়কমলদহ এলাকায় এনা পরিবহনের বাস উলটে তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। তারা হলেন-শান্ত আশ্চার্য্য (২৩), ফয়সাল (২২) ও মোস্তফা (৫৫)। এ ছাড়া পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার এক যাত্রী রনধীর বড়ুয়া নিহত হয়েছেন।

ফুলপুর ও ভালুকা (ময়মনসিংহ): ফুলপুর ও তারাকান্দায় এক নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। তারাকান্দার বাগুন্দায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন মাইক্রোবাসযাত্রী হনুফা বেগম (৫০) ও মাহমুদুল হাসান (৩০)। এছাড়া ফুলপুরে বাসের ধাক্কায় নিহত পথচারীর নাম রিতু মনি। অপর দিকে ভালুকায় শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন-সাগর (৮), অটোরিকশা চালক হারুন অর রশিদ (৪৫) ও স্কুলছাত্র পায়েল (১৭)।

বরিশাল ও গৌরনদী: বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় মাহিলাড়া ইউপির সাবেক সদস্য মোকতার হোসেন সরদার (৫৫) ও গৌরনদীর অশোকাঠি এলাকায় নাঈম বয়াতি (১৬) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে।

ঝালকাঠি ও নলছিটি: ঝালকাঠি জেলার নলছিটিতে নিহতরা হলেন মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু মো. নিরব (২৫) ও মো. লিমন (২০)।

ডিমলা (নীলফামারী): ইজিবাইকের ধাক্কায় ডোমারের সুমাইয়া (৪) ও অটো থেকে পড়ে চাপানি ইউনিয়নের তালতলায় সিফাত আহম্মেদ (৬) নিহত হয়।

গাইবান্ধা: গাইবান্ধা সদর উপজেলার দারিয়াপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত যুবকের নাম আহ-সান হাবীব (২২)। সদর উপজেলার দক্ষিণ গিদারী গ্রামের ফকিরটারী এলাকার আঞ্জু মিয়ার ছেলে।

মধুপুর (টাঙ্গাইল): ধনবাড়ীর চেরাভাঙা ব্রিজ পাড়ে ঈদের দিন মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত হয়েছে দুই কিশোর। তারা হলো রিপন (১৫) ও আল আমিন (১৫)। এ ছাড়া মধুপুরে মোটরসাইকেল চাপায় নিহত হন হাজেরা বেগম (৫৫)।

বাঘা (রাজশাহী): বাঘায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানচাপায় নিহত আড়াই বছরের শিশু সাজিন হোসেন পৌরসভার বাগসায়েস্তা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। এ ছাড়া গোদাগাড়ীতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত একটির চালক নাঈম হোসেন (২৩) পাহাড়পুর নামাজগ্রামের বাসিন্দা।

যশোর: চৌগাছার ইলিশমারী ও ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার মদনপুর সীমানায় সড়কের পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন শাহিনুর রহমান (২২) ও সাগর হোসেন (২১)।

শরণখোলা (বাগেরহাট): ঈদের আগের দিন সোমবার দুপুরে উপজেলার রাজাপুর গ্রামে গাছবোঝাই নছিমন উলটে মারা যান শ্রমিক রফিকুল ইসলাম (৩০)।

ধামরাই (ঢাকা) : ধামরাইয়ে বিআরটিসির বাসচাপায় নিহত তরুণ সিয়াম হোসেন (১৭) সাভারের আশুলিয়া থানার আউকপাড়া মো. আব্দুল হালিমের ছেলে। এ ছাড়া বাথুলি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৪০ বাসযাত্রী আহত হয়েছেন।

বড়াইগ্রাম (নাটোর): বড়াইগ্রামে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত মোটরসাইকেল আরোহী হৃদয় গায়েন (১৭) তিরাইল গ্রামের কোহিনুর গায়েনের ছেলে।

শেরপুর: নকলা-নালিতাবাড়ী মহাসড়কে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত আনোয়ারুল ইসলাম (২৫) নকলা উপজেলার উরফা ইউনিয়নের কৃষক শফিকুল ইসলামের ছেলে।

হবিগঞ্জ: ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলায় কাভার্ডভ্যানের চাপায় নিহত আজিজ মিয়ার (৪৫) বাড়ি উপজেলার পানিউমদা ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে।

কাউনিয়া (রংপুর): কাউনিয়ার গার্লস মোড় বাসস্টান্ডের কাছে আরকে রোডের কদমতলায় বাসের ধাক্কায় নিহত হন লাল মিয়া (৫১) নামের এক রাজমিস্ত্রি।

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) : চাঁদপুর-কুমিল্লা মহাসড়কের হাজীগঞ্জের গোগরা গ্রামে মায়ের হাত ধরে হাঁটার সময় বাসচাপায় নিহত হয়েছে শিশু ইলিমা আক্তার মিম (৭)।

জয়পুরহাট: সদর উপজেলায় পৃথক দুর্ঘটনায় গৃহবধূ মিতু আক্তার (২৭) ও দুই মোটরসাইকেল আরোহী মোসাদ্দেক হোসেন শিমুল (১৭) ও শান্ত (১৬) নিহত হয়েছেন।

ঈশ্বরদী (পাবনা) : ঈশ্বরদী উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের মহাসড়কে ট্রাক হেলপার ও মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। মোটরসাইকেল আরোহীর নাম মেহেদী হাসান বিজয় (২০)। ট্রাক হেলপারের পরিচয় মেলেনি।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর): ভাঙ্গা-মাওয়া-ঢাকা মহাসড়কের উবাম-নকান্দায় অজ্ঞাত নারী ও ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের পূর্বসদরদীতে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক মোহাম্মদ (৪৫) নিহত হন।

দিনাজপুর ও ফুলবাড়ী : নবাবগঞ্জ উপজেলায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেলিম হোসেন (১৮) ও ফুলবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানযাত্রী টেপা মিয়া (৫৪) নিহত হন।

নারায়ণগঞ্জ: আড়াইহাজারে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তারা হলেন লাদেন (২০) ও হৃদয় (২১)।

কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী): সদর উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নে পিকআপ-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে। তারা হলেন অটোরিকশার যাত্রী মো. সবুজ (৪৫) ও জোবায়দা আক্তার (৩৬)।



এবার প্যান্ডোরা পেপারসে এলো তিন বাংলাদেশীর নাম

ঢাকা ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জোট ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টসের (আইসিআইজে) প্রকাশ করা প্যান্ডোরা পেপারসে আরো তিন বাংলাদেশির নাম এসেছে। বাংলাদেশ সময় গত মঙ্গলবার রাতে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে দুই দফায় প্রকাশিত তথ্যে মোট আট বাংলাদেশীর নাম আসে। এই তিন বাংলাদেশী সম্পত্তি কেনাবেচা ও সম্পদ লুকানো, কর ও বিচারিক কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দেওয়াসহ নানা অনিয়মের জন্য আর্থিক গোপনীয়তার আশ্রয় নেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

করস্বর্গ হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের অফশোর কম্পানিতে বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অর্থ ও গোপন লেনদেনের তথ্য ফাঁস করা হয় প্যান্ডোরা পেপারসের নথিতে। তিন বাংলাদেশির মধ্যে এস হেদায়েত উল্লাহ ও এস রুমি সাই-ফুল্লাহ হংকংয়ের ট্রান্সগ্লোবাল কনসাল্টিংয়ে বিনিয়োগ করেছেন। আর শাহেদা বেগম শান্তি জাস লিমিটেড নামের একটি অফশোর কম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন।

আইসিআইজে জানায়, এস হেদায়েত উল্লাহ ও এস রুমি সাই-ফুল্লাহ বারিধারা ডিওএইচএসের নর্দার্ন রোডের একটি বাড়ির বাসিন্দা। আর শাহেদা বেগম শান্তি সিলেটের শাহজালাল এলাকায় থাকেন।

প্যান্ডোরা পেপারসের প্রথম পর্ব গত বছরের ৩ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় পর্ব ৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। ওই দুই পর্বে মোট আট বাংলাদেশির নাম ছিল। এবার গত মঙ্গলবার প্রকাশিত ৯ হাজারের বেশি অফশোর কম্পানি, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনের ফাঁস হওয়া নথিতে নাম এলো তিন বাংলাদেশির।

তবে নথি ফাঁসকারী সাংবাদিকরা বলেছেন, এটি নিশ্চিত করে বলা যায় না যে প্যান্ডোরা পেপারসে নাম থাকলেই কেউ কোনো বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তালিকায় আগে যে আট বাংলাদেশির নাম ছিল তাঁরা হলেন মোহাম্মদ ভাই, সাকিনা মিরালী, নিহাদ কবির, অনিতা রানী ভৌমিক, ইসলাম মঞ্জুরুল, ওয়াল্টার পোলাক, ড্যানিয়েল আর্নেস্টো ইউবাত্তি ও সায়েদুল হুদা চৌধুরী।

আইসিআইজে বলছে, তারা জনস্বার্থে এসব তথ্য প্রকাশ করছে। তারা মনে করে, সবাইকে বিনা মূল্যে এই তথ্য দেওয়া অফশোর অর্থনীতির কী পরিমাণ ক্ষতি করে তার ওপর আলোকপাত করতে সাহায্য করে।

প্যান্ডোরা পেপারস প্রকাশের পর গত অক্টোবরে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভিনদেশে অর্থ ও সম্পদ রাখতে চাওয়ার পেছনে কিছু বৈধ কারণও রয়েছে। এসব কারণের মধ্যে আছে অপরাধীদের আক্রমণ কিংবা অস্থিতিশীল সরকার থেকে সুরক্ষা। গোপনে অফশোর কম্পানির মালিকানা থাকা অবৈধ কিছু না হলেও অর্থ ও সম্পদ সরিয়ে নেওয়ার কাজে এ ধরনের গোপন কম্পানির ব্যবহার ভালো কিছু নয়; বরং তা অপরাধের প্রক্রিয়া গোপন রাখার একটি উপায়।



কেন ও কীভাবে পতন হয়েছিল প্রবল পরাক্রমশালী অটোমান সাম্রাজ্যের?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তুরস্কের একজন গোত্রপতির হাত ধরে বহু বছর ধরে যে বিশাল সাম্রাজ্যের জন্ম হয়েছিল, তার পতন হতে সময় লেগেছিল মাত্র কয়েক বছর।

একের পর এক যুদ্ধ দিয়ে যারা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ দখল করে নিয়েছিল, একটি মহাযুদ্ধ সেই সাম্রাজ্যকে কয়েক বছরের মধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

বিদেশি ভাষায় বা ইংরেজিতে অটোমান সাম্রাজ্য বলে বর্ণনা করা হলেও তুরস্কের ভাষায় সেই সাম্রাজ্যের নাম ওসমানী সাম্রাজ্য। তার দলের সদস্যদের বলা হতো ওসমানী। তুরস্কের ভাষায় ওথমান।

বর্তমান তুরস্কের আনাতোলিয়ার ছোট একটি এলাকা থেকে এই রাজত্বের শুরু হয়েছিল, পরবর্তীতে তা লাখ লাখ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তবে ছয়শ' বছর ধরে তৈরি হওয়া সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে।

অটোমান রাজত্বের শুরু

অটোমান সুলতানদের পূর্বপুরুষ তুরকিকরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার বাসিন্দা। তারা ছিলেন অনেকটা যাযাবর গোষ্ঠী। সেখান থেকে দশম শতকে তারা পার্সিয়া বা আধুনিক ইরানের ভেতর দিয়ে নিজেদের বসবাসের উপযোগী জমির সন্ধানে অভিবাসন শুরু করেন।

'ওসমান'স ড্রিম' বইয়ে গবেষক ও ইতিহাসবিদ ক্যারোলিন ফিঙ্কেল অটোমান সাম্রাজের প্রতিষ্ঠা থেকে পতন পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন।

একাদশ শতকের দিকে তারা আর্মেনিয়া এবং আনাতোলিয়ার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকেন। সেই সময় ওই এলাকা ছিল বাইজেন্টাইন রাজত্বের অধীনে। প্রাচীন রোমান সেই শাসকদের জৌলুশ ততদিনে কমতে শুরু করেছে।

ইতিহাসবিদদের তথ্যানুযায়ী, সেখানে একটি সালতানাত বা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেলজুক রাজবংশ। তাদের পক্ষে সীমান্ত এলাকায় লড়াই করে ভূমি বরাদ্দ পেয়েছিলেন এরকম একটি অভিবাসন গোত্রপতি কাইর গোত্রের প্রধান এরতুরুল, যা পরবর্তীতে অটোমান বেলিক নামে পরিচিতি পেয়েছে।

ইতিহাসবিদ স্যার এডওয়ার্ড শেফার্ড ক্রেসির 'হিস্টোরি অব দ্য অটোমান টার্কস, ফ্রম দ্য বিগেনিং অব দেয়ার এমপায়ার টু দ্য প্রেজেন্ট টাইম' বইতে সেই সময়কার ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

তুরস্কের ভাষায় বেলিক মানে ছোট ছোট অধিপতি, যারা নিজেদের গোত্র বা বিশেষ এলাকা শাসন করতেন। সেলজুক নিয়মে এসব বেলিক প্রধানদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দিতেন সুলতান। বদলে প্রয়োজনে তার পক্ষে যুদ্ধ করতে হতো। তবে তারা নিজেদের রীতিনীতি মেনে চলতে পারতো।

এরতুরুল থেকে ওসমান

সালতানাতের দূরবর্তী সীমান্ত এলাকায় হওয়ায় কাইর গোষ্ঠী সেই এলাকার পশ্চিম আনাতোলিয়ায় বসবাসকারী অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে মিলে একটি সামরিক শক্তি তৈরি করে।

মোঙ্গলদের হামলায় সেলজুক রাজত্বের অবসান হলে তাদের এলাকা বিভিন্ন বেলিক বা গোত্রপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। তারা মোঙ্গলদের কর দিয়ে নিজেদের এলাকা শাসন করতেন।

এরতুরুল-এর মৃত্যুর পর গোত্রপতি হন তার সন্তান প্রথম ওসমান। তার নামেই পরবর্তীতে ওসমানী রাজত্ব বা অটোমান এমপায়ারের জন্ম হয়। তার দলের লোকজনদের ডাকা হতো ওসমানী।

'ওসমান'স ড্রিম' বইয়ে ক্যারোলিন ফিঙ্কেল লিখেছেন, বাইজেন্টাইন সীমান্তের কাছাকাছি তার গোত্র বসবাস করলেও, ওসমানের কথা জানা যায় ১৩০১ সালে যখন তিনি প্রথম বাইজেন্টাইন একটি বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ওই যুদ্ধক্ষেত্র বাইজেন্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল থেকে দূর ছিল না।

এরপর থেকে তিনি ও তার উত্তরসূরিরা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু দেশ দখল করেন। এই সাম্রাজ্যের আওতায় ছিল আজকের তুরস্ক, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস, আলবেনিয়া, মিশর, মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন, সৌদি আরবের কিছু অংশ এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলের বড় একটি অংশ।

পরবর্তী ছয়শ' বছর অটোমান সাম্রাজ্য টিকে ছিল। এই সাম্রাজ্য তাদের সেরা সময় কাটিয়েছে সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট-এর আমলে।

পতনের পেছনে কী কারণ ছিল?

ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, ষোল শতক থেকেই অটোমান সাম্রাজ্যের জৌলুশ কমতে শুরু করে। তারা ১৬৮৩ সালে দ্বিতীয় দফা ভিয়েনা দখল করতে গিয়ে পরাজিত হলে সাম্রাজ্যের ক্ষমতার পতন শুরু হয়। এছাড়া আঠারো শতকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া এবং হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের তুলনায় তাদের সামরিক শক্তি কমে যায়। আর সেটার সমাপ্তি করে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অটোমান সাম্রাজ্যের আয়ের বড় একটি উৎস ছিল ভারত ও পূর্ব এশিয়া থেকে আসা মসলা ও সিল্ক বাণিজ্যের ওপর আরোপ করা কর।

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাইকেল এ রেনল্ড ও সেন্ট অ্যান্টনি কলেজের অধ্যাপক ইউজেন রোমানের মতে, অতিরিক্ত কৃষি নির্ভরতা, বহু জাতি-গোত্রের শাসন এলাকা, অশিক্ষা, অন্যান্য দেশের ষড়যন্ত্র পরাজয়ের বড় কারণ ছিল। বলকান দেশগুলোর বিদ্রোহে সহায়তা করে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া। সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য আর উত্তর এলাকায় অটোমান এলাকার দখলে কাজ করেছে ব্রিটেন ও ফ্রান্স।



কিন্তু ষোল শতকে যখন নিউওয়ার্ল্ড বা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার এবং ভারত-চীনের বাণিজ্যের নতুন নৌ পথ আবিষ্কার হয় অটোমানদের এলাকার ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়। সেই সঙ্গে পর্তুগাল, স্পেন, ব্রিটেন নৌ-শক্তিতে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অনেকগুলো এলাকা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ইউরোপের বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, মলদোভা, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো অটোমান শাসন থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। বেশ কিছু এলাকা রাশিয়ার কাছে হারায় অটোমানরা। অদক্ষ সুলতানদের ক্ষমতায় আসা, জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ায় সুলতানের ক্ষমতা কমতে থাকে। আঠারো শতকে অটোমান শাসনের বিরুদ্ধে একাধিক দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়। আর্মেনিয়া, গ্রিস, মিশর, আরব এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়। আর্মেনিয়া ও গ্রিসে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ তৈরি হয় অটোমানদের বিরুদ্ধে।

ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের উত্থান অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

যেভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল অটোমান সাম্রাজ্য

ইতিহাসে অটোমান সাম্রাজ্য বিলুপ্তির পেছনে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল আতাতুর্ক-এর নাম হয়তো বড় করে আসবে। কিন্তু প্রবল পরাক্রমশালী এই সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে ইয়াং টার্কদের ভূমিকা আর প্রথম মহাযুদ্ধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

পশ্চিমা দেশগুলোয় পড়াশোনা করে আসা তুরস্কের তরুণরা চাইছিলেন তুরস্কে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে। ইউরোপীয় অনেক দেশের মতো সুলতানের পদ হবে সাংবিধানিক, দেশ শাসন করা হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

তরুণ তুর্কি আন্দোলন ১৯০৮ সাল সাংবিধানিক রাজতন্ত্র মেনে নিতে সুলতানকে বাধ্য করে। তখন চেম্বার অব ডেপুটি'জ গঠন করা হয়, যারা ভোটে নির্বাচিত হতেন। কিন্তু তুরস্কের সালতানাতের বিদায়ের বড় ভূমিকা রাখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির সঙ্গে যোগ দেয়। ওই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখে তুরস্ক। কিন্তু মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর বেশ কিছু অপমানজনক শর্ত মেনে নিতে হয় তুরস্ককে।

'দ্য অটোমান পিপল অ্যান্ড দ্য এন্ড অব এমপায়ার' বইয়ে জাস্টিন ম্যাককার্থি উল্লেখ করেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাতে অংশ নেওয়ার চড়া মূল্য দিতে হয় তুরস্ককে।

ট্রিটি অব সেভরেস অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্য ভাগ হয়ে যায় ব্রিটেন আর ফ্রান্সে মধ্যে। ভূমধ্যসাগর উপকূল চলে যায় ইতালির হাতে, এজিয়ান সাগরের উপকূল যায় গ্রিসের দখলে, টার্কিশ প্রণালী দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক শক্তির হাতে। সেই সঙ্গে আর্মেনিয়ার বড় একটি অংশ স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃত পায়।

তুরস্কের জন্য অবমাননাকর এই চুক্তির কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তরুণ তুর্কিরা। তারা বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করতে শুরু করে।

সেই বিদ্রোহ দমনে তুর্কি জেনারেল মুস্তাফা কামালকে আনাতোলিয়ায় পাঠান সুলতান ষষ্ঠ মেহমেদ। কিন্তু সেখানে গিয়ে মুস্তাফা কামাল বরং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন নেতা হয়ে ওঠেন।

তুরস্কের স্বাধীনতা

আনাতোলিয়া নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য যখন গ্রিস বিশেষ একটি বাহিনী পাঠায়, তখন ১৯১৯ সালের মে মাসে শুরু হয় তুরস্কের স্বাধীনতার লড়াই।জনগণের সমন্বয়ে তারা একটি বাহিনী তৈরি করে, যারা এক সাথে গ্রিস, আর্মেনিয়া, ফ্রান্স আর ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। যৌথ বাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের অর্থ ও সামরিক সহায়তা দেয় রাশিয়া।

জাতীয়তাবাদীরা আঙ্কারায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি নামে পাল্টা সরকার তৈরি করে। জাতীয়তাবাদী বাহিনী গ্রিক, ফরাসিদের তুরস্ক থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু ব্রিটিশরা তখনও ইস্তানবুলের দখল ধরে রেখেছিল।

চেম্বার অব ডেপুটি'র সদস্যরা ১৯২০ সালের ২৮ জানুয়ারি গোপন সভায় মিলিত হয়। তারা ন্যাশনাল প্যাক্ট নামে এক সিদ্ধান্তে মুস্তাফা কামালকে চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার আগেই ব্রিটিশরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপর ইস্তাম্বুলে দমন পীড়ন অভিযান শুরু করে ব্রিটিশ বাহিনী।

তাদের পরামর্শে সুলতান ষষ্ঠ মেহমেদ পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। ফলে আবার তিনি একক ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। এবার তার ক্ষমতার নেপথ্য শক্তি ছিল ব্রিটিশ বাহিনী। কিন্তু আবার সর্বময় সুলতান হয়ে উঠলেও এবার তার ক্ষমতা ছিল শুধুমাত্র ইস্তাম্বুল কেন্দ্রিক। তুরস্কের বাকি অংশ ছিল জাতীয়তাবাদীদের দখলে।

আতাতুর্কের জিহাদ

যখন জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন সুলতান, তখন পাল্টা ব্যবস্থা নেন মুস্তাফা কামাল, যিনি পরবর্তীতে আতাতুর্ক নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তুরস্কের সব গভর্নর ও সামরিক বাহিনী কমান্ডারদের কাছে চিঠি পাঠান যেন গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠানো হয়। তিনি ইসলামিক বোর্ডের কাছে চিঠি লিখে জানান, তিনি সুলতানের জন্যই লড়াই করছেন, যিনি ইসলামের বর্তমান খলিফা। তিনি যৌথ বাহিনীর কাছ থেকে খলিফাকে উদ্ধার করে আনতে চান।

তিনি 'ধর্ম যুদ্ধে' নামার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল অ্যাসেম্বলির সভায় মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ককে স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা হয়।

'ওসমান'স ড্রিম' বইয়ে ক্যারোলিন ফিঙ্কেল লিখেছেন, ব্রিটিশদের সঙ্গে কয়েক দফা যুদ্ধের পর অবশেষে ১৯২২ সালের ১১ অক্টোবর আর্মিসটিস অব মুদানয়া স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে তুরস্কের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়।

এরপরই গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সামনে সালতানাত বাতিলের প্রস্তাব তুলে ধরেন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক। সেখানে বলা হয়, যেহেতু তিনি খলিফা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন, তাই খলিফার পদটি থাকবে, তবে কে খলিফা হবে, তা পার্লামেন্ট ঠিক করবে।

খিলাফতের বিলুপ্তি

১ নভেম্বর অটোমান সালতানাত বিলুপ্তির পক্ষে ভোট দেয় তুরস্কের পার্লামেন্ট। এর ১৭ দিন পর সুলতান মেহমেদ একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে মাল্টার উদ্দেশ্যে চলে যান। খলিফা হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য ও সাবেক সুলতানের কাজিন আবদুল মেসিদ।

তবে আরও একবছর ইস্তাম্বুল যৌথ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। ট্রিটি অব লুসানের পর ১৯২৩ সালের দোসরা অক্টোবর যৌথ বাহিনী ইস্তানবুল ছেড়ে চলে যায়।

দুই বছর পরে অটোমান খেলাফতও বিলুপ্ত করা হয়। সেই সময় ওসমানী রাজপরিবারের প্রায় ১২০ জন সদস্যের সবাইকে তুরস্ক থেকে বহিষ্কার করা হয়।



এন. মজুমদারের প্রেসিডেন্সিয়ালভলেন্টিয়ার

(শেষের পাতার পর)

এপ্রিল সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্বেচ্ছাসেবী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মোহাম্মদ মজুমদারকে প্রেসিডেন্সিয়াল ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২২ প্রদান করেছেন।

মোহাম্মদ এন. মজুমদার নিউইয়র্কস্থ টরো ল' স্কুল থেকে আইনে মাস্টার ডিগ্রীধারী, বোর্ড মেম্বার, ব্যবসায়ী। তিনি তার অবৈতনিক সেবার জন্য সবচেয়ে বেশি সুনামের অংশীদার। তিনি তার কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য, ল্যান্ড এন্ড জোনিং কমিটির চেয়ারম্যান, ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান এবং দুইবার ইন্টার্ণ চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১০ সাল থেকে প্রতি সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা করে বিগত ১২ বছরে তিনি বিনামূল্যে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার হিসেবে কাজ করে ৫ হাজার ঘন্টারও বেশী সময় দিয়েছেন বোর্ডকে। এছাড়া তিনি ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার নর্থ কন্ডোবোর্ড, মজুমদার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হিসেবে হাজারো ঘন্টা সময় দিয়েছেন কমিউনিটি সার্ভিসে।

মহামারী কোভিডকালীন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, মজুমদার ফাউন্ডেশনে স্কুল সামগ্রী বিতরণ ও উপহার সামগ্রী বিতরণ, ইন্টারফেইথ ইফতার, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রভৃতি জনহিতকর কাজ এন. মজুমদারের দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০৩ সাল থেকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রথা চালু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন কর্তৃক এন মজুমদার তার বিগত ৩২ বৎসরের কর্মজীবনের জনহিতকর কাজের জন্য এই 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পেলেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

কোটি পর্যটক সমাগম

আবুল কালাম

ঈদ ঘিরে দেশের সব পর্যটনকেন্দ্রে কোটি মানুষের সমাগম হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কক্সবাজার, সিলেট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, সুন্দরবন অন্যতম। তবে এসবের মধ্যে কক্সবাজার ও সিলেটে সবচেয়ে বেশি পর্যটক সমাগম হয়েছে। এতে হোটেল, রেস্তোরাঁসহ পর্যটনসংশ্লিষ্ট খাতে ব্যবসা হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার। অভ্যন্তরীণ পর্যটন ছাড়াও এবার ভ্রমণে দেশ ছড়েছেন কয়েক লাখ মানুষ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ ভারতে গেছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জানান, গত দুই বছর করোনার কারণে মানুষ প্রয়োজন ছাড়া পরিবার নিয়ে ঘুরতে বের হয়নি। এবার করোনা নিয়ন্ত্রণে আসায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কেটেছে। ফলে স্বজন নিয়ে ঘুরতে গেছেন মানুষ।

পর্যটন খাতে আশার আলো দেখছেন জানিয়ে তিনি বলেন, এবার সারা দেশে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে কমপক্ষে এক কোটি পর্যটকের সমাগম হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, কক্সবাজার, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, সুন্দরবন ও কুয়াকাটা। তিনি জানান, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে পর্যটন খাত বিগত লোকসান কাটিয়ে সম্ভাবনার দিকে এগোবে। কক্সবাজার হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিকদের সংগঠনের সমন্বিত মোর্চা ফেডারেশন অব ট্যুরিজম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম সিকদার গতকাল বলেন, ঈদের পরদিন থেকে এক সপ্তাহে তারা দশ লাখ পর্যটক সমাগমের আশা করছেন। গত ৫ মে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আশানুরূপ পর্যটক আসেননি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঈদ শেষে পর্যটক আসা মাত্র শুরু হয়েছে, ১০ মে পর্যন্ত আশানুরূপ পর্যটক এলে শতকোটি টাকার ব্যবসা হবে বলে তারা আশাবাদী।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ ও বিপণন) মো: জিয়াউল হক হাওলাদার গতকাল জানান, তাদের হিসাব মতে এবার ঈদে পর্যটন খাতে ব্যবসা হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। আর সারা দেশে পর্যটক সমাগম হয়েছে ১০ লাখ আর দেশের বাইরে গেছেন পাঁচ লাখ পর্যটক। এর মধ্যে কক্সবাজারে গেছেন প্রায় দুই লাখ। অন্যদিকে বাংলাদেশ আউটবাউন্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে বাইরে যাওয়া পর্যটকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পর্যটক গেছেন ভারতে। সংশ্লিষ্টদের মতে, খরচ কম হওয়ায় পছন্দের তালিকায় প্রথমেই আছে ভারত। এরপর নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দুবাই এবং তুরস্কেই বাংলাদেশীরা বেশি ভ্রমণ করেন।

বন অধিদফতরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের বন সংরক্ষক মিহির কুমার দে গতকাল জানান, এবার ঈদে খুব বেশি পর্যটক সুন্দরবন যাননি। খারাপ আবহাওয়ার কারণে সব মিলিয়ে পাঁচ হাজারের মতো হবে।

অন্যদিকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত সাগরকন্যা খ্যাত পটুয়াখালীর কুয়াকাটাও পর্যটকে কানায় কানায় পূর্ণ। কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জানান, কুয়াকাটায় প্রায় ১৫ হাজার পর্যটকের রাত্রিযাপনের ধারণক্ষমতা থাকলেও এখন সেখানে এর অধিক পর্যটক অবস্থান করছে। সিলেটে গতকাল থেকে পর্যটক যেতে শুরু করেছেন বলে সিলেট হোটেল ও গেস্ট হাউজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুমাত নূরী জুয়েল জানিয়েছেন। তিনি জানান, ঈদপরবর্তী এক সপ্তাহ প্রতিদিন লাখ পর্যটকের সমাগম হবে বলে তারা আশাবাদী। এতে প্রায় শত কোটি টাকার ব্যবসা হওয়ার কথা। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকায় ব্যবসায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তারা আশঙ্কা করছেন।

এদিকে পর্যটকদের পদচারণায় দীর্ঘদিন পর প্রাণ ফিরেছে বান্দরবানে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে অবকাশ যাপনে পর্যটকরা এখন ভিড় করছেন বান্দরবানের দর্শনীয় স্থানগুলোতে। সকাল থেকে পর্যটকরা চাঁদের গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে।

পিছিয়ে নেই পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি। ঈদের ছুটিতে সেখানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসেছেন পর্যটকরা। রাঙ্গামাটি শহরের সব পর্যটন স্পটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা। ঝুলন্ত সেতু, পলওয়েল পার্কসহ সব পর্যটন স্পট পর্যটকদের পদচারণায় সরগরম হয়ে উঠেছে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

বিরূপ প্রকৃতিতে উৎসবের ঈদ পালন

(২০ পাতার পর)

বিরূপ প্রকৃতির কারণে খোলা মাঠের পরিবর্তে কুইন্সের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) ভবনে ঈদুল ফিতরের চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টা, ৯টা, ১০টা ও ১১টায়। জেএমসিতে হাজার হাজার মুসল্লীর আগমন ঘটনায় ভবন ছাড়িয়ে মসজিদ সংলগ্ন জেএমসি ওয়ের উপর খোলা রাস্তায় সমবেত হয়ে মুসল্লীরা নামাজে অংশ নেন। এতে জ্যামাইকা মূলধারার নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার ব্যান্ড লিন্ডার ও পাবলিক এডভোকট জুমানী উইলিয়াম, কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী মেলিন্ডা ক্যাটস, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন ও সিটি কাউন্সিলওম্যান নাতাশা উইলিয়াম শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল ড. মো. মুনিরুল ইসলাম এখানে নামাজ আদায় করেন । জেএমসি'র প্রথম দুই জামাতে ইমামতি করেন যথাক্রমে জেএমসি'র ইমাম ও খতীব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ ও জেএমসির অন্যতম পরিচালক ইমাম শামসী আলী। উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেএমসি পরিচলনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান সহ অন্যন্য কর্মকর্তা। জেএমসি-তে ঈদের নামাজ শেষে উপস্থিত মুসল্লীদের মাঝে ডিএইচ হোমে কেয়ারের সৌজন্যে মিষ্টি খাবার বিতরণ করা হয়।

নিউইয়র্কের অপর দুটি বড় ইসলামিক সেন্টারের মধ্যে ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। আর ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টায়, সাড়ে ৯টায়। প্রথম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা জুবাইর রাশিদ। দ্বিতীয় জামায়াতে ইমামতি করেন মৌলভী নূরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ কমিটির সাবেক কর্মকর্তা শামসুদ্দিন মসজিদে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রথম জামাত নির্ধারিত সময়ের একটু পরে শুরু হয় বলে জানা যায়। নিউইয়র্কের অন্যতম পুরনো মসজিদ ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদ ভবনে দুটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৯টায় ও সকাল সাড়ে ৯টায়। এছাড়াও নিউইয়র্কের উল্লেযোগ্য মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারগুরোর মধ্যে জ্যামাইকার আরাফা মসজিদে ঈদের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টা, সকাল ৮টা, সকাল ৯টা ও সকাল ১০টায়।

জ্যামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে মসজিদ ভবনে ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় এক ঘন্টা পর পর যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৬টা, সাড়ে ৭টা, সাড়ে ৮টায়, সাড়ে ৯টা এবং সকাল সাড়ে ১০টায়।

জ্যামাইকার মসজিদ মিশন জামে মসজিদে (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) ঈদুল ফিতরের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় এক ঘন্টা পর পর যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও সকাল ১০টায়। এখানকার জামাতে ইমামতি করেন যথাক্রমে হাফেজ রফিকুল ইসলাম, মাওলানা মানজুরুল করিম, হাফেজ তানভির ও হাফেজ মাওলানা জাহিদুর রহমান।

জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদ ভবনে ঈদের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও ১০টায়।

মোহাম্মদী সেন্টার ও নিউইয়র্ক ঈদ গাঁ কমিটির উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় ঈদের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৯টা, ১০টা ও ১১টায়। এছাড়াও জ্যকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে খোলার রাস্তার উপর একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

উডসাইডের আবু হুরায়রা জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৭টায়, সোয়া ৮টায় এবং ৯টায়।

এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদের উদ্যোগে মসজিদ ভবনে ঈদের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা ও সকাল ৯টায়।

ব্রুকলীনের বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে মসজিদ ভবনেই ঈদুল ফিতরের ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৬টা থেকে শুরু করে আধা ঘন্টা পরপর।

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার জামে মসজিদে ৩টি জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টা, সকাল পৌনে ৯টায় এবং সকাল সাড়ে ৯টায়। প্রথম জামায়াতে ইমামতি করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া, দ্বিতীয় জামায়াতে ইমামতি করেন প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা একে আব্দুন নূর এবং তৃতীয় জামায়াতে ইমামতি করেন হাফিজ বদরুল আলম। প্রতিটি জামাতে মসজিদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. আহসান রাসুল নাসির, সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদ ও কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের বহুতল ভবণ তৈরীর লক্ষে মসজিদের জন্য ১.৫ মিলিয়ন ডলারের জায়গা ক্রয়ে সকলের আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেন। এখানকার নামাজে বাংলাবাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ গিয়াস উদ্দিন সহ করোনায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা হয়। নামাজ শেষে মুসল্লীদেও মিষ্টিমুখ করানো হয়।

নর্থ ব্রঙ্কস জামে মসজিদে ঈদের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামায়াতে ইমামতি করেন মাওলানা সৈয়দ জুবায়ের আহমেদ। দ্বিতীয় জামায়াতে ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম ও খতীব হাফিজ মুসাদ্দেক আহমেদ এবং তৃতীয় জামায়াতে ইমামতি করেন মাওলানা আতাউর রহমান। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ জামিন আলী।

এছাড়াও নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, উডসাইডের আবু হুরায়রা মসজিদ, ইষ্ট এলমহার্ষ্ট জামে মসজিদ এন্ড মুসলিম সেন্টার, বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার ইনক, এস্টোরিয়ার শাহজালার মসজিদ, গাওসিয়া মসজিদ, ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার, ব্রঙ্কস ইসলামিক কালচারাল সেন্টার মসজিদ বিলাল, শাহ জালাল দারুস সুন্নাহ, বাইতুল মামুর মসজিদ, ওজন পার্কের আল আমান মসজিদ, বাফেলো মুসলিম সেন্টার (বিএমসি) সহ বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, ম্যাসেচুসেটস, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, এরিজোনা, নিউ হ্যামশায়ার, রোড আইল্যান্ড, ওয়াশিংটন, ইলিনয়, মিনেসোটা, আলাবামা, কানসাস, লুইজিয়ানা সহ প্রভৃতি স্টেটে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ডেপুটি কমিশনার হলেন দিলীপ চৌহান

(শেষের পাতার পর)

তাকে মেয়র অফিসের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করে ট্রেড, ইনভেস্টমেন্ট এবং ইনোভেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত ১ মে তাকে এই নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে মেয়রের অফিসে তার টিমে একজন নেতৃস্থানীয় দক্ষিণ এশিয়ানকে যুক্ত করেন এবং এই পদে তিনি প্রথম সাউথ এশিয়ান। চৌহানের প্রাথমিক লক্ষ্য কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব থেকে ব্যবসা পুনরুদ্ধার করা এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে আকর্ষণ তৈরি করা ও বিনিয়োকারীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য কাজ করা।

দিলীপ চৌহান এক বিবৃতিতে মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নিউইয়র্ক সিটি, কূটনৈতিক কর্পস এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করায় তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটিকে একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে বিস্তৃত করতে কাজ করবেন।

তিনি বলেন, পাঁচটি বরোতে ব্যবসা এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে আকর্ষণ তৈরি করা এবং ধরে রাখার জন্য কাজ করব। নিউইয়র্কে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কনস্যুলেটের সাথে সম্পর্ক পরিচালনার মাধ্যমে জাতিসংঘ, স্থায়ী মিশন, বাণিজ্য কমিশন, সংখ্যালঘু ও মহিলা মালিকানাধীন ব্যবসায়িক উদ্যোগসহ শহরের উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মসূচি থেকে নিউইয়র্কবাসীর সুবিধা নিশ্চিত করবেন। এ ছাড়া তিনি স্মার্ট সিটিস, সিস্টার সিটিস চুক্তি, ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত উন্নয়ন এবং ক্রস-স্টেট আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক উন্নয়ন সম্পর্কিত অংশীদারত্ব জোরদার করার প্রতি মনোনিবেশ করবেন।

দিলীপ চৌহান ব্রুকলীন বরো প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়ক মেয়রের অফিসে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব ও এশিয়ান বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাহী পরিচালক হিসেবে তিনি ব্রুকলীনে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছিলেন।

এর আগে চৌহান ডেপুটি কন্ট্রোলার হিসেবে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টিতে সংখ্যালঘু বিষয়ক অফিসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই অফিসে থাকা প্রথম দক্ষিণ এশীয় তিনি। তিনি ছোট ব্যবসার জন্য বিভিন্ন বুট ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখেন। এ বিষয়ে প্রচার ও সচেতনতা তৈরিতে কাজ করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্থার সাথে দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত অংশীদারত্ব তৈরি করতে কাজ করেন।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাজি সেলিম আইন মেনেই বিদেশ গেছেন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ফিরেছেন বৃহস্পতিবার, আত্মসমর্পণ ১৬ মে

ঢাকা ডেস্ক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজি মো. সেলিম আইন মেনেই বিদেশে গিয়েছিলেন এবং দেশে ফিরেছেন। তিনি জরুরি চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এসেছেন। আইনগত যেটুকু প্রশ্ন আসে, হাইকোর্ট থেকে যে নির্দেশ দিয়েছিল-তিনি সেসব সামলেই গিয়েছিলেন। তিনি একজন সংসদ সদস্য। তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আইনকে মাথায় রেখেই তিনি গিয়েছেন। গত ৫ মে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।



দুর্নীতির মামলায় ১০ বছরের দন্ডপ্রাপ্ত হাজি সেলিম থাই এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজে বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। শনিবার বিকালে তিনি গোপনে এ বিমানবন্দর দিয়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে গিয়েছিলেন। হাজি সেলিমের একান্ত সচিব মহিউদ্দিন মাহমুদ বেলাল গণমাধ্যমকে তার দেশে ফেরার তথ্য নিশ্চিত করেন।

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে করা মামলায় হাজি সেলিমকে বিচারিক আদালতের দেওয়া ১০ বছর কারাদন্ড বহালের রায় ২৫ এপ্রিল হাইকোর্ট থেকে নিম্ন আদালতে পাঠানো হয়। রায় অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে তাকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এদিকে দন্ডপ্রাপ্ত হয়েও হাজি সেলিমের দেশত্যাগের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী খুরশীদ আলম গণমাধ্যকে বলেন, আমি মনে করি-সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়ায় তার সংসদ সদস্য পদ আর নেই। একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি বিদেশে যেতে পারেন না। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়ার কারণেই বিদেশে যেতে পারেননি। হাজি সেলিমেরও বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই। তার তো আত্মসমর্পণ করার কথা।

হাজি সেলিমের আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা বলেন, ১৬ মে বা তার কাছাকাছি সময়ে হাজি সেলিম বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন। পাশাপাশি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে। ২৫ মের মধ্যে তার নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২০০৭ সালের ২৪ অক্টোবর হাজি সেলিমের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে লালবাগ থানায় মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ মামলায় ২০০৮ সালের ২৭ এপ্রিল ১৩ বছর কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত। পরে তিনি আপিল করলে তার সাজা তিন বছর কমিয়ে ১০ বছর করা হয়।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



‘পথকলি’ শিশুদের সাহায্যার্থে

(শেষের পাতার পর)

(স্থানীয় হাই স্কুল মাঠ সংলগ্ন রাস্তা) এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে শনিবার অপরাহ্নে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মেলার আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। খবর ইউএনএ'র।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে আয়োজিক সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখেন মেলার প্রধান উদ্যোক্ত প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল। মেলার সমর্থনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়, অপর শিল্পী শহীদ হাসান খান, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ রশীদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এবং মেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আহসান হাবীব। সংবাদ সম্মেলন উপস্থাপনায় ছিলেন রিজু মোহাম্মদ।

সংবাদ সম্মেলনে নাসির আলী খান বলেন, বাংলাদেশী পথকলি শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে তাদেও কল্যাণে কিছু করা দরকার। আমাদের টার্গেট অন্তত ১০০ শিশুর দায়িত্ব নেয়া। এজন্যই মেলার মাধ্যমে ফান্ড রেইজ করা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শিশুদের জন্য কাজ করছে এমন তিনটি সংগঠনের মাধ্যমে আমরা যৌথভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবো। সংগঠন তিনটি হচ্ছে- ছায়াতল, জাগরণ ও আশ্রয়। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি ১০/১২ হাজার লোক হবে মেলায় এবং তারা যদি অন্তত: এক ডলার করে শুভেচ্ছা মেলা গেটে দেয় তাহলে ১০/১২ হাজার ডলার সহজেই ফান্ড হবে। এছাড়াও মেলা থেকে আয়ও ফান্ডে যোগ হবে এবং মেলা শেষে সকল হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করা হবে।

মেলটি সফল করতে নাসির আলী খান পল সকল প্রবাসীর সহরযাগিতা কামনা করে বলেন, বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কঁনক চাপা এবং এস আই টুটুল ছায়াতল-এর অ্যাম্বেসেডর। তারা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে। আশা করছি তাদের সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। মেলায় স্টল ছাড়াও থাকবে বিনোদনের সকল ব্যবস্থা। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে মেলার ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০ হাজার ডলার।

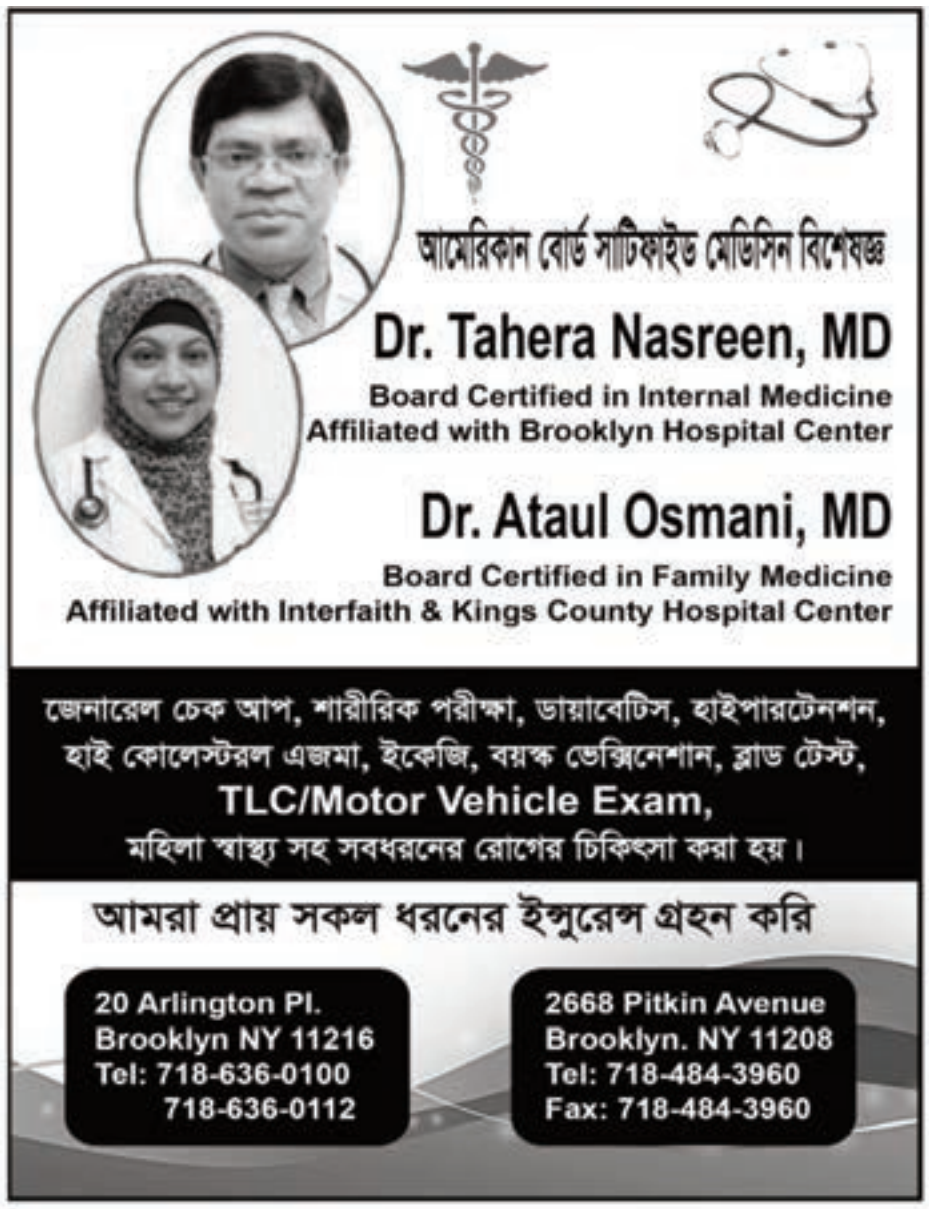
সংবাদ সম্মেলনে ছায়াতল-এর প্রতিনিধি জিয়া হায়দার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সানি মোল্লা, কামরুল ইসলাম সনি, শেখ ফারজানা, স্বপ্না খান, ডা. নার্গিস রহমান, আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশনের মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মেলার প্রিন্টিং পার্টনার হচ্ছে- আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশন।

বাংলা সিডিপ্যাপ পেল লিড

(শেষের পাতার পর)

সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়ে লেখক ও গবেষক হিসেবেও ব্যাপক পরিচিত। হোমকেয়ার সার্ভিসকে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে জনপ্রিয় ও পরিচিতি করানোর পেছনে তার অবদান অনস্বীকার্য। ২০১১ সাল থেকে বাংলা হোমকেয়ার নামে কমিউনিটিতে শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম প্রবীণদের হোমকেয়ার সেবা ও সেবক/সেবিকাদের ট্রেনিং দিয়ে আসছেন। মানবসেবায় হিমালয় ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে দাদা-দাদী, নানা-নানী ও বাবা-মা'দের সেবা দেবার প্রত্যয় তার। তিনি এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সেবা দেবার সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবেই এদেশে চালু হয়েছে। আমি তাকে ভালোবাসা হিসেবে নিয়েছি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নেইনি।

'কনজিউমার ডাইরেক্টেড পারসোনাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামে(সিডিপ্যাপ) সেবাগ্রহিতা নিজের চাহিদা বা প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সহকারির (পারসোনাল এসিসট্যান্স) কাছ থেকে সেবা নিয়ে থাকেন। এখানে সেবা গ্রহিতার পছন্দ বা অপছন্দই প্রাধান্য পায়। আর হোম কেয়ার এজেন্সীগুলো রোগীর সেবা কার্যক্রম দেখোভালো করে থাকে। ২০১৬ সালে নিউ ইয়র্ক স্টেট বয়স্কদের সেবাখাতের আইনটি সংশোধন করে। তখনই আবু জাফর মাহমুদ বাংলা হোমকেয়ারকে বাংলা সিডিপ্যাপ নাম দেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৫৩৫ জন কর্মচারি কাজ করছেন। জ্যাকসন হাইটসে রয়েছে তার করপোরেট অফিস ব্রুকলীনে বাংলা সিডিপ্যাপের একটি বড় শাখা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের শতভাগ কর্মচারিই বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট উল্লেখ্য যে, ২০২০ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে হোমকেয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রে লিড এফআই (লিড ফিস্কেল ইন্টারমেডিয়ারি) প্রদানের জন্য নিউইয়র্ক হেলথ ডিপার্টমেন্ট সকল হোমকেয়ার এজেন্সীগুলোর কাছ থেকে আবেদন গ্রহন করে। এতে প্রায় ৪০০ আবেদন জমা পড়ে। এরমধ্যে ৬৫টি এজেন্সীকে নির্বাচিত করা হয়। যেসব এজেন্সীতে ৪০০ বা তার অধিক ক্লায়েন্ট রয়েছে তারাই এই উপাধি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আরো উল্লেখ্য, এ ব্যবসার সাথে জড়িত বাংলাদেশী আবু জাফর মাহমুদের বাংলা সিডিপ্যাপ ছাড়াও গিয়াস আহমেদের ইমিগ্র্যান্ট এলডার হোমকেয়ার, রিফাত ইসলামের দাদা হোমকেয়ার, আসিফ বারীর বারী হোমকেয়ার, ও মোহাম্মদ শাহরিয়ার এর ডিএইচ হোম কেয়ার রয়েছে।







বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ২১৮ স্ট্রীট এবং ৮৮ এভিনিউতে ২ বেড, ২ বাথ ও লিভিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-২৪২৮ অথবা ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০।

হেলপ ওয়ান্টেড

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউতে (বিএক্স ৩৬ বাস লেন) একটি কেনেডী ফ্রাইড চিকেন-এর জন্য লোক আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১ অথবা ৩৪৭-৮৬২-৪৭১৩

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এা-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ জামিল ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০

বেসমেন্ট ভাড়া

জেরিগা এভিনিউ(ব্রঙ্কস) এর উপরে ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয়

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুন: ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

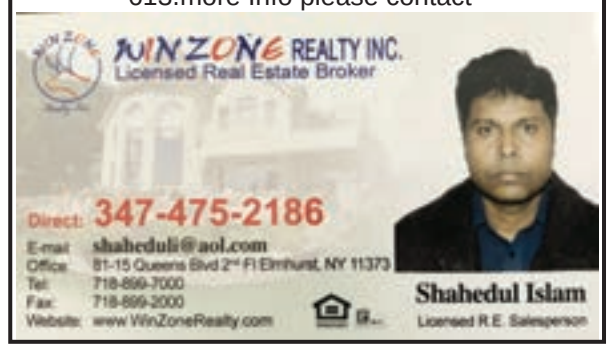
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি









যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ব্যাতিক্রমী ঈদপ্রীতি সমাবেশ

(শেষের পাতার পর)

উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন, বিএনপি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহবায়ক, বিএনপি'র স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও অবিভক্ত ঢাকা সিটির ডেপুটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন, দেশ বরণ্য জাতীয় সঙ্গীত শিল্পী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বেবী নাজনীন। বিএনপির জাতীয় কমিটির সদস্য ও জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক চিত্রনায়ক হেলাল খান। ঢাকা মহানগরের সাবেক কাউন্সিল মেম্বার অধ্যাপিকা ফাতেমা সালাম। যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম অফ নর্থ আমেরিকা সাবেক সভাপতি, বিশিষ্ট রিয়েলটর, বিএনপি নেতা সারওয়ার খান বাবু'র কর্মপরিকল্পনা, পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় প্রায় তিনশতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেন, আবু সাইদ আহমেদ, একেএম রফিকুল ইসলাম ডালিম, গোলাম এন. হায়দার মুকুট, খলকুর রহমান, আমানত হোসেন আমান, হাসান আহমেদ। উল্লেখ্য যে, ঈদপ্রীতি সমাবেশে উপস্থিত সকলকে গরু জবাই করে আপ্যায়ন করা হয়।

সমাবেশে আব্দুস সালাম বলেন, শেখ হাসিনা ঘুম থেকে উঠে শুরু করে মিথ্যা, ঘুমানোর আগ পর্যন্ত সারা দিনই মিথ্যার উপর চলে। তিনি একজন মিথ্যাবাদী। অবৈধ সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা যাই করুক না কেন, এবার কোন দলীয় সরকারের অধিনে নির্বাচন হবে না। আজ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন। বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় ও স্থানীয় সকল নির্বাচন তামাশায় পরিনত হয়েছে। দেশে সঠিক পন্থায় নির্বাচন না থাকায় গণতন্ত্র এখন মৃতপ্রায়। দেশবিরোধী নানা অপতৎপরতার মাধ্যমে বর্তমান সরকার জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে চলেছে। দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। দেশব্যাপী পথে-ঘাটে শুধু লাশের মিছিল। বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি নিয়ে হাহাকার চারদিকে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। দেশজুড়ে গণহত্যা, গুম, গুপ্তহত্যা, নারী ও শিশুদের ওপর পৈশাচিকতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের মহোৎসব চলছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতা আসে তখনই দেশে দূর্ভিক্ষ শুরু হয়। হাজার হাজার অর্থ পাচার করছে সরকার দলীয় লোকেরা। মানুষের প্রতিবাদী জাগরণকে চাপা দেয়ার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় আটকে রেখে চিকিৎসা হতে বঞ্চিত করছে।

সারওয়ার খান বাবুর ভূয়সী প্রংশসা করে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা দলের কাজে এগিয়ে আসা সময়ের দাবি। তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধতা। গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা ও দেশনেত্রীর মুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সকল নেতাকর্মীদেরকে আন্দোলন সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, নিয়াজ মোহাম্মদ জুয়েল, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মোহন খান, সৈয়দ রেজা মাকসুদুল হাসান, রাফেল তালুকদার, প্রফেসর মো: রফিকুল ইসলাম, গোলাম ফারুক শাহীন, আলহাজ্ব মহফুজুল মাওলা নান্নু, আলহাজ্ব আবু তাহের, এম এ বাতিন, মাওলানা অলিউল্লাহ মো: আতিকুর রহমান, সাঈদুর রহমান সাঈদ, জাকির এইচ চৌধুরী, মো: এবাদ চৌধুরী, মাকসুদুর হক চৌধুরী, আব্দুস সবুর, আব্দুল বাসেত, আতিকুল হক আহাদ, মিজানুর রহমান মিজান, মো: জসিম উদ্দিন (ভিপি), গিয়াস উদ্দিন, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, রুহুল আমিন নাছির, আশরাফ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, তোফায়েল আহমেদ লিটন, মাজহারুল ইসলাম জনি, কাউসার আহমেদ, শরীফ লস্কর, আমিনুল ইসলাম স্বপন, এজেটএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, সাইফুর খান হারুন, আহবাব চৌধুরী খোকন, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, শেখ হায়দার আলী, শেখ শাহজাহান, বিএম বাদশা, সোয়েব হোসেন খান, ইঞ্জিনিয়ার মাঈন উদ্দিন, মোহাম্মদ সেলিম, মাসুদ, হাবিব উল্যাহ, আব্দুস সালিক জাকির, মো: লিটন খান, মো: আমজাদ হোসেন, শাহবাজ আহমেদ, মাসুদ করিম মিলন, ফরিদ খন্দকার, নীরা রাব্বানী, মামুন আব্দুল্লাহ, নুরে আলম, এ.কে.এম কাইয়ূম, দেওয়ান কাউসার, কামরুল হাসান, মোস্তাক আহমেদ, আরিফ, মো: জিয়াউর রহমান মিলন, হুমায়ন কবির, শহীদুল ইসলাম সিকদার, মিজানুর রহমান মিজান, বাবুল হোসেন সোনারগাঁ, শাহাদাৎ হোসেন রাজু, মাহবুবুর রহমান, আলমগীর হোসেন মির্জা, মো: কামাল উদ্দিন দিপু, জিয়াউল হক মিশন, সৈয়দ আজাদ, মারুফ আহমেদ, রুবেল গাজী, আক্তারুজ্জামান, রহিজ উদ্দিন, মনির হোসেন মনির, মনির দেওয়ান, বক্সার সেলিম, আলমগীর খান আলম, জাফর তালুকদার, এডভোকেট আরিফ চৌধুরী, মো: আনোয়ার, রোজি, নাঈম, রিপন, সোয়েব আহমেদ, লিয়াকত হোসেনসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ শাহবাজ আহমেদ, দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা অলিউল্লাহ মো: আতিকুর রহমান।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ইতিহাসের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত : সুমী

(শেষের পাতার পর)

অনেকেই।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে যখন পাকিস্তান বহির্বিশ্বে গৃহযুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরছিল, তখন এই কনসার্ট বিশ্বের সকল মানুষের কাছে বাংলাদেশীদের মুক্তির বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-সম্পর্কিত বাংলাদেশের নৃশংসতার ফলে সাহায্যের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছিল।

একই আদলে, স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপনে একই স্থানে শুক্রবার হয়ে গেল 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট'। এই কনসার্টে অংশ নেয় বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ড স্করপিয়ন্স এবং বাংলাদেশের চিরকুট। বাংলাদেশের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগ কনসার্টটির মূল আয়োজক।

আমেরিকান সহ হাজার হাজার ভিনদেশী দর্শক ছাড়াও এই কনসার্টে প্রচুর প্রবাসী বাংলাদেশী দর্শক দেখা গিয়েছে। উপভোগ করতে দেখা গেছে কনসার্ট। গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্টে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে চিরকুট ব্যান্ডের ভোকালিস্ট শারমিন সুলতানা সুমী মিডিয়াকে বলেন, 'এমন একটি আয়োজনে অংশ নেওয়াটা একটা ইতিহাস। সেই ইতিহাসে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আইসিটি ডিভিশনকে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে সেই একই স্থানে মানে ম্যাডিসন স্কয়ারে গান গাওয়াটা শুধু চিরকুট নয় এটা বাংলাদেশীদের জন্যও গর্বের।'

সুমী বলেন, 'বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ড স্কোরপিয়ন্সের সঙ্গে একই মঞ্চে পারফর্ম করাটাও খুব একটা সহজ বিষয় নয়। এমন অফার পেয়ে টেলিফোন যখন পেয়েছিলাম তখন বিশ্বাসও করতে পারছিলাম না, যদিও অনেক পরে ধাতস্থ হয়েছি। তবে এটাও সত্য যে গত ১১ বছরে আন্তর্জাতিকভাবে অনেকগুলো কনসার্ট করে চিরকুটের পোর্টফোলিও ভারী হয়েছে।'

এই কনসার্টে সুমীকে গাইতে দেখা যায় ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা, কানামাছিসহ চিরকুটের অন্যান্য জনপ্রিয় গান। বাংলাদেশী নারীর ভূষন 'শাড়ী-ব্লাউজ' পরে কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে সুমি তার গান পরিবেশন করেন। গানের মাঝে কথার ফাঁকে সুমি বলেন- 'উই ডিড ইট, বাংলাদেশ ডিড ইট'। তখন হাজার হাজার দর্শকের করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠে মেডিসন স্কয়ার গার্ডেন।

স্যাংশন ওঠাতে কাজের কাজ কই!

(শেষের পাতার পর)

বাহাদুর লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে এলান করলেন র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা ওঠাতে ভারতের সহযোগীতা চাওয়া হবে! মানে ভারতকে বলা হবে তারা যেন আমেরিকার কাছে আমাদের হয়ে একটু চেষ্টা-তদ্বির করে। আচ্ছা বুঝলাম এই সফরকালে পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল না কথাটা তোলা যায় নাই। যেটাই হোক, বুক চিতিয়ে আগেই মাইকিংয়ের কি দরকারটা ছিল! এই যে সোস্যাল মিডিয়ায় চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করা হলো তার হাইকোর্ট করবে কে!

আসলে স্যাংশন তোলার ব্যাপারে সরকার চায়টা কি সেটাই স্পস্ট না। প্রথমে বলা হয়েছিল ওসব স্যাংশনট্যাংশন আমরা পরোয়া করিনা। ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়াও স্যাংশনকে কলা দেখিয়ে যাচ্ছে। ভাল কথা। তাহলে তো স্যাংশন আমলে নেওয়ারই কথা না! কিন্তু আমলে তো নেওয়া হলো! নইলে ওয়াশিংটনে মাসিক বিশ হাজার ডলারে লবিষ্ট নিয়োগ, স্টেট ডিপার্টমেন্টে দেন-দরবার, বিংকেনের কাছে ধর্ণা, সর্বশেষ ভারতের সহযোগীতা চাওয়ার ঘোষনা- এসব কেন! ক্রস ফায়ার গুম খুনের হঠাৎ বিরতি, তাই বা কেন!

পরোয়া না করলে এসব কিছুই তো করা দরকার ছিল না। রাশিয়ার মত আমরাও বলতে পারতাম 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে!' কিন্তু এখন চলছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। যেসব অভিযোগে স্যাংশন তা নিরসনের উদ্যোগ নাই, চলছে দৌড়ঝাপ আবেদন নিবেদন। বলার মত একটাই মাত্র প য়েন্ট, ক্রস ফায়ার গুম খুন বন্ধ। স্যাংশন তো এসেছে বিগত দিনের আমলনামার কারনে। মার্কিন পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, যেসব অভিযোগে স্যাংশন তার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই কাজটা করতে অসুবিধা কোথায়!

এটা তো পরিষ্কার যদি আবেদন নিবেদন লবিং তদ্বিরের পথ ধরি তাহলে আনীত অভিযোগের সুরাহা করতে হবে। আমেরিকা তো বাংলাদেশ না যে কিছু আন্ডার দ্য টেবল ডিল করে কাজ সেড়ে ফেলা যাবে! মার্কিন আইন প্রণেতাদের কাছে বিশ্বাষযোগ্য প্রমান দিতে হবে যে অতীতের ঘটনাবলীর জন্য দায়ীদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে। সেই সাথে নিশ্চয়তা দিতে হবে ভবিষ্যতে আর এমনটা ঘটবে না। কি সমস্যা ছিল এই ব্যবস্থাগুলো নিতে! কোন এমন মাই-নকার চিপা!

সরকার এবং বিভিন্ন বহিনীর পদস্থ কর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সীমিত হয়ে আসছে। অনেকেই পশ্চিমা ভিসা পাচ্ছেন না, কাউকে কাউকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে মিডিয়ায় খবর আসছে। এই ধারা যদি বাড়তে থাকে, চিন্তা তো বটেই। কেউই চায় না ভবিষ্যতে এমন পরিস্থতির উদ্ভব হোক যাতে দেশটাই না একঘরে হয়ে পড়ে। এমনিতেই এই স্যাংশন শুধু সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে নাই দেশ হিসেবে জাতি হিসেবে আমাদেরকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। ড্যাম কেয়ার বলার মত মাজায় জোর যখন নাই সময় নষ্ট না করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অসুবিধা কোথায়! ব্যক্তি হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তাদের যে ক'জন সার্ভিসে আছেন অন্তত: সাময়িককালের জন্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তদন্তে নির্দোষ প্রমান হলে নাহয় তারা আবার ফিরবেন। অভিযুক্তদেরকে স্বপদে বহাল রাখার অর্থ তো স্যাংশনকে চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। একদিকে চ্যালেঞ্জ আর একদিকে কাকুতি মিনতি, কি অর্থ দাঁড়ায়! ওরা কি এসব বুজরুকি বোঝে না!

সরকার ও সরকারি দলের লোকজন ছাড়া একটা স্বাধীন তদন্ত কমিটি করা যেতে পারে। যার প্রধান হতে পারেন কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সদস্য- সাংবাদিক মানবাধিকার কর্মী আইনজীবি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। বিভিন্ন শ্রেণী পেশায় এমন অনেকেই আছেন যাদের এখনও দল-নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি আছে। এমন পাঁচ সাতজনকে নিয়ে একটা কমিটি করে যদি তাদেরকে তিন মাস ছয় মাস সময় দিয়ে অন্তত: বিশটা কেসও তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবুও তো আমেরিকাকে বলা যায় আমরা প্রক্রিয়া শুরু করেছি। কয়েকজনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি আর একটা তদন্ত কমিটি করা হলে সেটা তো হতে পারে কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি। যেহেতু আমাদেরকে স্যাংশন ওঠাতেই হবে কাকুতি মিনতি আবেদন নিবেদন না করে কিছু কাজ করে কি দেখানো যায় না! ওরা তো সেটাই চাইছে!

আর যদি মনে করা হয় কোন কারনে অভিযুক্তদেরকে স্পর্শ করা যাবে না বা তদন্ত কমিটি করলে থলের বিড়াল বের হয়ে আসতে পারে তাহলে বাঘের মত গর্জন করে বলুন, 'ড্যাম কেয়ার'। দুইদিন পর পর ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি আর তাই নিয়ে লোক হাসাহাসি- এসব আর ভাল লাগে না!

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)







মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ১০ কোটি টাকা খরচে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' শুক্রবার

সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নবানে জর্জরিত প্রতিমন্ত্রী পলক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ১০ কোটি টাকা খরচে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' হচ্ছে ৬ মে শুক্রবার। এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক দেশের উন্নয়ন-অগ্রগত ছাড়াও কনসার্টের বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কনসার্টটির জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ছাড়াও দেশীয় কিছু কোম্পানীও স্পন্সর হিসেবে রয়েছে। আর আজ (বুধবার) পর্যন্ত ২০ হাজার আসনের মধ্যে টিকিট বিক্রি হয়েছে মাত্র ৪ হাজার। প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বল্প উন্নত দরিদ্র রাষ্ট্র গুলোর শিশুদের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করবে বাংলাদেশ। এ নিয়ে ইউএনডিপি'র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে পরেন প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বুধবার (৪ মে) সন্ধ্যায় আয়োজিত জনাকীর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা কনসার্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে ধোয়াশার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাপারে প্রতিমন্ত্রী 'অবগত নন, বা জানেন না' বলে এজন্য ক্ষমা প্রত্যাশা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক জানান, 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' আয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এছাড়া দেশীয় কিছু কোম্পানীও স্পন্সর হিসেবে রয়েছে। তবে সরকারের ১০ কোটি টাকার বাইরে স্পন্সর কোম্পানী গুলো কত টাকা দিচ্ছে তা স্পস্ট করে জানাতে পারেননি প্রতিমন্ত্রী। এছাড়াও কনসার্টের মোট বাজেট কত তাও তিনি জানাতে পারেন নি।

প্রতিমন্ত্রী পলক জানান, নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আয়োজিত 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' এর ২০ হাজার আসনের মধ্যে আজ পর্যন্ত মাত্র ৪ হাজার আসনের টিকিট বিক্রি হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে কনসার্টের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেউ চাইলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, স্থানীয় সাংবাদিক ও আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী শিশুদের জন্য ফ্রি টিকিট দেওয়া হবে। এসময় তিনি নতুন প্রজন্মের প্রবাসী বাংলাদেশী শিশুদের এই কনসার্টে অংশগ্রহন করানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। আর যারা ফ্রি টিকিটের মাধ্যমে কনসার্টে অংশ নিতে আগ্রহী তাদের নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ই-মেইলে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান। তবে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' নিউইয়র্কে আয়োজিত হলেও প্রবাসী বাংলাদেশীদের জানাতে তেমন কোন কর্মকান্ড পরিচালনা না করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেন উপস্থিত সাংবাদিকরা।

সংবাদ সম্মেলনে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' আয়োজনে নিউইয়র্ক প্রবাসীদের অংশগ্রহন নেই কেন? জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই আয়োজনের সবই হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। তবে কনসার্ট আয়োজনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

১৫ বছরের প্রেম, একসঙ্গে ৩ তরুণীকে বিয়ে!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৫ বছর ধরে তিন প্রেমিকার সঙ্গে সর্ম্পক। অবেশেষে তিনজনকে একসঙ্গে বিয়ে করলেন ভারতের মধ্যপ্রদেশের এক তরুণ। এমনকি তিন প্রেমিকার গর্ভের ছয় সন্তানের বাবাও তিনি। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত আলিরাজপুরের। ওই তরুণের নাম সমর্থ মৌর্য। তিনি আলিরাজপুর জেলার নাগপুর গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। জানা গেছে, সমর্থের সঙ্গে তিন তরুণীর সম্পর্ক ১৫ বছর ধরে। এখন তাদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর। বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিল সমর্থের ছয় সন্তান। তিন দিন ধরে পালিত হয় বিয়ের রীতি। সমর্থ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। বলা হয়ে থাকে, আদিবাসীদের মধ্যে রীতি রয়েছে, একজন পুরুষ একাধিক নারীর সঙ্গে সর্ম্পক করতে পারেন। পরে বিয়ের সিদ্ধান্তও নিতেও পারেন। কিন্তু আইন কী এই স্বীকৃতি দেয়।





জাতিসংঘের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের সাথে সেনা প্রধানের বৈঠক

বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণের পেশাদারিত্বের উচ্চ প্রশংসা

নিউইয়র্ক: শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের একাধিক উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফি-উদ্দিন আহমেদ। গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ২০২২ নিউ-ইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদরদপ্তর পরিদর্শনকালে জাতিসংঘের সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল গিলেজ মিচাউদ, ভারপ্রাপ্ত মিলিটারি অ্যাডভাইজর মেজর জেনারেল মওরিন ও'ব্রায়ান, পলিটিক্যাল ও পিস বিল্ডিং অ্যাফেয়ার্স বিভাগের অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল (এএসজি) মোহাম্মদ খালেদ খিয়ারি, অপারেশনাল সাপোর্ট বিভাগের অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ক্রিশ্চিয়ান স্যন্ডার্স ও পুলিশ অ্যাডভাইজর লুইস রিবেরিও ক্যারিলহো এর সাথে এসকল বৈঠক করেন তিনি। অত্যন্ত ফলপ্রসু এসকল বৈঠকে উঠে আসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের নানা দিক।

বৈঠককালে সেনাপ্রধান বিশ্ব শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন। শান্তিরক্ষী মিশনসমূহে নারী শান্তিরক্ষীসহ আরও অধিক বাংলাদেশী শানিমশরক্ষী নিয়োগ, শানিমশরক্ষা কার্যক্রমে নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে নিয়োগ, অন্যান্য শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের সাথে যৌথভাবে শান্তিরক্ষী মিশনে অংগ্রহণ, বাংলাদেশ থেকে আর্মড পার্সোনেল ক্যারিয়ার মোতায়েন, গার্ড ইউনিটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের নিয়োগ, জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি এবং অপারেশনাল সাপোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বাংলাদেশ থেকে আরও অধিক সংখ্যক পুলিশ কন্টিনজেন্ট ও ইন্ডিভিজুয়াল পুলিশ অফি-সার (আইপিও) নিয়োগের আহ্বান জানান বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের অত্যন্ত কঠোর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মনোনীত করে উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে মিশনে প্রেরণ করা হয় মর্মে উল্লেখ করেন সেনা প্রধান। ঋারপ্রাপ্ত মিলিটারি অ্যাডভাইজর বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব, নৈতিকতা, এবং নিয়মানুবর্তিতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এসকল কারণেই বিশ্ব শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি সংখ্যক শান্তিরক্ষী নিয়োগের আগ্রহের কথা জানান তিনি।

এএসজি খালেদ খিয়ারি পিস বিল্ডিং কমিশন ও পিসকি-পিং-এ বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। এছাড়া এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে উত্তরণ এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয়দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

আলোচনা কালে ভারপ্রাপ্ত মিলিটারি অ্যাডভাইজর এবং পলিটিক্যাল ও পিস বিল্ডিং অ্যাফেয়ার্স বিভাগের এএসজি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে একটি এভিয়েশন কন্টিনজেন্ট জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যথাশীঘ্র মোতায়েনের অনুরোধ জানালে সেনাপ্রধান তাতে নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন।

কান্তিরক্ষী মিশনের বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টসমূহে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি পরিবর্তন করে বাংলাদেশ থেকে নতুন অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি প্রতিস্থাপন করার জন্য সেনাবাহিনী প্রধান প্রস্তাব করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এরফলে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এ বিষয়টির সমাধান হতে যাচ্ছে যা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সক্ষমতা, সুরক্ষা ও মনোবল বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এএসজি ক্রিশ্চিয়ান স্যন্ডার্স বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের পেশাগত দক্ষতা ও লজিস্টিক সক্ষমতার প্রশংসা করেন। তিনি বিভিন্ন মিশনে বাংলাদেশী হেলিকপ্টার কন্টিনজেন্ট নিয়োগসহ অন্যান্য শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের সহায়তা প্রত্যাশা করেন। পুলিশ অ্যাডভাইজর লুইস রিবেরিও ক্যারিলহো শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত বাংলাদেশী পুলিশ সদস্যগণের প্রসংশা করেন এবং আরও অধিক বাংলাদেশী পুলিশ সদস্য নিয়োগের আগ্রহের কথা জানান।

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর নামে স্থাপিত বেঞ্চ ও রোপনকৃত বৃক্ষ-হানি লুকাস্ট পরিদর্শন করেন সেনাবাহিনী প্রধান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আল্লাহর গুণাবলি জানা ইবাদত

(শেষের পাতার পর)

মুমিন আল্লাহর পরিচয় জানতে পারে, আল্লাহর ক্ষমতা, রাজত্ব ও প্রভুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে সাহায্য করে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওজি (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ বিষয়ক জ্ঞানগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ক জ্ঞানের উৎস। আর আল্লাহর নামগুলো সম্পর্কে জানা এবং তা আয়ত্ত করা আল্লাহ বিষয়ক জ্ঞানগুলোর মূল।

সুতরাং 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নামগুলো যথাযথভাবে আয়ত্ত করল সে যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করল।' (বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ : ১/২৮৭)

আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে মুমিন আল্লাহর অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে এবং সে অনুসারে তার জীবন পরিচালনা করবে। আল্লামা ইজ ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) বলেন, 'আল্লাহর (গুণবাচক) নামগুলোর অর্থ জানার মাধ্যমে বান্দা তার ফলাফল অনুসারে আমল করবে। যার মধ্যে আছে আশা ও ভয়, শঙ্কা ও ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ইত্যাদি।' (সাজারাতুল মাআরিফি ওয়াল আহওয়াল, পৃষ্ঠা ৬৭)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গুণাবলি তথা গুণবাচক নামগুলো মুমিনের ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। ইমাম ইবনে তাই-মিয়া (রহ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নামগুলো ও তার অর্থ জানল এবং তার ওপর ঈমান আনল, তার ঈমান সেই ব্যক্তির ঈমানের তুলনায় পূর্ণ যে নামগুলো জানে না।' (মাজমুউল ফাতাওয়া : ৭/২৩৩)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত আল্লাহর গুণবাচক নাম তথা গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে ইবাদত বলে বিশ্বাস করেন। কেননা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর জন্য আছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৮০)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে। যে তা আয়ত্ত করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৭৩৬)

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন, আল্লাহর নাম আয়ত্ত করার অর্থ হলো নামগুলোর শব্দ ও অর্থ মুখস্থ করা, এগুলোর দাবি অনুসারে ইবাদত করা এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। (আল-কাউলুল মুফিদ : ২/৩১৪)

চেলসি কিনে নিচ্ছেন আমেরিকান ধনকুবের

(শেষের পাতার পর)

নতুন মালিক। আগে রুশ ধনকুবের রোমান আব্রাহমোভিচ ছিলেন এর মালিক।

জানা গেছে, ৫.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার বা প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকায় ক্লাবটি কিনে নিচ্ছেন টড বেয়েলি। চুক্তি সম্পাদিত হলেও এখনো ব্রিটিশ সরকার ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র বাকি আছে।

৫.২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের মধ্যে ২.৫ বিলিয়ন সরাসরি ক্লাবটির শেয়ার কেনার জন্য ব্যয় করা হবে। এই অর্থ যাবে একটি জব্দ করা ব্রিটিশ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। সেই অর্থ ব্যয় হবে দাতব্য কর্মকান্ডে। ক্লাবের সাবেক মালিক রুশ ধনকুবের রোমান আব্রাহমোভিচও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে ক্লাবের বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

বাকি ১.৭৫ বিলিয়ন ডলার ক্লাবটির উন্নয়নে বিনিয়োগ করবেন টড বেয়েলি ও তার দল। মে মাসের শেষ নাগাদ ক্লাব কেনার প্রক্রিয়াটি শেষ হবে।

গত ১৯ বছর ক্লাবটির মালিক ছিলেন রাশিয়ান বিলিয়ি-নয়ার রোমান আব্রাহমোভিচ। গত মার্চে তিনি ক্লাবটি বিক্রির জন্য নিলামে তোলেন। ফেব্রুয়ারীতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের জের ধরে রাশিয়ান ধনকুবেরদের অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা জব্দ করে বিভিন্ন দেশের সরকার। আব্রাহমোভিচের বিরুদ্ধেও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে সখ্যের অভিযোগ তোলা হয়। এ পরিস্থিতিতে তিনি ক্লাবটি বিক্রির জন্য নিলামের ঘোষণা দেন।

ক্রীড়াঙ্গনে আগেও বিনিয়োগ করেছেন টড বেয়েলি। তিনি অ্যামেরিকার জনপ্রিয়তম বাস্কেটবল ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলস লেকার্সেরও একাংশের মালিক। এছাড়া বেসবলের ফ্র্যাঞ্চাইজিতেও তার বিনিয়োগ রয়েছে। তার বিনিয়োগকারী দলে আরো রয়েছেন সুইস বিলিয়নিয়ার হান্সইয়র্গ উইস, ব্রিটিশ ব্যবসায়ী জনাথন গোল্ডস্টাইন ও ব্রিটিশ সাংবাদিক ড্যানিয়েল ফিঙ্কেলস্টাইন।



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম



হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

HALAL
100% Quality Food

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

ইতিহাসের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত : সুমী

বিশেষ প্রতিনিধি: কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে এই নাম উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান, কনসার্ট। বিগত ১ আগস্ট ১৯৭১ নিউইয়র্ক সিটির মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সাবেক বিটল্স সঙ্গীতদলের লিড গিটারিস্ট জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সেতারবাদক রবিশঙ্করের আয়োজনে এই কনসার্টে সংগীত পরিবেশন করেন- বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল, ব্যাড ফিঙ্গার এবং রিঙ্গো রকস্টারসহ আরো (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)


কনসার্টে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সুমী (মাঝে)



ডেপুটি কমিশনার হলেন দিলীপ চৌহান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এশিয়ান আমেরিকান দিলীপ চৌহানকে ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

স্যাংশন ওঠাতে কাজের কাজ কই!



শেষ পর্যন্ত কি জানা গেল, ·জয় শংকর বাবুর কাছে কথাটা তোলাই হয় নাই! অথচ মাত্র দুইদিন আগে আমাদের মন্ত্রী (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

এন. মজুমদারের প্রেসিডেন্সিয়াল ভলেন্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড লাভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দশ হাজার ঘন্টার অধিক ভলেন্টিয়ার সার্ভিসের জন্য মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এন. মজুমদা প্রেসিডেন্সিয়াল ভলেন্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। গত ২৯ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ৪৪ পাতায়)

বিরূপ প্রকৃতিতে উৎসবের ঈদ পালন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রতিকুল আবহ-াওয়ায়ও ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে নিউইয়র্ক সহ সমগ্র উত্তর আমেরিকায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। উইক ডে সোমবার ঈদ হলেও নামাজের জন্য ধর্মপ্রাণ হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীর ঢল নামে মসজিদগুলোতে। ঈদের জামাতগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশী ও মুসলিম কমিউনিটি সহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যেও নিউইয়র্কের (বাকি অংশ ০৩ পাতায়)


জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় ঈদের জামাত শেষে মোনাজাতের দৃশ্য।

‘পথকলি’ শিশুদের সাহায্যার্থে জ্যামাইকায় মেলা ২৯ মে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নব গঠিত জ্যামাইকা বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে বাংলাদেশের ‘পথকলি’ শিশুদের সাহায্যার্থে জ্যামাইকায় মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী রোববার ২৯ মে রোববার ৮৪ এভিনিউতে(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র ব্যতিক্রমী ঈদপ্রীতি সমাবেশ

নিউইয়র্ক: দীর্ঘদিন পরে কেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দের সরব উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ব্যানারে ব্যতিক্রমধর্মী ঈদপ্রীতি সমাবেশ আয়োজন করা হয় বিশিষ্ট রিয়েলটর ও বিএনপি নেতা সারওয়ার খান বাবু। গত ৪ মে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বগুড়ায় আমেরিকা প্রবাসীকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

ঢাকা ডেস্ক: বগুড়ায় সন্ত্রাসীরা আবদুর রাজ্জাক সরকার (৬৫) নামে এক আমেরিকা প্রবাসীকে (নাগরিক) গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করেছে। তিনি আত্মরক্ষায় ব্যক্তিগত পিস্তল দিয়ে গুলি করেও রেহাই পাননি। গত ৩ মে মঙ্গলবার ঈদের দিন মধ্যরাতে সদর উপজেলার শেকেরকোলা ইউনিয়নের মহিষবাথান তিনমাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

বাংলা সিডিপ্যাপ পেল লিড এফআই এওয়ার্ড



বিশেষ প্রতিনিধি: নিইয়র্কে সবচেয়ে পুরনো ও জনপ্রিয় হোমকেয়ার ‘বাংলা সিডিপ্যাপ’ লিড এফআই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। আর বাংলা সিডিপ্যাপ এর কর্ণধার হচ্ছেন কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ৪ এর (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



আল্লাহর গুণাবলি জানা ইবাদত

মুফতি আতাউর রহমান

কোরআন ও হাদিসে আল্লাহর যেসব গুণাবলির বর্ণনা এসেছে সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। কেননা এসব গুণের মাধ্যমে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

খেলার খবর

চেলসি কিনে নিচ্ছেন আমেরিকান ধনকুবের

ডয়চে ভেলে: ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম আলোচিত এই ঘটনাটি জানা গেছে শনিবার। ইংলিশ ক্লাবটি ঘোষণা দিয়েছে যে, আমেরিকান বিলিওনেয়ার টড বেয়েলি ও তার দল চেলসির(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

স্ত হেলথ টিপস

ডায়াবেটিস এড়াতে উপকারী খাবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উদ্ভিজ্জ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হতে পারলে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা কমে। খাদ্যাভ্যাসে যে পরিবর্তনগুলো (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

বিনোদন

সাবিলা নূর সংবাদ পাঠ পেশায় এলেন নাকি!

বিনোদন ডেস্ক: সাবিলা নূর এবারের ঈদে বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। এগুলোর মধ্যে তুমিময় নামের একটি নাটক নিয়ে সামাজিক (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com